রশমণি

ISBN : 984-70063-0012-0

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ
মাহদি ও দাজ্জাল

মাওলানা হাসেম ওমর

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ : মাহ্‌দি ও দাজ্জাল

মূল

মাওলানা আসেম ওমর

প্রখ্যাত আলেমে দীন, পাকিস্তান

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দোকান নং- ৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৭১৭৮৮১৯

পৃষ্ঠা | ২৪০, ফর্মা ১৫
পরশমণি প্রকাশন | ২৬

প্রকাশক | মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ | জানুয়ারি ২০১৩
বর্ণবিন্যাস | পরশ কম্পিউটার
মুদ্রণ | জাহানারা প্রিন্টিং প্রেস
সেকশন, হাজারীবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ ডিজাইন | নাজমুল হায়দার
সাজ ক্রিয়েশন, ৮৬ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা

ISBN-984-8654-12-0

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

লেখকের ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা বারবার ঘটেছে যে, অঞ্চল দখলের মাধ্যমে সমকালীন সবল জাতিগুলো দুর্বল জাতিগুলোকে জয় করে নিজেদের গোলামে পরিণত করে নিয়েছে। কিন্তু যখনই বিজয়ীদের শক্তির সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করেছে, অমনি গোলামির জিঞ্জিরও ভেঙে যাওয়া শুরু করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে শক্তিশালী জাতিগুলো দুর্বল জাতিগুলোকে অঞ্চল জয় করা ব্যতিরেকেই গোলাম বানিয়ে নিচ্ছে। আর এই গোলামি এতটাই ঘৃণ্য ও জঘন্য যে, বিজয়ী জাতির পতনের পরও যেমনটা তেমনই রয়ে যায়।

দৈহিক গোলামি অতটা ক্ষতিকর ও নিন্দনীয় নয়, যতটা নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর মানসিক গোলামি। কারণ, একটি জাতির চিন্তা-চেতনা যদি স্বাধীন হয়, তা হলে তারা কখনও পরাজয় মেনে নেয় না এবং সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। অপর দিকে কোনো জাতি যদি মানসিক গোলামির শিকার হয়ে পড়ে, তা হলে ভেতর থেকে তাদের নিজেদের মতো করে চিন্তা করার যোগ্যতা হারিয়ে যায়। মানসিক গোলামির শিকার জাতি আপন মস্তিষ্কে চিন্তা করে না। পরিস্থিতিকে তারা নিজেদের চোখে দেখে না। প্রভুরা যেদিকে খুশি তাদের চিন্তার গতিকে ঘুরিয়ে দেয়। বড় ব্যাপার হলো, নিজেদেরকে এরা গোলামই মনে করে না। ভাবে, আমরা তো স্বাধীনই আছি। মানসিক গোলামির সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি হলো, মানসিকভাবে গোলাম জাতি ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো, ক্ষতিকে উপকার আর উপকারকে ক্ষতি, শত্রুকে বন্ধু আর বন্ধুকে শত্রু, রাহ্‌যনকে রাহ্‌বর আর রাহ্‌বরকে রাহ্‌যন মনে করে।

খেলাফতের পতনের পর থেকে আজ অবধি মুসলিম উম্মাহ এই মানসিক গোলামির শিকার। এই গোলামির বিষক্রিয়া মুসলমানদের মস্তিষ্কে এ-ধারণাটি বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, এ-যুগে ইসলামি খেলাফতের কোনো প্রয়োজন নেই – সময় এখন গণতন্ত্রের। এভাবে মানসিক গোলামির ফলে মুসলমান গণতন্ত্রকে ইসলামি খেলাফতের 'উত্তম বিকল্প' ঠিক করে নিয়েছে।

এই মানসিক গোলামি মুসলমানদের মধ্য থেকে কুরআন-হাদীছ অনুসারে চিন্তার করার যোগ্যতা ও অনুভূতি বের করে দিয়েছে। ফলে এখন মুসলমান কোনো একটি বিষয়কে কুরআন-হাদীছের আলোকে পর্যালোচনা করে না। এখন তারা সবকিছু পর্যালোচনা করে পাশ্চাত্য মিডিয়ার মাথায়;

পশ্চিমারা একটি বিষয়কে যেভাবে মূল্যায়ন করে, মুসলমানও আজ বিষয়টিকে সেভাবেই ভাবতে শুরু করে। আমাদের শাসক-লেখক-বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও কলম আজ সেই পথেই চলে, যে-পথের দিকে ইসলামের শত্রুরা অঙ্গুলিনির্দেশ করে। অবশেষে যখন গন্তব্যে উপনীত হয়, তখন দেখা যায়, এটি সেই জায়গা, যেটি পশ্চিমা চিন্তাবিদরা আগেই ঠিক করে রেখেছে। অথচ তারা মনে করে, আমরা বিরাট কিছু অর্জন করে ফেলেছি। আমরা অনেক কাজ করছি।

রাশিয়ার আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ, আফগান মুসলমানদের জিহাদ ও বিজয়, তালেবানের ইসলামি শাসন, আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার আগ্রাসন, উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার আগমন, আমেরিকার ইরাক দখল, ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের নিপীড়ন, আমেরিকার উপর এগারো সেপ্টেম্বরের আক্রমণ এবং এ-জাতীয় অন্যান্য ঘটনাগুলোকে আমরা এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি। এই বিষয়গুলোতে তথাকথিত মুসলমান লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মূল্যায়ন-পর্যালোচনা মুসলমানদের মনে সাহস জোগানোর পরিবর্তে মনোবল হারানোর কাজ করেছে। তাদের মূল্যায়ন মুসলমান সমাজের উপর বিরূপ ও ভুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। মানসিকভাবে গোলাম হওয়ার কারণে তারা আল্লাহর শক্তিকে পরাশক্তি প্রমাণিত করার স্থলে কাফের রাষ্ট্রগুলোকে সুপার পাওয়ার সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে যে, যা-কিছু ঘটে, সব কাফেরদের মর্জি অনুসারেই ঘটে – ওরা যা চায়, তা-ই হয়। কাজেই তোমরাও আমাদের মতো কাফেরদের মানসিক গোলাম হয়ে যাও।

কেন এই পরিবর্তন? এর একমাত্র কারণ, মুসলমান বর্তমান পরিস্থিতিকে কুরআন-হাদীছের আলোকে বুঝবার চেষ্টা করে না। তারা তাকিয়ে থাকে পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমগুলোর দিকে। তারপর ওরা যা বোঝায়, বিনা বিচারে তা-ই বুঝে নেয়। এই সত্যটি আজ অস্বীকার করবার কোনোই সুযোগ নেই যে, আজ আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিতজন পশ্চিমাদের মানসিক গোলামির শিকার।

কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে, হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে হলে, ঈমানি কর্তব্য পালন করতে হলে আমাদেরকে এই গোলামির শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে কুরআন-হাদীছের আলোকে কর্মনীতি প্রস্তুত করতে হবে। বিশ্বপরিস্থিতিকে কুরআন-হাদীছের চোখে দেখার ও মূল্যায়ন করার অভ্যাস ও যোগ্যতা গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় আজীবনই আমরা পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থই হব আর এই অবস্থাতেই কেয়ামত এসে পড়বে। তখন না অতীতের আয়না আমাদের সঠিক চিত্র দেখাবে, না আমরা ভবিষ্যতের নির্ভুল ছবি দেখতে সক্ষম হব, না ইউরোপের পুনরুত্থানরহস্য উন্মোচনে সফল হব, না আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারব, না আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার শীতল যুদ্ধের নাটক বুঝতে পারব। অনুরূপ না আমেরিকা-চীন কিংবা ভারত-চীনের শত্রুতার রহস্য আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হবে।

এ-বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য, যাতে আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছের আলোকে পরিস্থিতিকে বুঝতে পারি, তারপর আমরা সঠিকভাবে ভবিষ্যতপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারি। কারণ, রোগনির্ণয় সঠিক না হলে ব্যবস্থাপত্রও সঠিক হয় না।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেকগুলো ঘটনা স্পষ্ট ভাষায় খোলাসাভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে মুসলমানরা তার আলোকে নির্ভুল পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারে, ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের আগে থেকেই তৈরি করে নিতে পারে এবং শত্রুর মোকাবেলায় নিজেদের যথাসময়ে প্রস্তুত করে রাখতে পারে।

আল্লাহপাক মুসলিম উম্মাহকে দীনের সঠিক বুঝ ও সফলতা দান করুন। আমীন।

মাওলানা আসেম ওমর
লাহোর, পাকিস্তান

প্রকাশকের কথা

'*তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ : মাহ্‌দি ও দাজ্জাল*' মাহ্‌দি-দাজ্জাল বিষয়ের গতানুগতিক কোনো বই নয়। পাকিস্তানের সুবিজ্ঞ ও বিদগ্ধ লেখক মাওলানা আসেম ওমর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা হযরত মাহ্‌দি ও দাজ্জালবিষয়ক নবীজির ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। শেষ যুগের ফেতনা ও মাহ্‌দি-দাজ্জাল সম্পর্কে নবীজির বলা কথাগুলোকে তিনি বিশ্লেষণ করে সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কোনটি মাহ্‌দি মিশন আর কোনটি দাজ্জালি মিশন। লেখক দিনের আলোর মতো করে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কারা মাহ্‌দি মিশনের পক্ষে কাজ করছে আর কারা দাজ্জালি মিশনের নেতৃত্ব ও সঙ্গ দিচ্ছে।

দাজ্জাল বিশেষ এক ব্যক্তির নাম। অনুরূপ মাহ্‌দিও নির্দিষ্ট একজন লোক হবেন। কিন্তু দাজ্জালি মিশন আর মাহ্‌দি মিশন পরস্পরবিরোধী দুটি শক্তি। ইসলাম ও ইসলামের বিজয় হলো মাহ্‌দি মিশন। আর তার বিপরীতটা দাজ্জালি মিশন। এর কোনোটিই হঠাৎ আবির্ভূত হবে না। বরং দুটি মিশনই দুটি চলমান বিষয়। মাহ্‌দি মিশনও এখনও চলছে, চলছে দাজ্জালি মিশনও। হযরত মাহ্‌দি ও দাজ্জালের আবির্ভাবের পর এই মিশন চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। তখন মাহ্‌দি মিশনের বিজয় অর্জিত হবে। লেখক চলমান এই দুটি মিশনে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কেও পথনির্দেশনা করেছেন।

হযরত মাহ্‌দি ও দাজ্জাল সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করে গেছেন, সেগুলো জানা এবং হযরত মাহ্‌দি ও দাজ্জাল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় সময়ের চাহিদা অনুপাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং যথাযথ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা অসম্ভব হবে, বর্তমান মুসলিম উম্মাহ যার শিকার। কোনটি দাজ্জালি কাজ আর কোনটি মাহ্‌দি মিশনের অংশ যদি আমার জানা না থাকে, তা হলে আমি বিভ্রান্তির গভীর খাদে পড়ে ধ্বংস হতে বাধ্য হব। '*তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ : মাহ্‌দি ও দাজ্জাল*' এ-বিষয়ে জ্ঞানার্জনের একটি চমৎকার মাধ্যম। লেখক হাদীছের আলোকে বিষয়টি বোঝাতে শতভাগ সফল হয়েছেন। বাংলা ভাষায় মাহ্‌দি ও দাজ্জাল বিষয়ে এমন বিশ্লেষণধর্মী আর কোনো বই সম্ভবত পাঠকের হাতে আসেনি।

উরদু থেকে অনুবাদ করে বইটি আমরা বাংলাভাষী মুসলমানদের হাতে তুলে দিলাম। অনুবাদ থেকে শুরু করে সব কিছু ঘষামাজা ও মানসম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। ষোলো আনা না হলেও আল্লাহপাকের ইচ্ছায় অনেকখানি সফল হয়েছি বলে আশা করি। মহান আল্লাহ বইটি কবুল করুন এবং মুসলমানদের এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

বিনীত
মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
০৫, ১২, ২০১২

বিষয়সূচি

প্রথম পর্ব

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও হযরত মাহ্‌দির আগমন

বিষয় পৃষ্ঠা

হযরত মাহ্‌দির আবির্ভাবের লক্ষণসমূহ

দ্বিতীয় পর্ব
দাজ্জালের বর্ণনা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পর্ব
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও হযরত মাহ্দির আগমন

প্রথম পর্ব

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও হযরত মাহ্‌দির আগমন

প্রথম পর্ব

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও হযরত মাহ্‌দির আগমন

হযরত মাহ্‌দির আবির্ভাব সম্পর্কে আহ্‌লুস-সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'আতের চৌদ্দশো বছরের স্থির বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি হলো, পৃথিবীর শেষ যুগে আগমন করে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌কে নেতৃত্ব দান করবেন এবং 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করবেন, যার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ইনি শিয়াদের ইমাম মাহ্‌দি হাসান আসকারি নন, যার সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো, তিনি সামারা পার্বত্য অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। এ-বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেগুলোতে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুল ও অবাস্তব প্রমাণিত করা হয়েছে।

হযরত মাহ্‌দির বংশ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ

হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'মাহ্‌দি আমার পরিবারভুক্ত – ফাতেমার বংশধর।'[১]

হযরত আবু ইসহাক (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাযি.) স্বীয় পুত্র হযরত হাসান (রা.)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন, 'আমার এই পুত্র সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছিলেন, এ জান্নাতি যুবকদের নেতা হবে। তেমনি অদূর ভবিষ্যতে এর বংশে এক ব্যক্তি জন্মলাভ করবে, যার নাম তোমার নবীর নাম হবে। স্বভাব ও চরিত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ হবে। তবে বাহ্যিক আকার-গঠনে তাঁর মতো হবে না।'

---

১. *সুনানে আবী দাউদ : হাদীস নং ৪২৮৪*

তারপর হযরত আলী (রাযি.) তাঁর কর্তৃক পৃথিবীকে সুবিচার দ্বারা ভরে দেওয়ার বিবরণ প্রদান করেন।[২]

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রি (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মাহ্দি আমার বংশ থেকে আবির্ভূত হবে। তার কপাল হবে উজ্জ্বল ও চওড়া আর নাক হবে উঁচু। সে পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার দ্বারা ভরে দেবে, যেমনটি পূর্বে অবিচার দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। সে সাত বছর পৃথিবীর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে।'[৩]

হযরত মাহ্দি পিতার দিক থেকে হবেন হযরত হাসান (রা.)-এর বংশধর আর মায়ের দিক থেকে হযরত হুসাইন (রা.)-এর বংশধর।[৪]

হযরত মাহ্দির আগমনের আগে পৃথিবীর অবস্থা ও নবীজি (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি জানি না, আমার এই বন্ধুরা (সাহাবা কিরাম) ভুলে গেছে, নাকি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছে। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে এমন একজনও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীর নাম অনুল্লেখ রাখেননি। তিনি প্রতিজন নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করার সময় আমাদেরকে তার নিজের, তার পিতার ও তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন।[৫]

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِيْ مَقَامِهِ ذَالِكَ إِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابُهُ هٰؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُوْنُ مِنْهُ الشَّيْئُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। সেই দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হবে এমন একটি ঘটনাও বর্ণনা করতে বাদ রাখেননি। যারা পেরেছে, তারা নবীজির সেই বক্তব্যটি মুখস্থ করে রেখেছে আর যারা পারেনি, তারা ভুলে গেছে। তাঁর এই

২. সুনানে আবী দাউদ : হাদীছ নং ৪২৮৫
৩. সুনানে আবী দাউদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৮৮
৪. আউনুল মা'বূদ শরহে আবী দাউদ : কিতাবুল মাহ্দী
৫. সুনানে আবী দাউদ : কিতাবুল ফিতান

সাহাবীগণ সেই ঘটনাটি জানেন। আর অবস্থা এই যে, যখনই সেই ঘটনাটি আলোচনায় ওঠে, তখন আমার সব কথা মনে পড়ে যায়, যেমন– মানুষ কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার মুখাবয়ব স্মরণ রাখে আর যখনই চোখের সামনে দেখে, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে চিনে ফেলে।[৬]

মদীনা শরীফ থেকে আগুনের আত্মপ্রকাশ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যতক্ষণ-না হেজায থেকে একটি আগুন প্রজ্বলিত হয়ে বুসরার উটগুলোর ঘাড়কে আলোকিত করে দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না।'[৭]

এই হাদীসে যে-আগুনের কথা বলা হয়েছে, আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.) ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের অভিমত হলো, সেই আগুনের আত্মপ্রকাশের ঘটনা ঘটে গেছে। এই আগুন ৬৫০ হিজরির জুমাদাছ-ছানি মাসের এক শুক্রবার পবিত্র মদীনার কোনো এক উপত্যকা থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং প্রায় এক মাস পর্যন্ত বহাল ছিল।

বর্ণনাকারীগণ তার ধরন এই লিখেছেন যে, হঠাৎ হেজাযের দিক থেকে এই আগুন আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং মনে হচ্ছিল, সেটি আগুনের পূর্ণ একটি নগরী এবং তাতে দুর্গ, বুরুজ সবই আছে। তার দৈর্ঘ্য ছিল চার ফরসখ আর প্রস্থ চার মাইল। আগুনের ধারা যে পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যেত, তাকে সিসা ও মোমের মতো গলিয়ে দিত। তার শিখার মধ্যে বিজলির গর্জন ও সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো জোশ ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন তার মধ্য থেকে লাল ও নীল বর্ণের সমুদ্র বেরিয়ে আসছে। উক্ত আগুন এই রূপে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল, তার শিখামালার দিক থেকে যে-বায়ু মদীনার দিকে আসছিল, তা ঠাণ্ডা ছিল।

আলেমগণ লিখেছেন, এই আগুনের গ্রাস মদীনার সবগুলো বন-বাদাড়কে আলোকিত করে তুলেছিল। এমনকি হারামে নববী ও মদীনার সমস্ত বাড়ি-ঘরে সূর্যের মতো আলো ছড়িয়ে গিয়েছিল। মানুষ রাতের বেলা সেই আলোতে সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিত এবং সেই দিনগুলোতে উক্ত অঞ্চলের উপর সূর্য ও চাঁদের আলো ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মক্কার কিছু মানুষ স্বাক্ষ্য প্রদান করেছেন, ওই সময় তারা ইয়ামামা ও বুসরায় ছিলেন। ওখানেও তারা সেই আগুন প্রত্যক্ষ করেছেন।

এই আগুনের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি এই ছিল যে, এই আগুন পাথরকে পুড়িয়ে কয়লা বানিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু গাছ-গাছালির উপর তার কোনো

৬. সুনানে আবী দাউদ ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৮২
৭. বুখারী ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৫৪; মুসলিম ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৩

প্রভাব পড়েনি। বর্ণিত আছে, বনে অনেক বড় একটি পাথর ছিল, যার অর্ধেক মদীনার হারামের সীমানার মধ্যে ছিল আর অর্ধেক ছিল হারামের বাইরে। আগুন হারামের বাইরের অংশটুকু পুড়িয়ে কয়লা বানিয়ে দিল বটে; কিন্তু যে-অংশটি হারামের সীমানার মধ্যে ছিল, সেটি পূর্বের মতোই ঠাণ্ডা ও অক্ষত পড়ে থাকল। পাথরের আধা অংশ সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকল।

বুসরার অধিবাসীরা সাক্ষ্য প্রদান করেছে, সেই রাতে আমরা হেজায থেকে আত্মপ্রকাশ করা আগুনের আলোতে বুসরার উটগুলোর ঘাড়গুলোকে আলোকিত দেখেছি।

লাল ঝঞ্ঝাবায়ু ও মাটি ধসে যাওয়ার শাস্তি

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মত যখন পনেরোটি স্বভাব ধারণ করবে, তখন তাদের উপর নানা ধরনের বিপদ আপতিত হবে।'

জিজ্ঞাসা করা হলো, সেগুলো কোন-কোন স্বভাব হে আল্লাহর রাসূল?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যখন গনীমতের সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করা হবে, আমানতকে গনীমত মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য করবে আর মায়ের অবাধ্যতা করবে, বন্ধুর সঙ্গে সদয় আচরণ করবে আর পিতার সঙ্গে অসদাচরণ করবে, মসজিদগুলোতে কথার শব্দ উঁচু হয়ে যাবে, জাতির সবচেয়ে হীন ব্যক্তি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষকে সম্মান দেখানো হবে, মদ (ব্যাপকভাবে) পান করা হবে, পুরুষরা রেশম (সিল্ক) পরিধান করবে, মেয়েরা গান গাইতে শুরু করবে, বাদ্যযন্ত্র তৈরি হবে এবং উম্মতের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদেরকে অভিশম্পাত করবে। ব্যস, তখনই তুমি অপেক্ষায় বসে যাবে লাল ঝঞ্ঝাবায়ুর কিংবা মাটি ধসে যাওয়ার অথবা চেহারা বিকৃত হওয়ার।'[৮]

এই হাদীসে গনীমতের সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করাকে আল্লাহর আজাবের কারণ বলা হয়েছে। তাই মুজাহিদদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোনো মুজাহিদ এই জঘন্য অপরাধে লিপ্ত না হন। কেউ যেন আমীরের অনুমতি ছাড়া গনীমতের মালে হস্তক্ষেপ না করেন। ইবলিস প্রত্যেক মানুষকে যার-যার মনস্তত্ত্ব অনুপাতে বিভ্রান্ত করার তালে থাকে। কাজেই আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তিদের এ-ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। বহু মানুষ এমন আছে, তারা বছরের-পর-বছর জিহাদের ময়দানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সময় অতিবাহিত করছে;

৮. *তিরমিযী শরীফ ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৯৪; আল-মু'জামুল আওসাত ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫০*

কিন্তু সামান্য আর্থিক খেয়ানতের কারণে এই মহৎ আমলটিকে অর্থহীন করে চলছে। সেজন্য প্রত্যেক মুজাহিদকে এ-পথের নাজুকতাকে ভালোভাবে বুঝে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। এ-যুগে মদ একটি সাধারণ পানীয়। উদারতার নামে এই হারাম পানীয়টিকে মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিউনিস ও তুরস্ক তো এ-ক্ষেত্রে বহুদূর এগিয়ে গেছে। ওসব অঞ্চলে এখন মসজিদের গেটে মদের দোকান বসে।

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের রীতি-নীতি অবলম্বন করা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا فِيْ جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ فَمَنْ؟

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রি (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের রীতির অনুসরণ করবে – এক বিঘতের বিপরীতে এক বিঘত, এক হাতের বিপরীতে এক হাত (অর্থাৎ– হুবহু)। এমনকি তারা যদি কোনো গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তোমরা তারও অনুসরণ করবে।' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লার রাসূল, আপনি কি ইহুদি-খ্রিস্টানদের কথা বলছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আর কারা?'[৯]

পূর্ববর্তী উম্মত, তথা ইহুদি-খ্রিস্টান যেসব ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল, বর্তমান যুগের মুসলমানরাও যেসব ব্যাধিতে আক্রান্ত। যেমন– ব্যভিচার, মদপান, জুয়া, বেঈমানি, অন্যায় হত্যা, আল্লাহর কিতাবে বিকৃতি সাধন, নবীর আদর্শ ও শিক্ষায় মনগড়া সংযোজন-বিয়োজন, দীনের সেই বিষয়গুলোর উপর আমল করা, যেগুলো নিজের কাছে ভালো লাগে আর যেগুলো কষ্টকর বলে মনে হয়, সেগুলো পরিত্যাগ করা, এতিম-বিধবাদের সম্পদ ভোগ করা এবং আল্লাহর বিধানে বিকৃতি সাধন করা ইত্যাদি।

মসজিদগুলোকে সুসজ্জিত করা

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

৯. *সহীহ বুখারী ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা :১২৭৪; সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২০৫৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ॥ খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা :১৯৫*

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না মানুষ মসজিদের ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।'[১০]

মানুষ মসজিদের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। এর অর্থ হলো, মসজিদে আসবার সময়ও মানুষের মাঝে প্রতিযোগিতার ভাব থাকবে যে, তারা এমনভাবে আসবে, যার মধ্যে নিজের বিত্ত ও প্রভাব দেখানোর মানসিকতা বিরাজ করবে। আবার মসজিদ নির্মাণের বেলায়ও প্রতিযোগিতা চলবে। প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি সুন্দর মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করবে।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَ حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ

হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) বলেন, তোমরা যখন তোমাদের মসজিদগুলোকে সাজাবে ও কুরআনের কপিগুলোকে অলংকৃত করবে, তখন বুঝে নেবে, তোমাদের ধ্বংস অবধারিত হয়ে গেছে।[১১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ قَوْمٍ إِلَّا زُخْرِفَتْ مَسَاجِدُهَا وَمَا زُخْرِفَتْ مَسَاجِدُهَا إِلَّا عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনো সম্প্রদায়ের পাপ বেড়ে যায়, তখনই সমাজের মসজিদগুলো সুসজ্জিত হয়। আর দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত মসজিদগুলো সুসজ্জিত হবে না।'[১২]

মানুষ যখন আল্লাহর দাসত্ব পরিত্যাগ করে মানুষের গোলামিতে লিপ্ত হয়, তখন মানুষের চিন্তা-চেতনা উলটে যায়। বর্তমান যুগে যদি কোনো এলাকায় সুদৃশ্য মসজিদ নির্মিত না হয়, তাহলে মনে করা হয়, আল্লাহর সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে যে-অঞ্চলে একটি সুদৃশ্য মসজিদ তৈরি হয়ে গেছে, সেই অঞ্চলের লোকদের সম্পর্কে মনে করা হয়, এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও খুব দীনদার মানুষ। কিন্তু কারুরই খবর নেই যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের মূল্যায়ন কী।

কেউ যদি এসব হাদীছের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ইচ্ছুক হন, তা হলে তিনি কিছুদিন সেসব অঞ্চলের মসজিদগুলোতে সেজদা করে দেখুন, যেখানকার

---

১০. সহীহ ইবনে খুযায়মা ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮২; সহীহ ইবনে হিব্বান ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৯৩
১১. কাশফুল খাফা ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৫
১২. আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিলফিতান ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৮১৯

মসজিদগুলো কাঁচা ও সাধারণ। তারপর সেই সেজদাগুলোর স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করুন।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ يَعْمُرُوْنَ مَسَاجِدَهُمْ وَهِيَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ خَرَابٌ شَرُّ أَهْلِ ذَالِكَ الزَّمَانِ عُلَمَاؤُهُمْ مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَإِلَيْهِمْ تَعُوْدُ

হযরত আলী (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মানবজীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন ইসলামের নাম আর কুরআনের শব্দ-বাক্য ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তারা তাদের মসজিদগুলোকে প্রাসাদ বানাবে বটে; কিন্তু সেগুলো আল্লাহর স্মরণ থেকে শূন্য থাকবে। সে-যুগের অধিবাসীদের মধ্যে তাদের আলেমগণ হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। তাদের থেকেই ফেতনার উদ্ভব ঘটবে, আবার তা তাদেরই দিকে ফিরে যাবে।[১৩]

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা ১৫০ কোটিরও বেশি। কিন্তু ইসলামের অবস্থা কী? পৃথিবীর একটি রাষ্ট্রেও ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু নেই। মুখে সবাই কালেমা পাঠ করে যে, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে শাসক মানি না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে হাজারো শাসক তৈরি করে রেখেছি। সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণাকারীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তারা আল্লাহর এই বড়ত্বকে মানুষের তৈরি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার হাতে বিক্রি করে দিয়েছে।

কালেমা হলো আল্লাহর সঙ্গে একটি প্রতিজ্ঞা যে, এখন থেকে আমি আল্লাহ ব্যতীত প্রতিটি শক্তির, প্রতিটি শাসনব্যবস্থার ও প্রত্যেক তাগুতকে অস্বীকার করে চলব। না মুখের কথায়, না কাজে-কর্মে আমি এই চুক্তির অন্যথা করব। কিন্তু আজকালকার মুসলমানরা আল্লাহকেও খুশি রাখতে চায়, তাগুতকেও নারাজ করতে প্রস্তুত নয়। এমন লোকদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ

'এটা (এই ভ্রান্তি) এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, যারা (অর্থাৎ– কুরআন) তা অপছন্দ করে, তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু-কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।'[১৪]

অর্থাৎ– আমরা কুরআনের কিছু মানব, কিছু মানব না। তোমরা যতটুকুর অনুমতি দেবে, ততটুকু মানব আর যা অমান্য করতে বলবে, তা অমান্য করব।

---

১৩. তাফসীরে কুরতুবি ॥ খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২৮০
১৪. সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ২৬

এই চরিত্রের মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক ভ্রান্ত ও বিপথগামী বলে ঘোষণা করেছেন।

এই হাদীসে 'ওলামা' দ্বারা উদ্দেশ্য 'অসৎ আলেম।'। অর্থাৎ– আলেমদের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে যে, ওই সময়ের মানুষদের মধ্যে তারা হবে সর্বনিকৃষ্ট। তারা-ই ফেতনার জন্ম দেবে আর এই ফেতনার আগুনে তারা-ই পুড়ে মরবে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবি (রহ.) বলেছেন, 'কারও মনে যদি বনী ইসরাইলের আলেমদের অবস্থা জানবার সখ জাগে, তা হলে সে যেন তার যুগের 'ওলামায়ে ছু'দের দেখে নেয়।'

এরা যেমন, ওরাও তেমনই ছিল।

সুদ ব্যাপকতা লাভ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُوْنَ فِيْهِ الرِّبَا قَالَ قِيْلَ لَهُ' اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ' مِنْ غُبَارِهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের জীবনে এমন একটি যুগ আসবে, যখন তারা সুদ খাবে।' বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে নবীজি (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সমস্ত মানুষ (সুদ খাবে)? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাদের যেলোক সুদ খাবে না, সুদের কিছু ধুলা তাকে গ্রাস করবে।'[১৫]

হাদীসে যে-যুগের কথা বলা হয়েছে, আমাদের বর্তমান যুগটি তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। বর্তমান যুগে সুদ ব্যাপকতা লাভ করে ফেলেছে। সুদ এখন জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তির রূপ ধারণ করেছে। বহুসংখ্যক মানুষ সরাসরি সুদখোরির সঙ্গে জড়িত। যারা সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকছেন, সুদের কিছু ধুলাবালি তাদেরও স্পর্শ করছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সুদের গায়ে ইসলামের লেবেল এঁটে উম্মতকে সুদ খাওয়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

মুনাফিকও কুরআন পড়বে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ سَيَأْتِيْ عَلَى أُمَّتِيْ زَمَانٌ تَكْثُرُ فِيْهِ الْقُرَّاءُ وَتَقِلُّ الْفُقَهَاءُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَ يَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلْقَتْلُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ يَأْتِيْ بَعْدَ ذَالِكَ زَمَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ زَمَانٌ يُجَادِلُ الْمُنَافِقُ الْكَافِرُ الْمُشْرِكُ بِاللهِ الْمُؤْمِنَ

১৫. *সুনানে আবী দাউদ ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৪৩; মুসনাদে আহমাদ ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৪; মুসনাদে আবী ইয়া'লা ॥ খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১০৬*

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের জীবনে এমন একটি যুগ আসবে, তখন (কুরআনের) পাঠ বেড়ে যাবে, দীন বুঝবার মতো মানুষ কম হবে, ইল্‌ম তুলে নেওয়া হবে এবং হারজ বেশি হবে।'

জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হারজ' কী হে আল্লাহর রাসূল! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হারজ হলো পারস্পরিক খুনাখুনি। তারপর এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারপর এমন একটি সময় আসবে, যখন মুনাফিক, কাফির ও মুশরিকরা মুমিনদের সঙ্গে (ধর্ম বিষয়ে) বিবাদে লিপ্ত হবে।'[১৬]

আমাদের এই যুগটিই সেই যুগ। এ-যুগে নানা জাগতিক বিদ্যার বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। মানুষ এক-একজন এক-এক বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করছে। মাস্টার ডিগ্রি, ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করছে। কিন্তু দীনের বিদ্যায় বিদ্বান মানুষের সংখ্যা কম – একেবারেই নগণ্য। কুরআন-হাদীছ তথা ইসলাম বুঝবার মতো মানুষ খুবই অল্প। জাগতিক বিদ্যার সাগর তো অনেকই চোখে পড়ছে; কিন্তু দীনি ইলমের অধিকারী মুসলমান খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন। এদিকে মানুষের আগ্রহ একেবারেই কম।

মুনাফিক ও কাফির-মুশরিকরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে অবলম্বন করে, অস্ত্র বানিয়ে সত্যের অনুসারীদের সঙ্গে তর্ক-বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে এবং নিজের ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত করার চেষ্টা করছে।

হযরত আবু আমির আশ'আরি (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি যে-কটি ব্যাপারে আমার উম্মতের জন্য আশঙ্কা অনুভব করছি, তার মধ্যে বেশি আশঙ্কাজনক বিষয়টি হলো, তারা বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাবে, যার ফলে তারা একে অপরকে হিংসা করবে এবং আপসে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। আর তাদের জন্য কুরআন পড়া সহজ হয়ে যাবে। ফলে সৎকর্মপরায়ণ, পাপিষ্ঠ ও মুনাফিক সবাই কুরআন পড়বে। তারা সমাজে ফেতনার বিস্তার ও অপব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুরআনের সূত্রে মুমিনদের সঙ্গে তর্ক-বিবাদে লিপ্ত হবে। অথচ কুরআনের এমন কিছু আয়াত আছে, যেগুলো ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। পক্ষান্তরে যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী, তারা বলবে, আমরা এই কুরআনের উপর পুরোপুরি ঈমান রাখি।'[১৭]

সম্পদের আধিক্য এযুগে একটি ব্যাপক বিষয়। আরব দেশগুলোতে সম্পদের বন্যা বইছে, যার ফলে যতসব ফেতনা ও অনাচার জন্ম নিচ্ছে। কুরআন পড়া এত

১৬. *আল-মুসতাদরাক ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫০৪*

১৭. *আল-আহাদীছুল মাছানী ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৫৩*

সহজ হয়ে গেছে যে, আজকাল পবিত্র কুরআন ইংরেজি (এবং বাংলা) উচ্চারণে পড়া যাচ্ছে। ফলে কারও যদি সরাসরি আরবি বর্ণে কুরআন পাঠ করার যোগ্যতা নাও থাকে, সে ইচ্ছে করলে ইংরেজি (বা বাংলা) উচ্চারণে কুরআন পড়তে পারছে।

ইদানিং 'উচ্চারণ কুরআনে'র রমরমা ব্যবসাও গড়ে উঠেছে। ফলে আজকাল ফাসিক-মুনাফিকদেরও কুরআন পড়তে দেখা যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, কোনো রকম যোগ্যতা ছাড়াই কুরআন বিষয়ে মতামত প্রদান করছে। তুরস্ক, মিসর, তিউনিস ও আমিরাতের পর এখন আমাদের দেশেও সেইসব লোক কুরআনের তাফসীর করছে, যাদের ইসলাম বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। তারা একদিকে ফিল্ম-ড্রামার কাজ করে জাতিকে অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতার পাঠ শেখাচ্ছে, অপরদিকে আল্লাহর কিতাবের সেসব আয়াতে মতামত প্রদান করছে, সেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

সবার আগে খেলাফতের অবসান ঘটবে

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُنْتَقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا إِنْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيْهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا اَلْحُكْمُ وَاٰخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

হযরত আবু উমামা বাহেলি (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ইসলামের কড়াগুলো একটি-একটি করে ভেঙে যাবে। একটি ভেঙে যাওয়ার পর মানুষ তার পরেরটি আঁকড়ে ধরবে। তো সর্বপ্রথম যে-কড়াটি ভাঙবে, সেটি হলো ইসলামি শাসন। আর সর্বশেষটি হলো নামায।'[১৮]

অর্থাৎ– মুসলিম জাতি অধঃপতনের ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম যে-বিষয়টি পরিত্যাগ করবে, সেটি হলো ইসলামি শাসন। এক বর্ণনায় আছে, সেটি হলো আমানত। দুটির মর্ম মূলত একই। ইসলামের পরিভাষায় 'আমানত' ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ।

যেমন– পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

১৮. শু'আবুল ঈমান ॥ খণ্ড : ৪ পৃষ্ঠা :২৩৬; আল-মু'জামুল কাবীর ॥ খণ্ড : ৮ পৃষ্ঠা : ৯৮; মাওয়ারিদুয যাম'আন ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৭

'আমি আমানতকে আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়ের উপর পেশ করেছিলাম; কিন্তু তারা একে বহন করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং এই কর্তব্যপালনে ভয় পেয়ে গেল। অবশেষে মানুষ তাকে বহন করে নিল।'[১৯]

হযরত কাতাদা (রহ.) এখানে আমানতের ব্যাখ্যা করেছেন :

اَلدِّيْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالْحُدُوْدُ

'দীন, ফারায়েজ ও হুদূদ।'

মানে আল্লাহপাকের ঠিক করে দেওয়া যাবতীয় হক আদায় করা, যতসব ফরজ আদায় করা এবং ইসলামের দণ্ডবিধির অনুসরণ করা। এই সবগুলো বিষয় ইসলামি খেলাফতের অধীনে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হয়।

কাজেই আমানত ইসলামি শাসননীতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। আমানতের বিলোপ আর ইসলামি শাসনের বিলোপ সমার্থক।

মোটকথা, মুসলমানের জীবন থেকে সর্বপ্রথম যে-বিষয়টি হারিয়ে যাবে বলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেটি হলো খেলাফত। খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানে ইসলামের সুবিচারমূলক সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলুপ্তি। আর মুসলমানের জীবন থেকে সর্বশেষ যে-কাজটি হারিয়ে যাবে, সেটি হলো নামায। নামায হলো মুসলমানের সর্বশেষ অবলম্বন। এটি হারিয়ে গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

দাজ্জালের আগমন অস্বীকার করা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ سَيَأْتِيْ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالرَّجْمِ وَيُكَذِّبُوْنَ بِالدَّجَّالِ وَيُكَذِّبُوْنَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَيُكَذِّبُوْنَ بِالشَّفَاعَةِ وَيُكَذِّبُوْنَ بِقَوْمٍ يُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, ওমর (রাযি.) একদিন ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, অদূর ভবিষ্যতে এই উম্মতের মাঝে এমন একটি জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা রজমকে (ব্যভিচারের দায়ে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার দণ্ডবিধি) অস্বীকার করবে, দাজ্জালের আগমনকে অস্বীকার করবে, কবর আযাবকে অস্বীকার করবে, সুপারিশ অস্বীকার করবে এবং একদল গুনাহগার মুসলমান জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার আকীদাকে অস্বীকার করবে।'[২০]

ইহুদি-খ্রিস্টানদের অর্থে প্রতিপালিত এনজিও সংস্থাগুলো তাদের প্রভুদের পরিকল্পনায় নিত্যদিন ইসলামি বিধিবিধান নিয়ে মশকারা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে

১৯. সূরা আহযাব ॥ আয়াত : ৭২
২০. ফাতহুল বারী ॥ খণ্ড :১১, পৃষ্ঠা : ৪২৬

চলছে এবং ইসলামি চিন্তা-চেতনা ও বোধ-বিশ্বাসকে মানুষের জীবন থেকে চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইসলাম, ইসলামি আইন ও ফতোয়া ইত্যাদি নিয়ে এমনভাবে আলোচনা চলছে, যেন এসব কোনো মানুষের তৈরি আইন! হাল আমলে বিভিন্ন দেশের এমন কিছু বুদ্ধিজীবি-চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা রজম ও অন্যান্য ইসলামি দণ্ডবিধিকে এযুগে অচল সাব্যস্ত করেছেন। তা ছাড়া দাজ্জালের আগমনকে অস্বীকার করার মতো লোকও বর্তমান যুগে বিদ্যমান রয়েছে। ভবিষ্যতে বিষয়টিকে 'বিতর্কিত' বানিয়ে ফেলা হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

আলেমদের হত্যা করা হবে

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْعُلَمَاءِ زَمَانٌ يُقْتَلُوْنَ فِيْهِ كَمَا يُقْتَلُ اللُّصُوْصُ فَيَا لَيْتَ الْعُلَمَاءَ يَوْمَئِذٍ تَحَامَقُوْا

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আলেমদের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করা হবে, যেভাবে চোরদের হত্যা করা হয়। আহ্, সেদিন আলেমরা নির্বোধের ভান ধরত যদি!'[২১]

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, 'আমি সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে আলেমদের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন তাদের কাছে লাল সোনার চেয়েও মৃত্যু বেশি প্রিয় হবে। তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কবরের কাছে গেলে বলবে, হায়, এর জায়গায় যদি আমি হতাম!'[২২]

আজকাল কীরূপ বর্বরতা, নির্দয় ও নির্মমভাবে সেই ব্যক্তিত্বদের হত্যা করা হচ্ছে, যাঁরা জগতের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলাকে বিপর্যয় ও অবিচার থেকে পবিত্র রাখার পাঠ শেখাচ্ছেন। যাঁদের গোটা জীবন মানবতার কল্যাণ ও সফলতার বাণী প্রচারে অতিবাহিত হচ্ছে। আল্লাহ জমিনকে মানবতার শত্রুদের থেকে পবিত্র করা যাঁদের মিশন, সেই মহান ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে কার কী শত্রুতা থাকতে পারে! মানবতা হতবাক! বিবেক স্থবির! বিদ্যার মিনার নিশ্চুপ! জগতে সত্য ও মিথ্যা, কল্যাণ ও অকল্যাণ, অবিচার ও সুবিচারের মাঝে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে যাঁরা কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন, সেই মহান ব্যক্তিত্বরা আজ হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছেন!

---

২১. *আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিলফিতান ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৬১; আত-তাযকীর ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩১; আল-মীযান ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৩৪*

২২. *মুসতাদরাকে হাকেম ॥ পৃষ্ঠা : ৮৫৮১*

বিশ্ব মানবকাফেলায় এই শ্রেণীটি যদি না থাকে, তা হলে জগতের শৃঙ্খলা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে বাধ্য। পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্য হারিয়ে যাবে নির্ঘাত। অমঙ্গল জয়লাভ করবে মঙ্গলের উপর। সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ে মিথ্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মানবতা দাসীতে পরিণত হবে শয়তানিয়াতের। সভ্যতার আঁচল ছিঁড়ে তেনা-তেনা হয়ে যাবে অসভ্যতার হাতে।

উম্মতের বিজ্ঞ আলেমদের হত্যাকাণ্ডকে সবাই আপন-আপন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করছেন। অথচ রাসূলে আরাবির উত্তরসূরিদের এই হত্যাকাণ্ডকে হাদীছে রাসূলের আলোকে মূল্যায়িত করা আবশ্যক ছিল।

বর্তমানে সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যা চূড়ান্ত যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে। ইবলিসিয়াত সর্বত্র প্রকাশ্যে নগ্ন নাচ নাচতে চাইছে। মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বোধ-বিশ্বাস ও চেতনাকে হৃদয় থেকে মুছে দিয়ে মানুষদের থেকে দাজ্জালিয়াত ও ইহুদিয়াতের 'ওয়ার্ল্ড অর্ডারে'র সম্মতি আদায়ের প্রচেষ্টা ও পাঁয়তারা চলছে।

এমতাবস্থায় যারা ইবলিসের ইঙ্গিত ও পরামর্শে কাজ করছে, তারা সত্যের এই সুউচ্চ মিনার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকগুলোকে সহ্য না করারই কথা, যাঁদের আঙুলের একটি ইশারায়, কলমের একটি খোঁচায় দাজ্জালের শক্ত প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে দিতে সক্ষম। মিথ্যার আতঙ্ক এই পবিত্র আত্মাগুলো এ-যুগেও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সেই মর্মই বর্ণনা করতে বদ্ধপরিকর, যার ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিল আজ থেকে চৌদ্দশো বছর আগে সাফা পাহাড়ে।

কাজেই দাজ্জালের 'এ্যাডভান্স ফোর্স' (অগ্রবাহিনী) এদের কী করে সহ্য করতে পারে!

পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের সত্যের পতাকাবাহী আলেমদের হত্যাকাণ্ডে সরাসরি ইহুদিরা জড়িত। ইহুদি-খ্রিস্টানদের ইসলামবিরোধী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এই আলেমগণ কাঁটা ছিলেন। এদের না সরিয়ে তাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। অনাগত ভবিষ্যৎ জাতির সামনে এই সত্যকে সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট করে দেবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

মাওলানা আজম তারেক, মুফতী নেজামুদ্দীন শামযায়ী, মুফতী জামীল খান, মাওলানা নাযীর তানসারী ও মুফতী আতীকুর রহমান (রহ.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে নিশ্চিত করেই বলা যায়, তাঁরা যে-লাইনে কাজ করছিলেন, তা আন্তর্জাতিক ইহুদি শক্তির জন্য অসহনীয় ছিল। কাজেই এই বিজ্ঞ আলেমগণের শাহাদাতকে গোষ্ঠীগত বিরোধের রং চড়ানো তাঁদের দ্বীনি খেদমতগুলোকে খাটো করারই নামান্তর। মনে রাখতে হবে, যার মিশন যত বড় হয়, তার শত্রুও তত বৃহৎ হয়ে থাকে।

পক্ষাঘাত ব্যাধির প্রাদুর্ভাব

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পক্ষাঘাত ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটবে। এমনকি মানুষ রোগটিকে মহামারী ভাবতে শুরু করবে।'[২৩]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

'মানুষ যা অর্জন করেছে, তার ফলে ডাঙায় ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।'[২৪]

হতে পারে, মানবতার শত্রুদের পক্ষ থেকে মানুষের উপর এমন 'ভাইরাস আক্রমণ' পরিচালনা করা হবে, যা পক্ষাঘাত ব্যাধির কারণ হবে কিংবা এখন থেকেই মানুষকে এমন টিকা বা ফোঁটা খাওয়ানো হবে, যা ভবিষ্যতে এই ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে এমন-এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়ে হয়ে গেছে, যেগুলোর সাহায্যে শূন্যে অবস্থানরত বিভিন্ন রোগের জীবাণুগুলোকে একত্রিত করে 'জীবাণু অস্ত্র' তৈরি করা হচ্ছে। এই অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মাঝে নানা ধরনের রোগ বিস্তার লাভ করে।

কাজেই ইহুদিদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত যেকোনো চিকিৎসা-সাহায্য জনগণের কাছে পৌঁছানোর আগে নিজস্ব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে নেওয়া একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া যেসব ঔষধ বা ভ্যাকসিনের গায়ে ফর্মুলা লেখা থাকে না, সেগুলো বর্জন করা কর্তব্য। মুসলিম দেশগুলোকে এ-ব্যাপারে সযত্ন সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

দেশের শিশুদের শরীরে পোলিও ভ্যাকসিন ঢোকানোর এত তোড়জোড় কেন? ওষুধটির গায়ে না তার কোনো ফর্মুলা লেখা থাকে, না প্রয়োগের মাত্রা উল্লেখ থাকে। বিশেষজ্ঞ মহলের এ-বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এই ভ্যাকসিনের মানহীনতা এবং ভ্যাকসিনটি প্রয়োগের পর বহু শিশুর মৃত্যুর খবর দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই মানহীনতার ফলে পোলিও রোগীর সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বোপরি ব্রিটেন ও জাতিসংঘের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পোলিও'র ফোঁটাকে এইডস্, হাড়ের ক্যান্সার ও যৌন দুর্বলতাসহ অনেক মারাত্মক রোগের কারণ সাব্যস্ত করেছে।

এই তথ্য আবিষ্কারের পর এই মুহূর্তেই এসব ভ্যাকসিনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া একান্তই জরুরি।

---

২৩. *মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৯৭*
২৪. *সূরা রূম ॥ আয়াত : ৩০*

সময় দ্রুত অতিবাহিত হওয়া

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সেই সময় পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না সময় পরস্পর খুব কাছাকাছি হয়ে যাবে। সে-সময় বছর মাসের, মাস সপ্তাহের, সপ্তাহ দিনের, দিন ঘণ্টার আর ঘণ্টা খেজুরের পাতা বা ডালের প্রজ্বলন সময়ের সমান হয়ে যাবে।'[২৫]

এর অর্থ হলো, সময়ের বরকত কমে যাবে। এ-যুগে আমরা বিষয়টি হাড়ে-হাড়ে অনুভব করছি যে, সময়ের বরকত অনেক কমে গেছে। সপ্তাহ, মাস ও বছর কোন ফাঁকে কীভাবে চলে যাচ্ছে, টেরই পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য দীন-ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিরা প্রশ্ন তুলবে যে, সময়ের বরকত আবার কী জিনিস? আগের মতো দিন এখনও চব্বিশ ঘণ্টা। সপ্তাহে এখনও পূর্বের মতো সাত দিনই হয়ে থাকে। মাসও তো পূর্বের মতো এ যুগেও ত্রিশ দিনেই হয়।

কিন্তু এ-যুগে বাস করেও যদি কারও সময়ের বরকতের অর্থ বুঝতে বাকি থাকে, তাহলে ফজর নামাযের পর থেকে রাতে শোওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে আপনি কী পরিমাণ কাজ করেছেন আর কতটুকু সময় অযথা বিনষ্ট হয়েছে তার হিসাব করুন। তা ছাড়া সময়ের বরকতের মর্ম বুঝতে চাইলে আপনি সারাটা দিন যে-কাজে ব্যয় করে থাকেন, সেই কাজটি ফজর নামাযের পরে আঞ্জাম দিয়ে দেখুন, এই সময়টিতে খুব অল্প সময়ে সারা দিনের সেই কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

অল্প সময়ে অনেক কাজ হয়ে যাওয়ার নাম সময়ের বরকত আর দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েও তেমন কোনো কাজ আঞ্জাম দিতে না পারার নাম সময়ের বরকতহীনতা। জীবনের প্রতিটি পদে, প্রতিটি ক্ষেত্রে হিসাব করে দেখুন, আমরা সময়ের বরকতহীনতার যুগে বাস করছি কি-না।

চাঁদের ব্যাপারে মতবিরোধ হওয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِقْتِرَابِ السَّاعَةِ اِنْتِفَاخُ الْأَهِلَّةِ وَأَنْ يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ فَيُقَالُ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামতের কাছাকাছি সময়কার একটি লক্ষণ হলো চাঁদ সম্প্রসারিত হওয়া। আরেকটি লক্ষণ হলো, প্রথম দিনের চাঁদকে বলা হবে, এটি দুই রাতের (দ্বিতীয় তারিখের) চাঁদ।'[২৬]

---

২৫. *ইবনে হিব্বান ॥ খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৫৬*
২৬. *আল-মু'জামুস সাগীর ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৫*

উম্মতের আলেমসমাজকে এই হাদীছটি নিয়ে খুব গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। এ-যুগে মুসলিম বিশ্বে চাঁদের ব্যাপারে যে-মতবিরোধ জন্ম নিয়েছে, তাঁর অবসান ঘটানো একান্তই আবশ্যক।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী

عَنْ أَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ

হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার জীবন, কেয়ামত সেই সময় পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না হিংস্র জন্তুরা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। আর যতক্ষণ-না মানুষের চাবুকের গিট ও জুতার ফিতা তার সঙ্গে কথা বলবে। আর যতক্ষণ-না মানুষের উরু তাকে তথ্য জানাবে, তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কী-কী কথা বলেছে এবং কী-কী কাজ করেছে।'[২৭]

দুরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই হাদীছ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিস্ময়কর এক মোজেযা যে, এমন এক যুগে বসে তিনি কথাটি বলেছেন, যে-যুগে আধুনিক প্রযুক্তির কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। অথচ ইলেক্ট্রনিক চিপ্-এর আধুনিক যুগ চিৎকার করে-করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করছে। উন্নত দেশগুলোতে এ-ধরনের চিপ্ তৈরি হয়েছে, এমনকি ব্যবহৃতও হচ্ছে। এই চিপ্ শরীরে স্থাপন করা থাকলে দূরে অবস্থান করা অপর ব্যক্তি তার সব কথাও শুনতে পায় এবং তাকে দেখতে পায়। তা ছাড়া শরীর থেকে খুলে সেই চিপের ডেটা কম্পিউটার ইত্যাদিতে ডাউনলোড করা হলে সব তথ্য বেরিয়ে আসে যে, এই লোকটি তার অনুপস্থিতিতে কী-কী করেছে। আপাতত এই যন্ত্রটি পায়ে বা বাহুতে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাহু বা উরুর গোশতের মধ্যে স্থাপন করা যায় কিনা তারও গবেষণা চলছে। হতে পারে, বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে এ-ক্ষেত্রেও সফল হয়ে গেছেন।

বাকি থাকল, মানুষের সঙ্গে জীব-জন্তুর কথা বলা। আপনি শুনে থাকবেন, পশ্চিমা বিশ্ব জীব-জন্তুর কথা বুঝবার ও তাদের সঙ্গে কথা বলার প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য অব্যাহতভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

২৭. মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫১৫; সুনানে তিরমিযী ॥ হাদীছ নং ২১০৮

প্রতিটি সম্প্রদায়ের শাসক হবে মুনাফিক শ্রেণী

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُوْدَ كُلَّ قَوْمٍ مُنَافِقُوْهُمْ

হযরত আবু বাক্‌রাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেবে তাদের মুনাফিক শ্রেণী।'[২৮]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীছে উম্মতের সাধারণ চরিত্র ও মেজাজ চিহ্নিত করেছেন যে, তাদের মাঝে কাপুরুষতা, অলসতা ও বাতিলের সামনে মাথা নত করার মতো ব্যাধিগুলো জন্ম নেবে। সেজন্য মুনাফিকদের শাসন-নেতৃত্বের ফলেও তাদের মাঝে আত্মমর্যাদা ও ঈমানি জোশ জাগ্রত হবে না। তারা মুসলিম নামের ইসলাম-বিরোধীদের দ্বারা চালিত হয়েও এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত থাকবে যে, আমি একজন খাঁটি মুসলমান। ঈমানওয়ালা মানুষদের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার কোনো ভাবনাই তাদের মাথায় জাগবে না। ইসলামের শত্রুরা আমাকে শাসন করছে করুক, আমি আমার দীন নিয়ে থাকি, এমন মানসিকতা লালন করেই তারা জীবন অতিবাহিত করবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পরিস্থিতিকে কেয়ামতের পূর্বলক্ষণ সাব্যস্ত করেছেন।

পাঁচটি মহাযুদ্ধ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَلَاحِمُ النَّاسِ خَمْسٌ فَثِنْتَانِ قَدْ مَضَتَا وَثَلَاثٌ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ مَلْحَمَةُ التُّرْكِ وَمَلْحَمَةُ الرُّوْمِ وَمَلْحَمَةُ الدَّجَّالِ لَيْسَ بَعْدَ الدَّجَّالِ مَلْحَمَةٌ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, '(পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) মানুষের মহাযুদ্ধ পাঁচটি। তার দুটি ইতিপূর্বে (এই উম্মতের আগে) বিগত হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি এই উম্মতের মাঝে সংঘটিত হবে। একটি হলো তুর্কি মহাযুদ্ধ। একটি রোমানদের সঙ্গে মহাযুদ্ধ। আর তৃতীয়টি হলো, দাজ্জালের মহাযুদ্ধ। দাজ্জালের পর আর কোনো মহাযুদ্ধ হবে না।'[২৯]

যদিও মুসলিম জাতি নিজেদের অলসতা ও অবহেলার কারণে আগত এক অনিবার্য বাস্তবতার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে না, তবে কুফরিশক্তি ঠিকই এর

২৮. আল-মু'জামুল আওসাত ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৫৫
২৯. আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৪৮; আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান

জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং স্পষ্ট ভাষায় তার ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ যদি এই অপেক্ষায় থাকেন যে, হযরত মাহ্দির আগমনের পর তিনি মহাযুদ্ধের ঘোষণা দেবেন, তাহলে আমি তাকে বলব, আপনি অপেক্ষা করতেই থাকুন। আপনার অপেক্ষার পালা কোনোদিনই শেষ হবে না। কারণ, যখন হযরত মাহ্দির আবির্ভাব ঘটবে, ততক্ষণে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।

ফেতনার বর্ণনা

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (রাযি.) বলেছেন, 'অদূর ভবিষ্যতে নানা ফেতনার উদ্ভব ঘটবে। সে-সময়ে উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। যে-ব্যক্তি উক্ত ফেতনা দেখার জন্য উঁকি দেবে, ফেতনা তাকে নিজের দিকে টেনে নেবে। সেই পরিস্থিতিতে যেলোক কোথাও কোনো আশ্রয় পেয়ে যাবে, সে যেন সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে।'[৩০]

'চলমান ব্যক্তির চেয়ে দণ্ডায়মান ব্যক্তি, দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হওয়া'র অর্থ হলো, সেসব ফেতনার সঙ্গে যত কম সম্ভব জড়িত হবে। সেই ফেতনাগুলো এমন হবে, যে যত বেশি নড়াচড়া করবে, সে তাতে তত জড়িয়ে পড়বে। এসব ফেতনা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তার মধ্যে একটি হলো সম্পদ, যাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর ফেতনা আখ্যায়িত করেছেন।

সুদভিত্তিক অর্থনীতির এই যুগে যেলোক এই ব্যবস্থাপনার আওতায় বিপুল অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করবে, সে সুদের সাগরে তত বেশি নিমজ্জিত হবে। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি কম চেষ্টা করবে, সে কম জড়িত হবে। এভাবে চলমান ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই ফেতনার যুগে যদি কারও কাছে কয়েকটি বকরি থাকে, তাহলে সে যেন সেগুলো নিয়ে পাহাড়ে চলে যায়।

৩০. *বুখারী ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৪৮; মুসলিম ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৯*

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, তখন যেলোক দীনের উপর অটল থাকবে, সে জ্বলন্ত অঙ্গার মুঠি করে ধরে রাখা ব্যক্তির মতো হবে।'[৩১]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا أَوْ يُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তাড়াতাড়ি নেক আমলগুলো সেরে নাও সেই ফেতনার আগমনের আগে-আগে, যেগুলো হবে অন্ধকার রাতের টুকরার মতো। (সেসব ফেতনার ক্রিয়া এই হবে যে) মানুষ সকাল করবে মুমিন অবস্থায় আর সন্ধ্যা করবে কাফের অবস্থায়। কিংবা সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় আর সকাল করবে কাফের অবস্থায়। মানুষ তার দীনকে দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে।'[৩২]

ফেতনায় জড়িয়ে পড়ার আলামত

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تُعْرَضُ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُلُوْبِ فَأَيُّ قَلْبٍ كَرِهَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেছেন, 'ফেতনা মানুষের অন্তরসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। তো যে-অন্তর তাকে অপছন্দ করে, তার মাঝে একটি সাদা দাগ পড়ে যায়। পক্ষান্তরে যে-অন্তর তাতে ডুবে যায়, তার মাঝে একটি কালো দাগ পড়ে।'[৩৩]

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ أَمْ لَا فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ رَأَى حَلَالًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ

৩১. *সুনানে তিরমিযী ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫২৬*
৩২. *সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১০; সহীহ ইবনে হিব্বান ॥ খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৯৬*
৩৩. *আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৭*

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলেছেন, 'কেউ যদি জানতে ইচ্ছা করে যে, ফেতনা তাকে গ্রাস করেছে কিনা, তাহলে তা বুঝবার উপায় আছে। সে লক্ষ্য করবে, ইতিপূর্বে যে-বিষয়কে সে হারাম জানত, এখন তাকে হালাল ভাবতে শুরু করেছে কি-না। যদি এমনটি হয়, তাহলে ধরে নেবে, ফেতনা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। কিংবা যদি এমন হয় যে, ইতিপূর্বে একটি বিষয়কে হালাল জানত, এখন তাকে হারাম ভাবতে শুরু করেছে, তাহলেও বুঝবে, ফেতনা তাকে গ্রাস করেছে।'[৩৪]

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) ফেতনায় জড়িত হওয়া-না-হওয়ার লক্ষণ শিখিয়ে দিয়েছেন যে, হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম ভাবতে শুরু করা ফেতনায় জড়িয়ে পড়ার আলামত। ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকা এবং আত্মসংশোধনের এটি উত্তম ব্যবস্থাপত্র। যদি এমন হয় যে, আপনি ইতিপূর্বে সুদকে হারামই ভাবতেন এবং তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন; কিন্তু এখন সুদ আপনার কাছে গা-সহা মনে হচ্ছে এবং তাতে জড়িয়েও পড়ছেন, তাহলে আপনাকে নিশ্চিত ধরে নিতে হবে, সময়ের ফেতনা আপনাকে গ্রাস করে ফেলেছে আর সেজন্যই আপনার মাঝে এই পরিবর্তন। একসময় আপনি পর্দার ব্যাপারে কঠোর ছিলেন; কিন্তু এখন কেমন যেন বেপর্দাকে দোষ বলে মনে হচ্ছে না। এমনটি হলে ধরে নিতে হবে, ফেতনা আপনাকে গ্রাস করে ফেলেছে। আপনি ফেতনায় জড়িয়ে পড়েছেন।

ফেতনার যুগে উত্তম ব্যক্তি

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ اٰخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهٖ أَوْ قَالَ بِرَسْنِ فَرَسِهٖ خَلْفَ أَعْدَاءِ اللّٰهِ يُخِيْفُهُمْ وَيُخِيْفُوْنَهٗ' أَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ بَادِيَتِهٖ يُؤَدِّيْ حَقَّ اللّٰهِ الَّذِيْ عَلَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ফেতনার যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর শত্রুদের পেছনে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেও আল্লাহর শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে তুলবে, তারাও তাকে ভয় দেখাবে। কিংবা সেই ব্যক্তি, যে নিজ চারণভূমিতে নিভৃত জীবন অবলম্বন করে নিজের দায়িত্বে আল্লাহ পাকের যেসব হক আছে, সেগুলো পালন করবে।'[৩৫]

হযরত উম্মে মালিক বাহ্‌যিয়া বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেতনার বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং বিষয়টি খোলাখুলি

৩৪. *মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫১৫*
৩৫. *মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫১০*

বর্ণনা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই ফেতনার যুগে সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে হবে? উত্তরে তিনি বলেছেন, উক্ত ফেতনার যুগে সবচেয়ে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে তার পশুপালের মাঝে জীবন অতিবাহিত করবে, সেগুলোর যাকাত আদায় করবে এবং আপন রবের ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে। আর সেই ব্যক্তি, যে আপন ঘোড়ার মাথা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে (সব সময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে) আর ইসলামের শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করতে থাকবে। তারাও তাকে ভয় দেখাবে।[৩৬]

অর্থাৎ– ফেতনার যুগে দুই শ্রেণীর মানুষ 'ভালো মানুষ' বলে বিবেচিত হবে। এক শ্রেণীর মানুষ তারা, যারা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এক কথায়, ফেতনার যুগে 'মুজাহিদীনে ইসলাম' শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে বিবেচিত হবে।

এখানে সশস্ত্র লড়াই ছাড়া জিহাদের ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। আল্লাহর পথে শত্রুর মোকাবেলায় অস্ত্র হাতে বুকটান করে দাঁড়ানো সৈনিকদের ছাড়া অন্য কারও এই কৃতিত্বের দাবিদার হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজমুখে এর ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারা ঘোড়ার লাগাম ধরে, ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে প্রস্তুত দাঁড়িয়ে থাকবে যে, কখন ডাক আসবে আর আমি রণাঙ্গনে ছুটে যাব। তা ছাড়া বলেছেন, তারা ইসলামের শত্রুদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করবে আবার শত্রুরাও তাদের মনে আতঙ্ক তৈরি করে রাখবে। এসব সশস্ত্র লড়াইয়েরই বৈশিষ্ট্য।

ফেতনার যুগে আরও যে-শ্রেণীটি 'ভালো মানুষ' বলে বিবেচিত হবে, তারা সেইসব লোক, যারা ফেতনার গ্রাস থেকে নিরাপদ থাকার জন্য গরু-ছাগল, ভেড়া-মহিষ যার যা আছে নিয়ে পাহাড়-বিয়াবানে চলে যাবে। মনুষ্য-সমাজের সঙ্গ ত্যাগ করে তারা পশুদের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করবে আর ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহপাকের যেসব বিধিবিধান আছে, সেগুলো পালন করবে। এভাবে তারা দাজ্জালি সভ্যতার আধিপত্য ও গ্রাস থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের ঈমান রক্ষা করবে।

এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীটি, তথা 'মুজাহিদীনে ইসলাম' বেশি মর্যাদার অধিকারী হবে। কারণ, দ্বিতীয় শ্রেণীটি শুধু নিজেদের ঈমান রক্ষার ব্যবস্থা করবে। পক্ষান্তরে 'মুজাহিদীনে ইসলাম' নিজেদের ঈমান রক্ষার পাশাপাশি গোটা উম্মতের ঈমান রক্ষার কাজে জীবনের বাজি লাগাবে। এর জন্য তারা বাড়ি-ঘর, পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ও সহায়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়াবে। তারা শত্রুদেরও হত্যা করবে, নিজেরাও নিহত হবে।

৩৬. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯০*

দীন রক্ষার জন্য ফেতনা থেকে পালিয়ে যাওয়া

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ইসলাম অপরিচিত অবস্থা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অদূর ভবিষ্যতে সে সূচনাকালের মতোই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সে দুটি মসজিদের মাঝে গুটিয়ে যাবে, যেমনটি সাপ তার গর্তে গিয়ে গুটিয়ে যায়।'[৩৭]

হাদীছে উল্লেখিত 'গারীব' শব্দটির অর্থ অচেনা, অজানা, অপরিচিত, পর। শুরুর যুগে ইসলাম মানুষের কাছে অচেনা ধর্ম ছিল। মানুষ বলত, এ আবার কোন ধর্ম, যার কথা জীবনে কোনোদিন শুনিনি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে এক সময় ইসলাম ওই সূচনাকালের মতোই অচেনা হয়ে যাবে এবং সাপ যেমন গর্তে গিয়ে গুটিয়ে যায়, ইসলামও তেমন দুই মসজিদের মধ্যখানে গুটিয়ে যাবে।

সেই যুগটা এসে পড়েছে। আমাদের এই যুগে অধিকাংশ মুসলমানের কাছে ইসলাম একটি অচেনা ও অপরিচিত ধর্মমত। মুসলমান ইসলাম জানে না, ইসলাম বোঝে না। ইসলামের পরিচয় কী? আপনি কী করে মুসলমান হলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ বেশিরভাগ মুসলমান। অধিকাংশ মুসলমান ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে অনবহিত। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, ইসলামে যে সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতিও আছে, এসব কল্পনায়ও নেই অধিকাংশ মুসলমানের। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এই বিভাগগুলোর সঙ্গে তাদের আচরণ এমন যে, তারা জানেই না, এসব বিধিবিধানের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক আছে, যেমন আছে নামায-রোযার সঙ্গে। কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায়, দেড়শো কোটি মানুষের ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম আজ একটি অপরিচিত জীবনবিধান, যেমনটি অপরিচিত ছিল সূচনাযুগে।

তো বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই লোকদের মোবারকবাদ জানিয়েছেন, যারা সেইসব অঞ্চল থেকে পালিয়ে যাবে, ইসলাম যেখানে অপরিচিত হয়ে গেছে এবং সেখানে চলে যাবে, যেখানকার মানুষ আজও ইসলামকে সে-রকম চেনে, যেমনটি চেনা আবশ্যক। সেখানকার মানুষদের জীবনের লক্ষ্য আজও তা, যা ছিল মহান সাহাবা জামাতের জীবনের উদ্দেশ্য।

---

৩৭. *সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড :১, পৃষ্ঠা : ১৩১*

তারা নামায-রোযা ও হজ-যাকাতের পাশাপাশি ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং তাতে কোনো নিন্দুকের নিন্দার, কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করে না। তারা ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে বদ্ধপরিকর, যেমনটি সাহাবা কিরাম নিজেদের মূল্যবান রক্তের বিনিময়ে ইসলামকে অপরিচিত অবস্থা থেকে বের করে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তুলেছিলেন।

আসুন আমরাও এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, আমরাও ইসলামকে অপরিচিত অবস্থা থেকে বের করে সেই অবস্থার দিকে নিয়ে যাব, যেখানে সে আর অপরিচিত থাকবে না।

আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত 'গারীব' শব্দটির অর্থ দরিদ্র, নিঃস্ব বা অসহায় নয়, যেমনটি অনেকে মনে করে থাকেন। এটি উর্দু (-বাংলা)র 'গরীব' নয়। শব্দটির ভুল অর্থ করার ফলে অনেকে পুরো হাদীছটির অর্থই বুঝতে ভুল করে থাকেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বীরত্বের সঙ্গে গাঝাড়া দিয়ে ওঠার স্থলে এই বলে নেতিয়ে পড়েন যে, আমাদের আর কী করবার আছে, আল্লাহর রাসূলই বলে গেছেন, একসময় ইসলাম নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে যাবে!

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করুন।

قَالَ أَبُو عَيَّاشٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قَالَ وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ حِينَ يَفْسُدُ النَّاسُ

আবু আয়্যাশ বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ' ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতে আবার অপরিচিত হয়ে যাবে। কাজেই আমি গুরাবাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি।' শুনে বর্ণনাকারী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'গুরাবা' কারা হে আল্লাহর রাসূল? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তারা সেইসব লোক, যারা মানুষ যখন বিগড়ে যাবে, তখন তাদের সংশোধনের দায়িত্ব পালন করবে।'[৩৮]

এই হাদীছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই লোকদেরকে মোবারকবাদ প্রদান করেছেন, যারা জগতে যখন ব্যাপক অনাচার ছড়িয়ে পড়বে, তখন মানুষের সংশোধনের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে। মানবজীবনের সবচেয়ে বড়

---

৩৮. *আল-মু'জামুল আওসাত ॥ খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪৯*

বিপর্যয়টি হলো, মহান আল্লাহর 'শাসক' গুণটিতে অংশীদার সাব্যস্ত করা। এটি আল্লাহপাকের সবচেয়ে বড় গুণ। কাজেই মানুষকে আল্লাহর শাসন ও আইনের প্রতি আহ্বান জানানো সর্বাপেক্ষা বড় সংশোধন বলে বিবেচিত হবে। 'সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ে বাধাদান' মিশনের মাধ্যমে দায়িত্বটি আঞ্জাম দেওয়া যেতে পারে। এটি আমার নিজের কথা নয় – পবিত্র কুরআনের আয়াত 'কুনতুম খাইরা উম্মাতিন'-এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্যই এর সাক্ষী।

তা ছাড়া মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)ও বলেছেন, হাদীছে উল্লেখিত 'গুরাবা' দ্বারা উদ্দেশ্য মুজাহিদীনে ইসলাম।

'মুখতাসার তারিখে দামেশ্ক'-এর একটি বর্ণনাও 'গুরাবা'-এর মর্ম স্পষ্ট করে দিচ্ছে, যা কিনা এ-যুগের হুবহু প্রতিচ্ছবি। বর্ণনাটি হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মোবারকবাদ গারীবদের জন্য।' জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল 'গুরাবা' কারা? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সেইসব নেককার লোক, যারা বিপুল জনগোষ্ঠীর মাঝেও সংখ্যায় অনেক কম হবে। তাদের চেনার উপায় হলো, তাদেরকে ভালবাসার মতো মানুষের তুলনায় বিদ্বেষ পোষণকারীদের সংখ্যা বেশি হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ شَيْئٍ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى الْغُرَبَاءُ قِيْلَ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ الْفَرَّارُوْنَ بِدِيْنِهِمْ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো গুরাবা।' জিজ্ঞাসা করা হলো, গুরাবা কারা? নবীজি বললেন, 'আপন দীন নিয়ে পলায়নকারীরা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে মারয়ামপুত্র ঈসার সঙ্গে যুক্ত করে দেবেন।'[৩৯]

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ

হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসবে, যখন

৩৯. *হিল্‌য়াতুল আওলিয়া* ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫; *কিতাবুয যুহদিল কাবীর* ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৬

মুসলমানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ছাগপাল। ফেতনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে ওদের নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় এবং দূর-দূরান্তের বৃষ্টিপ্রধান এলাকায় চলে যাবে।'

এই হাদীছেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই অঞ্চলগুলোতে মানুষের পক্ষে ঈমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে, যেখানে ইবলিসি সভ্যতা ও তার বাণিজ্যরীতি ব্যাপকতা লাভ করবে। কারণ, উক্ত সভ্যতা ও অর্থনীতির পরিবেশে অবস্থান করলে তাকে অবশ্যই উক্ত সুদি ব্যবস্থায় সহায়তা দিতে হবে কিংবা অন্তত নীরব থাকতে বাধ্য হবে। আর এই নীরবতাও উক্ত পরিবেশের প্রতি সমর্থন ও সম্মতির প্রমাণ বহন করবে।

এমতাবস্থায় মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য সেই তরুণ-যুবক ও প্রবীণরা, যারা সেই যুগসন্ধিক্ষণে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর লক্ষ্যে আপন ঘর-বাড়ি, ধন-দৌলত ও আপনজন সবকিছু পরিত্যাগ করে পাহাড়-বিয়াবানকে নিজেদের ঠিকানা তৈরি করে নেবে।

আমাদের বর্তমান যুগটি-ই সেই যুগ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ইবলিসের 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' প্রতিজন মুসলমানকে সুদি কারবারে জড়িত করে ফেলেছে। কোনো ব্যক্তি সরাসরি সুদের সঙ্গে জড়িত নাও যদি হয়ে থাকে, তবু সুদি ব্যবস্থাপনার ঝাপটা তার গায়ে অবশ্যই লাগছে। উম্মতের সবচেয়ে সম্মানিত ও ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী আলেমসমাজকে ইসলামপরিপন্থী ফতোয়া দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। দাজ্জালি শক্তিগুলো প্রকাশ্যে নিজেদের বড় শাসক ঘোষণা করছে।

আল্লাহর শাসন ও ক্ষমতার কাছে মাথা নত করে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মুসলমান আজ মানবরচিত আইনের কাছে নতি স্বীকার করে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করছে।

বক্তাদের কণ্ঠ নীরব।

লেখকরা তাদের পবিত্র কলমকে বাতিলের কাছে বন্ধক রেখে দিয়েছে।

শিক্ষিতজনরা তাদের মেধা ও মাথাগুলোকে ইসলামের শত্রুদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।

ওরা যা বলছে, এরা তা-ই শুধু তোতা পাখির মতো আওড়িয়ে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতগুলোকে টুটি চেপে ধরে রাখা হয়েছে, যেগুলো মুসলমানদেরকে বাতিলের সামনে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখায়। যেদিকেই চোখ ফেলি, সর্বত্র কৌশলের চাদরে ঢাকা এমনসব লোকদের দেখতে পাই, যদি এযুগে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটে এব নিজেকে খোদা বলে দাবি করে, তাহলে সম্ভবত তারা কৌশলের চাদর ভেদ করে বেরিয়ে আসা পছন্দ করবেন না।

আমি শুনতে পাচ্ছি, আপনিও কান খাড়া করে শুনুন, দাজ্জালের এজেন্টরা ঘোষণা করছে, হয় আমাদের সারিতে এসে যুক্ত হয়ে যাও, না হয় শত্রুর কাতারে দাঁড়াও। তোমার জন্য তৃতীয় কোনো পথ খোলা নেই।

অপরদিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছও একই দাবি জানাচ্ছে, ওহে মুসলমান, তুমি হয় আল্লাহওয়ালাদের জামাতে যুক্ত হয়ে যাও, অন্যথায় বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে যাও। মধ্যখানে তৃতীয় কোনো পথ এখন আর খোলা নেই।

জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে কি?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ اٰخِرُ أُمَّتِيَ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জিহাদ অব্যাহত থাকবে আল্লাহ যেদিন আমাকে প্রেরণ করেছেন, সেদিন থেকে শুরু করে আমার শেষ উম্মতটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করা পর্যন্ত। অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের সুবিচার কোনো কিছুই তাকে অবদমিত করতে পারবে না।'[৪০]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ

হযরত জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এই দীন চিরকাল বিদ্যমান থাকবে। এর পক্ষে একদল মুসলমান কেয়ামত অবধি লড়াই অব্যাহত রাখবে।'[৪১]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْجِهَادُ حُلْوًا أَخْضَرَ مَا قَطَرَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُوْلُ فِيْهِ قُرَّاءٌ مِنْهُمْ لَيْسَ هٰذَا زَمَانُ جِهَادٍ فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ الزَّمَانَ فَنِعْمَ زَمَانُ الْجِهَادِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَحَدٌ يَقُوْلُ ذٰلِكَ فَقَالَ نَعَمْ مَنْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যতকাল পর্যন্ত

৪০. সুনানে আবী দাউদ ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮
৪১. সুনানে আবী দাউদ ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮; সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫২৪

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, ততকাল পর্যন্ত জিহাদ সতেজ ও সুমিষ্ট থাকবে। আর অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যে-যুগের শিক্ষিত লোকেরা বলবে, এটা জিহাদের যুগ নয়। অতএব, যে-ব্যক্তি সেই যুগটি পাবে, তার জন্য সেটি হবে জিহাদের শ্রেষ্ঠ যুগ।' সাহাবা কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন মুসলমান কি এমন কথা বলতে পারে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, এমন মুসলমানরা বলবে, যারা আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপে অভিশপ্ত।'[৪২]

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ سَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُوْلُوْنَ لَا جِهَادَ فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَجَاهِدُوْا فَإِنَّ الْجِهَادَ أَفْضَلُ

হযরত হাসান (রাযি.) বলেছেন, 'অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ বলবে, জিহাদ বলতে কিছু নেই। তো সেই যুগটি যখন আসবে, তখন তোমরা জিহাদ করবে। কারণ, জিহাদই শ্রেষ্ঠ আমল।'[৪৩]

হযরত ইবরাহীম (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত, তাঁর সম্মুখে তথ্য উপস্থাপন করা হলো যে, মানুষ বলছে, এখন কোনো জিহাদ নেই। উত্তরে তিনি বললেন, এটি শয়তানের উক্তি। মানুষের মাঝে একথাটি শয়তান প্রচার করেছে।[৪৪]

এই বর্ণনায় যে-যুগের ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে, সেটি যদিও ওছমানি খেলাফতের পতনের যুগ; কিন্তু আমরা যে-যুগটি অতিবাহিত করছি, সেটি তো তার চেয়ে বেশি ক্রান্তিকাল। মূর্খদের কথা কী আর বলব, এ-যুগের শিক্ষিত লোকেরাও জিহাদ সম্পর্কে সেসব শব্দ ব্যবহার করছে, যার প্রতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন। বিশেষ করে আফগানিস্তানে তালেবানের ক্ষমতা ত্যাগের পর এখন মনে হচ্ছে, যেন বাতাসের গতিই বদলে গেছে।

তবে কারও বিরূপ মন্তব্য, বিরোধিতা ও তিরস্কার-তাচ্ছিল্যে মুজাহিদীনে ইসলামের মন খারাপ করার কোনো আবশ্যকতা নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্যমতে আপনারা এ-যুগের শ্রেষ্ঠ আমলে নিয়োজিত আছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই আপনাদের সান্ত্বনাবাণী শুনিয়ে গেছেন। আপনারা ইসলামের উপর দৃঢ়পদ থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে আছেন।

৪২. *আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান* ॥ খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৭৫১
৪৩. *কিতাবুস সুনান* ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭৬
৪৪. *মুসান্নাফে আবী শায়বা* ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫০৯

মুসলিম দেশগুলোর উপর অর্থনৈতিক অবরোধ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সেই সময়টি অতি নিকটে, যখন ইরাকিদের উপর অর্থ ও খাদ্যের অবরোধ আরোপ করা হবে।' এ কথাটি বলার পর নবীজি (সা.)কে জিজ্ঞেস করা হলো, এই অবরোধ কার পক্ষ থেকে আরোপ করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'অনারবদের পক্ষ থেকে।' তারপর কিছু সময় নীরব থাকার পর পুনরায় বললেন, 'সেই সময়টিও বেশি দূরে নয়, যখন শামের অধিবাসীদের উপরও অবরোধ আরোপ করা হবে।' জিজ্ঞেস করা হলো, এই অবরোধ কার পক্ষ থেকে হবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'রোমের অধিবাসীদের (পশ্চিমাদের) পক্ষ থেকে।' তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমার উম্মতের মাঝে একজন খলীফার আবির্ভাব ঘটবে, যে মানুষকে মুঠি ভরে-ভরে সম্পদ দান করবে এবং কোনো হিসাব-গণনা করবে না। যে-সত্তার হাতে আমার জীবন, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, ইসলাম তার প্রাথমিক অবস্থার দিকে ফিরে যাবে, যেমনটি মদীনা থেকে শুরু হয়েছিল। এমনকি ইসলাম শুধু মদীনাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।'

তারপর তিনি বললেন, 'যখন কেউ অনীহাবশত মদীনা থেকে বেরিয়ে যাবে, তখন আল্লাহ সেখানে তার চেয়েও উত্তম কাউকে আবাদ করবেন। কিছু লোক শুনবে, অমুক স্থানে পানি, সবুজ-শ্যামলিমা, বাগান ও শস্যক্ষেত্রের সমারোহ আছে, তখন তারা মদীনা ত্যাগ করে ওখানে চলে যাবে। অথচ তাদের পক্ষে মদীনাই উত্তম ছিল। কিন্তু তাদের সেই খবর থাকবে না।'[৪৫]

ইরাকের অর্থনৈতিক অবরোধের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। অতএব, হে ঈমানদারগণ! এখনও তোমরা কীসের অপেক্ষা বসে আছ?

মদীনায় কোনো মুনাফিক থাকতে পারবে না। যারা আল্লাহর দীনের খাতিরে জীবন কুরবান করার সাহস রাখবে, শুধু তারা-ই সেখানে অবশিষ্ট থাকবে। কারণ, মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, দাজ্জাল যখন মদীনার বাইরে এসে পৌছুবে এবং গুর্জ মারতে শুরু করবে, সে-সময় মদীনায় তিনটি কম্পন দেখা দেবে, যার ভয়ে দুর্বল ঈমানের মানুষগুলো মদীনা থেকে বের হয়ে কাফেরদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবে।

হযরত আবু লায়লা তাবেয়ি (রহ.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেছেন, 'সে-সময়টি অতি নিকটে, যখন শামের অধিবাসীদের কাছে না অর্থ পৌছাবে, না খাদ্যপণ্য।' আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এই নিষেধাজ্ঞা কাদের পক্ষ থেকে

---

৪৫. মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৫৬

আরোপিত হবে? তিনি বললেন, 'রোমানদের পক্ষ থেকে।' তারপর কিছু সময় চুপ থেকে তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার শেষ উম্মতের মাঝে একজন খলীফার আবির্ভাব ঘটবে, যে মুঠি ভরে-ভরে সম্পদ দান করবে এবং কোনো হিসাব-গণনা করবে না।'[৪৬]

হযরত আবু সালেহ তাবেয়ী হযরত আবু হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মিসরেরও উপর একাধিক অবরোধ আরোপ করা হবে।'[৪৭]

আরবের নৌ-অবরোধ

عَنْ كَعْبٍ قَالَ يُوْشِكُ أَنْ يَزِيْغَ الْبَحْرُ الشَّرْقِيُّ حَتّٰى لَا يَجْرِى فِيْهِ سَفِيْنَةٌ وَحَتّٰى لَا يَجُوْزَ أَهْلُ قَرْيَةٍ إِلٰى قَرْيَةٍ وَذَالِكَ عِنْدَ الْمَلَاحِمِ وَذَالِكَ عِنْدَ خُرُوْجِ الْمَهْدِيِّ

হযরত কা'ব (রাযি.) বলেছেন, 'অদূর ভবিষ্যতে পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্র সুদূর হয়ে যাবে। এমনকি তাতে কোনো নৌযান চলাচল করবে না এবং সেটি অতিক্রম করে এক অঞ্চলের মানুষ আরেক অঞ্চলে যেতে পারবে না। এমনটি ঘটবে মহাযুদ্ধের সময় আর তা ঘটবে মাহ্‌দির আবির্ভাবের কালে।'[৪৮]

এখানে পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য আরব সাগর। দূরে চলে যাওয়ার মানে, তার নিকটে পৌছানো কঠিন হয়ে যাবে, যার ফলে আমদানি-রফতানি বন্ধ হয়ে যাবে।

আপনি পৃথিবীর মানচিত্রটা খুলুন। আমেরিকান নৌবহরগুলো এই মুহূর্তে যেখানে অবস্থান করছে, সেটিতে চোখ রাখুন। এই বর্ণনাটি খুব সহজে আপনার বুঝে আসবে। করাচির উপকূল থেকে নিয়ে সোমালিয়া পর্যন্ত প্রতিটি নৌপথ বিশ্ব কুফরিশক্তির দখলে। এগারো সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ভারত সাগর ও আরব সাগরে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোর চেকিং অনেক কঠোর হয়ে গেছে। বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে গমনকারী জাহাজগুলোর চেকিং খুব বেশি কড়া হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরও কঠোর হয়ে যাবে, যার ফলে সমুদ্রপথে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া খুব দুষ্কর হয়ে পড়বে।

আপনি যদি পৃথিবীর মানচিত্রে চোখ বোলান, তাহলে দেখতে পাবেন, বর্তমানে দাজ্জালি শক্তি মক্কা ও মদীনার চারদিক অবরুদ্ধ করে রেখেছে। সব কটি নদীপথের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপ স্থলপথেও এই দুটি শহরকে তারা পুরোপুরি নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে রেখেছে।

---

৪৬. সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৫
৪৭. সহীহ মুসলিম ॥ হাদীছ নং ২৮৯৬; সুনানে আবী দাউদ ॥ হাদীছ নং ৩০৩৫
৪৮. আস্সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যেন দাজ্জালি শক্তি হযরত মাহ্দি অভিমুখী রসদ ও বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে প্রতিহত করতে পূর্ণ প্রস্তুত এবং সেই বিশেষ স্থানগুলোর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় গলদঘর্ম, যেসব স্থান থেকে হযরত মাহ্দির সাহায্যার্থে মুজাহিদ বাহিনীর আগমন ঘটতে পারে।

মদীনা অবরোধ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, অদূর ভবিষ্যতে মদীনার মুসলমানরা অবরোধের শিকার হবে। এমনকি তাদের শেষ মোর্চাটি হবে সালাহ নামক স্থানে। 'সালাহ' খায়বারের সন্নিকটে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।'[৪৯]

খায়বারের অবস্থান মদীনা থেকে ষাট মাইল দূরে। এ-সময় মার্কিন বাহিনীর মদীনা থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে।

হযরত মিহ্জান ইবনে আদ্রা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন জনতার উদ্দেশে ভাষণ দান করলেন। তাতে তিনি তিনবার বলেছেন : 'ইয়াওমুল খালাসি ওয়ামা ইয়াওমুল খালাসি।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, 'ইয়াওমুল খালাস' কী জিনিস? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'দাজ্জাল আসবে এবং অহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করবে।' তারপর তার বন্ধুদের বলবে, তোমরা কি ওই শাদা ভবনটি দেখতে পাচ্ছ? এটি আহমদ-এর মসজিদ। তারপর সে মদীনার দিকে এগিয়ে আসবে। সে তার প্রতিটি পথে খাপখোলা তরবারি হাতে একজন ফেরেশতাকে দণ্ডায়মান দেখতে পাবে। সে সাবখাতুল জুরুফের দিকে যাবে এবং নিজ তাঁবুর গায়ে আঘাত হানবে। তারপর মদীনা তিনটি কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যার ফলে প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও নারী, ফাসিক পুরুষ ও নারী মদীনা থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেবে। এভাবে মদীনা গুনাহগারদের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এটিই হলো 'ইয়াওমুল খালাস' বা মুক্তির দিন।'[৫০]

দাজ্জাল মসজিদে নববীকে 'শাদা ভবন' আখ্যা দেবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-সময় একথাটি বলছিলেন, তখন মসজিদে নববী সম্পূর্ণ শাদা মাটির তৈরী ছিল। আর এখন যদি মসজিদে নববীকে দূর থেকে কিংবা কোনো উঁচু জায়গা থেকে দেখা হয়, তাহলে অন্যান্য ইমারতের মাঝে তাকে পুরোপুরি একটি শাদা ভবনেরই মতো মনে হয়। স্যাটেলাইটের সাহায্যে মসজিদে নববীর একটি চিত্র ধারণা করা হয়েছিল। তাতে মসজিদটি একদম শাদা-ই দেখা যাচ্ছে।

---

৪৯. *সহীহ ইবনে হিব্বান ॥ হাদীছ নং ৬৭৭১*

৫০. *মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৮৬*

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, দাজ্জালের সময় মদীনার সাতটি ফটক থাকবে। তো সাত ফটক দ্বারা উদ্দেশ্য মদীনা প্রবেশের সাতটি পথও হতে পারে। বর্তমানে মদীনা প্রবেশের সাতটি বড় রাস্তা বিদ্যমান রয়েছে–

১. জেদ্দা থেকে আসা পথ।
২. মক্কা থেকে আসা পথ।
৩. রাবিগ থেকে আসা পথ।
৪. বিমানবন্দর থেকে আসা পথ।
৫. তাবুক থেকে আসা পথ।

এছাড়া আরও দুটি রাস্তা আছে, যেপথে মফস্বল অঞ্চল থেকে মদীনায় প্রবেশ করা যায়। মুমিনদের জন্য বিষয়টি খুবই ভাবনার ব্যাপার।

ইয়েমেন ও শামবাসীদের জন্য দু'আ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا قَالُوْا وَفِيْ نَجْدِنَا فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন।' সাহাবাগণ বললেন, আর আমাদের নজদে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন।' সাহাবাগণ বললেন, আর আমাদের নজদে হে আল্লাহর রাসূল! বর্ণনাকারী বলেন, আমার যা ধারণা, তৃতীয়বারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ওখানে একাধিক ভূমিকম্প হবে এবং নানারকম ফেতনার উদ্ভব ঘটবে। আর শয়তানের শিং ওখানেই আত্মপ্রকাশ করবে।'[৫১]

শাম ও ইয়ামানের বরকত তো আজও স্পষ্ট পরিদৃশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহপাক ফিলিস্তিন, শাম ও ইয়ামানের মুজাহিদদেরকে যে-অংশটি দান করেছেন, তা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আরই প্রতিফল। এযুগে অমুসলিম বিশ্বকে কাঁপিয়ে তোলার মতো জানবাজ মর্দে-মুমিনের সংখ্যা শাম ও ইয়ামানেই অধিক। খোদ উসামা বিন লাদেনও ইয়ামানেরই সন্তান। নজ্দ হলো রিয়াদ ও তার আশপাশের অঞ্চল।

---

৫১. *সহীহ বুখারী ॥ হাদীছ নং ৬৬৮১; মুসনাদে আহমাদ ॥ হাদীছ নং ৫৯৮৭*

বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِيْ حَدَّثَهُ أَوْ مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكُمْ قَاعِدٌ هَاهُنَا أَوْ كَمَا أَنْتَ قَاعِدٌ

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বাইতুল মাকদিসের আবাদ হওয়া মদীনার ক্ষতির কারণ হবে। মদীনার ক্ষতি মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করবে। মহাযুদ্ধ কুস্তুন্তুনিয়ার (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের কারণ হবে। কুস্তুন্তুনিয়ার বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ হবে।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীছের বর্ণনাকারীর (অর্থাৎ– স্বয়ং তাঁর) উরুতে কিংবা কাঁধের উপর চাপড় মেরে বললেন, 'তোমরা এই মুহূর্তে এখানে উপবিশিষ্ট থাকার বিষয়টি যেমন সত্য, আমার এই বিবরণও তেমনই বাস্তব।'[৫২]

শহর-নগরীর ধ্বংস হওয়া বিষয়ে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে 'খারাবুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি পুরোপুরি হোক কিংবা আংশিক সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সেজন্য আমরা শব্দটির অর্থ 'ক্ষয়ক্ষতি' দ্বারা করেছি। কারণ, হাদীছে বর্ণিত প্রতিটি দেশের ক্ষয়ক্ষতি একটি থেকে অপরটি ভিন্ন।

'বাইতুল মুকাদ্দাসের আবাদ হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য ওখানে ইহুদিদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সেই ঘটনাটি ঘটে গেছে। এখন ইহুদিদের নাপাক দৃষ্টি পবিত্র মদীনার উপর নিবদ্ধ। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাদের আরব দ্বীপে আগমন প্রকৃতপক্ষে সেই পরিকল্পনারই একটি অংশ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কিন্তু ঈমানদাররা ইহুদিদের এই ষড়যন্ত্র বুঝে ফেলেছে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে দিয়েছে। এভাবে তখন থেকে শুরু-হওয়া কুফর ও ইসলামের লড়াই এখন দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হযরত ওহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, মিসর ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত জাযীরাতুল আরব নিরাপদ থাকবে। কূফা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে না। মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেলে বনু হাশিমের এক

৫২. সুনানে আবী দাউদ ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১১০; মুসনাদে আহমাদ ॥ খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৪৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা

শক্তির হাতে কুস্তুন্তুনিয়া জয় হবে। উন্দুলুস ও জাযিরাতুল আরব ধ্বংস হবে ঘোড়ার পা ও সৈন্যদের বিরোধের কারণে। ইরাক ধ্বংস হবে ক্ষুধা ও তরবারির কারণে। আর্মেনিয়া ধ্বংস হবে ভূমিকম্প ও বজ্রের কারণে। কূফা ধ্বংস হবে শত্রুর দিক থেকে। বসরা ধ্বংস হবে নিমজ্জনের কারণে। উবলা ধ্বংস হবে শত্রুর হাতে। রাই ধ্বংস হবে দায়লামের কারণে। খোরাসান ধ্বংস হবে তিব্বতের হাতে। তিব্বতের ধ্বংস আসবে সিন্দের দিক থেকে। সিন্দের ধ্বংস আসবে হিন্দের দিক থেকে। ইয়ামান ধ্বংস হবে ফড়িং ও বাদশাহর কারণে। মক্কা ধ্বংস আসবে হাবশার দিক থেকে। মদীনা ধ্বংস হবে ক্ষুধার কারণে।[৫৩]

হযরত কা'ব (রাযি.) বলেছেন, 'আর্মেনিয়া ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত জাযীরাতুল আরব নিরাপদ থাকবে। জাযিরাতুল আরব ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মিসর থাকবে। কূফা নিরাপদ থাকবে যতক্ষণ-না মিসর ধ্বংস হবে। মহাযুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না কূফা ধ্বংস হবে। সে-সময় পর্যন্ত দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে না, যতক্ষণ-না কুফরের শহর বিজিত হবে।'[৫৪]

হযরত মাছজুর ইবনে গায়লান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি আমার আব্বাজান আবদুল্লাহর সঙ্গে মসজিদ থেকে বের হলাম। সে-সময় আবদুল্লাহ বললেন, সবার আগে ধ্বংস হওয়া ভূখণ্ড হলো বসরা ও মিসর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী কারণে তাদের ধ্বংস নেমে আসবে; ওখানে তো অনেক বড় সম্মানিত ও বিত্তবান ব্যক্তিরা আছেন? উত্তরে তিনি বললেন, রক্তপাত, গণহত্যা ও অত্যধিক ক্ষুধা। আর মিসরের সমস্যা হলো নীলনদ শুকিয়ে যাবে আর এটিই মিসরের ধ্বংসের কারণ হবে।[৫৫]

হযরত আবু উছমান আন-নাহ্‌দি বর্ণনা করেন, আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহর সঙ্গে কাতারবালে অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকালয়টির নাম কী?

আমি বললাম, কাতারবাল।

তারপর তিনি দুজাইলের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন, ওটির নাম কী? আমি বললাম, ওটির নাম দুজায়লা।

তারপর তিনি সুরাতের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি বললাম, এই অঞ্চলের নাম সুরাত। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'দজলা, দুজাইল, কাতারবাল ও সুরাতের মধ্যখানে একটি নগরী তৈরি করা হবে, যেখানে জগতের ধন-দৌলত ও অত্যাচারী লোকদের সমবেত করা হবে। নগরীর

৫৩. আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৮৮৫

৫৪. মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫০৯

৫৫. আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯০৭

অধিবাসীরা ধসে যাবে। এই নগরীটি লোহার পেরেকেরও চেয়ে বেশি দ্রুতগতিতে মাটির মধ্যে ধসে যাবে।[৫৬]

দুজাইল বাগদাদ ও তিকরিতের মধ্যখানে সামারা নগরীর সন্নিকটে অবস্থিত।

عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ أَبِيْ يَحْيٰ الْكَعْبِيْ عَنِ الْأَوْزَاعِيْ قَالَ إِذَا دَخَلَ اَصْحَابُ الرَّايَاتِ الصُّفْرِ مِصْرَ فَلْيَحْفِرْ أَهْلُ الشَّامِ أَسْرَابًا تَحْتَ الْأَرْضِ

ইসহাক ইবনে আবু ইয়াহয়া আল-কা'বী আওযায়ী থেকে বর্ণনা করেন, আওযায়ী বলেছেন, যখন হলুদ পতাকাধারী লোকেরা মিসর প্রবেশ করবে, তখন শামের অধিবাসীরা যেন মাটির তলে সুড়ঙ্গ খনন করে নেয়।[৫৭]

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিসরবাসীদের বলেছেন, পশ্চিম দিক থেকে যখন তোমাদের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আগমন করবে, তখন তোমরা ও সে কানতারার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, যার ফলে তোমাদের সত্তর হাজার লোক নিহত হবে। তোমরা মিসর ও শামের এক-একটি বসতি থেকে বিতাড়িত হবে। আরব নারী দামেশ্‌কের পথে পঁচিশ দেরহামে বিক্রি হবে। পরে তারা হেম্‌সে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা আঠারো মাস অবস্থান করবে এবং মাল-দৌলত বন্টন করবে। ওখানেও নারী-পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে। তারপর এক দুরাচার ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করবে। সে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে পরাজিত করবে। এমনকি তাদেরকে মিসরে ঢুকিয়ে দেবে।[৫৮]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْأَشْيَاخِ قَالَ تَكُوْنُ بِحِمْصَ صَيْحَةٌ فَلْيَلْبَثْ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ فَلَا يَخْرُجْ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ

সাঈদ ইবনে সিনান কয়েকজন শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলেছেন, হেম্‌সে একটি বিকট শব্দের ঘটনা ঘটবে। সে-সময় যেন তোমাদের সবাই নিজ-নিজ ঘরে অবস্থান করে থাকে – তিন ঘণ্টা যাবত যেন কেউ ঘর থেকে বের না হয়।[৫৯]

এই বর্ণনাগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শত্রু দেখার পর মুসলমানরা যেন গাফলতের ঘুমে আচ্ছন্ন না থাকে এবং এক মুসলিম রাষ্ট্রের মার খাওয়া দেখে অন্য দেশের মুসলমানরা যেন এমনটি না ভাবে যে, আমি তো নিরাপদ আছি। বরং প্রত্যেক মুসলমানকে একযোগে শত্রুর মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

---

৫৬. তারীখে বাগদাদ ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০
৫৭. আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান
৫৮. আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৭
৫৯. আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪১৪

عَنْ كَعْبٍ قَالَ اِذَا رَأَيْتَ الرَّايَاتِ الصُّفْرَ نَزَلَتِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ ثُمَّ نَزَلُوا سُرَّةَ الشَّامِ فَعِنْدَ ذَالِكَ يُخْسَفُ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرٰى دِمَشْقَ يُقَالُ لَهَا حَرَسْتَا

হযরত কা'ব (রাযি.) বলেন, তুমি যখন দেখবে, হলুদ পতাকাগুলো ইস্কান্দারিয়ায় অবতরণ করেছে, অতঃপর তারা শামের মধ্যাঞ্চলে এসে অবস্থান গ্রহণ করেছে, ঠিক সেই সময় দামেশ্‌কের একটি বসতি – যার নাম হারাস্তা – ধসে যাবে।[৬০]

হারাস্তা দামেশ্‌কের সন্নিকটে হেম্‌সের পথে অবস্থিত একটি লোকালয়।

ইরাক দখলের ভবিষ্যদ্বাণী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يُوْشِكُ بَنُوْ قَنْطُوْرَا أَنْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ قُلْتُ ثُمَّ نَعُوْدُ قَالَ أَنْتَ تَشْتَهِيْ ذَالِكَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ نَعَمْ وَيَكُوْنُ لَهُمْ سَلْوَةٌ مِنْ عَيْشٍ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সেই সময়টি অতি নিকটে, যখন কানতুরা জনগোষ্ঠী (পাশ্চাত্যবাসী) তোমাদেরকে ইরাকের মাটি থেকে বের করে দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, পরে কি আমরা ফিরে আসব? উত্তরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তা কামনা করছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হ্যাঁ, পরে তোমরা ফিরে আসবে। আর তখন তোমরা (ইরাকে) স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন লাভ করবে।[৬১]

শাম ও ইয়েমেন সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনা

عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ مَسْلَمَةَ سَمِعَ أَبَا قُبَيْلٍ يَقُوْلُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَغْرِبِ وَبَنِيْ مَرْوَانَ وَقُضَاعَةَ تَجْتَمِعُ عَلَى الرَّايَاتِ السُّوْدِ فِيْ بَطْنِ الشَّامِ

হযরত আবদুস সালাম ইবনে মাসলামা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আবু কুবাইলকে বলতে শুনেছেন, পশ্চিমা বিশ্ব, মারওয়ান বংশ ও কাজা'আ জনগোষ্ঠী শামের প্রাণকেন্দ্রের কতগুলো কালো পতাকার নিচে সমবেত হবে।[৬২]

---

৬০. আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৭২
৬১. আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯০৭
৬২. আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৭

عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَمُدُّ أَهْلَ الشَّامِ إِذَا قَاتَلَهُمُ الرُّوْمُ فِي الْمَلَاحِمِ بِقِطْعَتَيْنِ دَفْعَةً سَبْعِيْنَ أَلْفًا وَدَفْعَةً ثَمَانِيْنَ أَلْفًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ حَمَائِلُ سُيُوْفِهِمُ الْمَسَدُ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ عِبَادُ اللهِ حَقًّا حَقًّا نُقَاتِلُ أَعْدَاءَ اللهِ وَرَفَعَ اللهُ عَنْهُمُ الطَّاعُوْنَ وَالْأَوْجَاعَ وَالْأَوْصَابَ حَتَّى لَا يَكُوْنَ بَلَدٌ أَبْرَأَ مِنَ الشَّامِ وَيَكُوْنُ مَا كَانَ فِي الشَّامِ مِنْ تِلْكَ الْأَوْجَاعِ وَالطَّاعُوْنِ فِي غَيْرِهَا

হযরত কা'ব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহাযুদ্ধে রোমানরা যখন শামীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন আল্লাহ শামীদেরকে দুই দফা সাহায্য প্রদান করবেন। প্রথম দফা সত্তর হাজার আর দ্বিতীয় দফা আশি হাজার ইয়ামানি সৈন্য দ্বারা। তারা তাদের বন্ধ (একেবারে নতুন) তরবারিগুলো বহন করে এগিয়ে আসবে। তারা বলবে, আমরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা। আমরা আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করি। আল্লাহ তাদের থেকে প্লেগ ব্যাধি দূর করে দেবেন। এমনকি শাম অপেক্ষা আর কোনো দেশ এসব রোগ থেকে বেশি মুক্ত হবে না। আর শামে যে পরিমাণ প্লেগ ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে, তা অন্যান্য দেশেও থাকবে। কিন্তু শামে সবচেয়ে কম হবে। আর আল্লাহপাক মুজাহিদদেরকে এ-সকল আপদ-বিপদ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখবেন।[৬৩]

এই বর্ণনায়ই আছে যে, হযরত কা'ব (রাযি.) বলেছেন, একটি ভেড়ার বাচ্চা জন্ম দিতে যে-কদিন সময় লাগে, ততদিনের মেয়াদে পশ্চিমা বিশ্বে একজন রাজার আবির্ভাব ঘটবে। এই রাজা শামবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জাহাজ তৈরি করবে। কিন্তু যেইমাত্র জাহাজটি প্রস্তুত হয়ে যাবে, সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ (সেটি ধ্বংস করার জন্য) প্রবল ঝড় প্রেরণ করবেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ জাহাজগুলোকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন। সেগুলো আকা ও নাহ্‌র-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গিয়ে নোঙর ফেলবে। তারপর প্রত্যেক বাহিনী অন্যদের সাহায্য করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত কা'ব (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, সেই নদীটি কোনটি, যেখানে পশ্চিমারা এসে নোঙর ফেলবে? উত্তরে তিনি বললেন, সেটি হলো 'আরনাত নদী, যেটি হেম্‌স নদী, মাহরাকা, আকরা ও মাসিসার মধ্যখানে অবস্থিত।[৬৪]

ফোরাত তীরে যুদ্ধ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كُنُوْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ

৬৩. *আল-ফিতান* ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬৯
৬৪. *আল-ফিতান* ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬৯

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত সোনার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবে। সে-সময়ে যে ওখানে উপস্থিত থাকবে, সে যেন তার থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।'[৬৫]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধন-সম্পদকে এই উম্মতের জন্য ফেতনা সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন :

لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ

'প্রত্যেক জাতির জন্য একটি করে ফেতনা আছে। আমার উম্মতের ফেতনা হলো সম্পদ।'[৬৬]

ফেতনা থেকে দূরে থাকাই ফেতনা থেকে আত্মরক্ষার উপায়। সেজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে এই সম্পদ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ হাদীসে সেই লোকদের জন্য মূল্যবান উপদেশ রয়েছে, যারা আল্লাহর বিধিবিধানকে ভুলে গিয়ে সম্পদের স্তূপ জমানোর তালে ব্যস্ত রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সেই পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না ফোরাত থেকে সোনার পাহাড় বের হবে। তার জন্য মানুষ যুদ্ধ করবে এবং প্রতি একশোজনে নিরানব্বইজন লোক মারা যাবে। যে-কজন জীবনে রক্ষা পাবে, তারা প্রত্যেকে মনে করবে, বোধ হয় একা আমিই জীবিত আছি।'[৬৭]

ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত 'ফালুজা'র জন্য মার্কিন বাহিনী ও মুজাহিদদের মাঝে রক্তক্ষয়ী লড়াই সংঘটিত হয়েছিল। আঘাত-পাল্টা আঘাত এখনও চলছে। তবে এ-বিষয়টি জানা যায়নি যে, কাফেররা ওখানকার 'স্বর্ণপর্বতে'র তথ্য জানে কিনা। নাকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'স্বর্ণপর্বত' দ্বারা অন্যকিছু বুঝিয়েছেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيْفَةٍ ثُمَّ لَا يَصِيْرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّوْدُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيُقَاتِلُوْنَكُمْ قِتَالًا لَمْ يُقَاتِلْهُ قَوْمٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ

৬৫. *সহীহ বুখারী* ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৬০৫; *সুনানে তিরমিযী* ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৬৯৮
৬৬. *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী* ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৬২
৬৭. *সহীহ মুসলিম* ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা ২২১৯

হযরত ছাওবান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের ধনভাণ্ডারের কাছে তিন ব্যক্তি যুদ্ধ করবে। তাদের সব কজনই হবে খলীফাতনয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধনভাণ্ডার তাদের একজনেরও হস্তগত হবে না। তারপর পূর্ব দিক থেকে কতগুলো কালো পতাকা আত্মপ্রকাশ করবে। তারা তোমাদের সঙ্গে এমন ঘোরতর লড়াই লড়বে, যেমনটি কোনো সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে লড়েনি।'

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবীজি (সা.) আরও একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন, 'তারপর আল্লাহর খলীফা মাহ্‌দির আবির্ভাব ঘটবে। তোমরা যখনই তাক দেখবে, তার হাতে বায়'আত নেবে। যদি এর জন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি খেয়ে যেতে হয়, তবুও যাবে। সে হবে আল্লাহর খলীফা মাহ্‌দি।'[৬৮]

এই ধনভাণ্ডার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ফোরাতের উক্ত ধনভাণ্ডার, নতুবা সেই ধনভাণ্ডার, যেটি কা'বায় সমাধিস্থ আছে, যাকে হযরত মাহ্‌দি উত্তোলন করবেন। এখানে দুটি পক্ষ আগে থেকে উক্ত ধনভাণ্ডারের জন্য যুদ্ধরত থাকবে। পরে পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকাওয়ালারা আসবে। তাঁরা ইসলামের অনুসন্ধানে আসবে। এ-বিষয়টি পরে বিস্তারিত আলোচিত হবে।

عَنْ أَبِي الزَّاعِرَاءِ قَالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ يَفْتَرِقُ النَّاسُ عِنْدَ خُرُوْجِهِ ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ تَتْبَعُهُ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِأَهْلِهَا مَنَابَةَ الشِّيْحِ وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هٰذَا الْفُرَاتِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُوْنَهُ حَتّٰى يَقْتُلُوْنَ بِغَرْبِيِّ الشَّامِ فَيَبْعَثُوْنَ طَلِيْعَةً فِيْهِمْ فَرَسٌ أَشْقَرُ أَوْ أَبْلَقُ فَيَقْتَتِلُوْنَ فَلَا يَرْجِعُ مِنْهُمْ أَحَدٌ

হযরত আবু যায়িরা বর্ণনা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট দাজ্জালের আলোচনা উত্থাপিত হলে তিনি বললেন, তার আবির্ভাবের সময় মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল তার অনুগামী হয়ে যাবে। একদল অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে পরিজনের সঙ্গে ঘরে বসে থাকবে। একদল এই ফোরাতের তীরে এসে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দাজ্জাল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে আর তারা দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি তারা শামের পশ্চিমাঞ্চলে লড়াই করবে। তারা একটি সেনা-ইউনিট প্রেরণ করবে, যাদের মাঝে চিত্রা বা ডোরা বর্ণের ঘোড়া থাকবে। এরা ওখানে যুদ্ধ করবে। ফল এই দাঁড়াবে যে, এদের একজনও ফিরে আসবে না।[৬৯]

---

৬৮. মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫১০; সুনানে ইবনে মাজা ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৬৭
৬৯. মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৬৪১

ফোরাত নদী ও বর্তমান পরিস্থিতি

ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা পাওয়া যায় যে, ঘটনাগুলো যখন ঘটেছিল, তখন সেগুলো বিশেষ কোনো গুরুত্ব পায়নি। মানুষ তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল জানতে পেরেছে পরে। এ-যুগেও আমাদের চোখের সামনে হৃদয় কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো ও বিবেককে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো বহু ঘটনা ঘটছে; কিন্তু আমরা তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছি না। যামানা কেয়ামতের চালেই চলছে। ঘটনাপ্রবাহ চিৎকার করে-করে আমাদেরকে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু এই যে আমরা গাফলতের মরুভূমিতে দিকহারা পথিকের মতো এলোমেলো ঘুরে ফিরছি, জানি না, আর কতদিন আমরা এভাবে দেউলিয়ার মতো ঘুরে বেড়াব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত হাদীছ অনুপাতে কাজ করা তো দূরের কথা, আজ অধিকাংশ মুসলমান এসব নিয়ে ভাববার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে রাজী নয়।

যখন বলা হয়, ভাইয়েরা, নিজেকে সেই সময়টির জন্য প্রস্তুত করো, যখন জিহাদই হবে ঈমানের মাপকাঠি; যেলোক জিহাদ থেকে পেছনে সরে যাবে, তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না, তখন বলে, সেই সময়টি এখনও আসেনি। সেই সময়টি এখনও বহু দূরে। অথচ, প্রকৃতপক্ষে তারা কাপুরুষতা আর দুনিয়াপ্রেমের কারণেই জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে না। কেননা, তারা যদি তাদের বক্তব্যে সত্যবাদী হতো, তাহলে কিছু-না-কিছু প্রস্তুতি তো গ্রহণ করত। তা ছাড়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করত।

ফোরাত নদীর ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তাই যখনই ফোরাতের তীরে ফালুজায় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ঈমানওয়ালাদের ভাবনা সেদিকে নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে, মুসলমানও আজ ঘটনাপ্রবাহকে কাফেরদের চোখে (পশ্চিমা প্রচারমাধ্যম) দেখে থাকে।

ফোরাতের তীরে ফালুজায় ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। পূর্ব দিক থেকে আসা কালো পতাকাওয়ালারাও সেখানে লড়াই করছে এবং এমন ঘোরতর যুদ্ধ লড়ছে যে, এর আগে এমন লড়াই কেউ লড়েনি। আমরা এই দাবি করছি না যে, এটিই সেই বাহিনী, উপরের হাদীছে যার উল্লেখ রয়েছে। হতে পারে, হাদীছে বর্ণিত বাহিনীটি আরও পরে আসবে। তবে আমরা যে-দুটি বিষয় উল্লেখ করেছি, সমগ্র জগত জানে যে, তা সত্য ও বাস্তব। যুদ্ধ ফোরাতের তীরে হয়েছে ও হচ্ছে। কালো পতাকাওয়ালা আল-কায়েদার বিপুলসংখ্যক মুজাহিদ, যারা ওখানে লড়াই

সুনানে ইবনে মাজা ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৬৭

করছে, তারা সবাই আরব মুজাহিদ। তালেবানের ক্ষমতা ত্যাগের পর তারা পূর্ব দিক (আফগানিস্তান) থেকেই আরব দেশগুলোতে ফিরে গিয়েছিল। এ-বিষয়ে আরও গবেষণা চালানো আলেমদের কাজ। মনে রাখতে হবে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মিডিয়া কুফরিশক্তির দখলে।

ঈমানদারদের প্রতি আমার আবেদন, পরিস্থিতিকে হাদীছের আলোকে বুঝবার চেষ্টা করুন। নিজেকে এখনই জিহাদের জন্য প্রস্তুত করুন যদি অন্তরে ঈমান থাকে এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার কামনা রাখেন। এই মহাসত্য কথাটি মনে রাখবেন যে, হযরত মাহ্দি এসে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করবেন। তখন প্রশিক্ষণের সময়-সুযোগ পাবেন না। সেই মুসলমানরাই তার সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে, যারা আগে থেকে জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে। এখনও সময় আছে জাগ্রত হওয়ার। এমন যেন না হয় যে, আপনি ঘুমে-ঘুমে অজানা গন্তব্যপানে এগিয়ে যাবেন আর যখন হুঁশ ফিরে আসবে, তখন চোখ খুলে দেখবেন, আপনি কাফেলা হারিয়ে ফেলেছেন।

সাবধান থাকুন, কাফেলা যেন হারিয়ে না যায়!

হযরত মাহ্দির আবির্ভাবের লক্ষণসমূহ

হজের সময় মিনায় গণহত্যা

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ تُجَاذِبُ الْقَبَائِلُ وَتَغَادِرُ فَيَنْهَبُ الْحَاجُّ فَتَكُوْنُ مَلْحَمَةٌ بِمِنًى يَكْثُرُ فِيْهَا الْقَتْلُ وَتَسِيْلُ فِيْهَا الدِّمَاءُ حَتّٰى تَسِيْلَ دِمَائُهُمْ عَلٰى عَقَبَةِ الْجَمْرَةِ وَحَتّٰى يَهْرُبَ صَاحِبُهُمْ فَيَأْتِيْ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَيُبَايَعُ وَهُوَ كَارِهٌ يُقَالُ لَهٗ إِنْ أَبَيْتَ ضَرَبْنَا عُنُقَكَ يُبَايِعُهٗ مِثْلَ عِدَّةِ أَهْلِ بَدْرٍ يَرْضٰى عَنْهُمْ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ

হযরত আমর ইবনে শু'আইব-এর দাদা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যুলকা'দা মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে দ্বন্দ্ব ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ঘটনা ঘটবে। ফলে হজ পালনকারীরা লুণ্ঠিত হবে এবং মিনায় যুদ্ধ সংঘটিত হবে। সেখানে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটবে এবং রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। এমনকি তাদের রক্ত আকাবাতুল জামরার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাবে। অবশেষে তাদের নেতা (হযরত মাহ্দি) পালিয়ে রোকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যখানে চলে আসবে। তার অনীহা সত্ত্বেও মানুষ তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে। তাকে বলা হবে, আপনি যদি আমাদের থেকে বায়'আত নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে আমরা আপনার ঘাড় উড়িয়ে দেব। বদর যুদ্ধের সংখ্যার সমসংখ্যক মানুষ তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে। সেদিন যারা তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে।'[৭০]

মুস্তাদরাকেরই অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলেছেন, লোকেরা যখন পালিয়ে হযরত মাহ্দির কাছে আগমন করবে, তখন হযরত মাহ্দি কাবাকে জড়িয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবেন। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন) আমি যেন তাঁর অশ্রু দেখতে পাচ্ছি। মানুষ

---

৭০. *মুস্তাদরাকে হাকেম ৪ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৪৯*

হযরত মাহ্দিকে বলবে, আসুন, আমরা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করি। হযরত মাহ্দি বলবেন, আফসোস! তোমরা কত প্রতিশ্রুতিই-না ভঙ্গ করেছ! কত রক্তই-না ঝরিয়েছ! অবশেষে অনীহা সত্ত্বেও তিনি লোকদের থেকে বায়'আত নেবেন। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন) ওহে মানুষ! তোমরা যখন তাকে পাবে, তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে। কারণ, তিনি দুনিয়াতেও 'মাহ্দি', আসমানেও 'মাহ্দি'।

এই হাদীছে মিনায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটবে বলা হয়েছে। এত বড় একটি ঘটনা হঠাৎ ঘটে যাবে না। বরং ইসলামের শত্রুরা আগে থেকেই এর প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে।

হযরত মাহ্দির হাতে বায়'আত গ্রহণকারী মুসলমানের সংখ্যা হবে বদরি মুজাহিদগণের সংখ্যার সমান। অর্থাৎ– তিনশো তেরোজন।

ইমাম যুহ্রি বলেছেন, হযরত মাহ্দির আত্মপ্রকাশের বছর দুজন ঘোষক ঘোষণা করবে। একজন আকাশ থেকে, একজন পৃথিবী থেকে। আকাশের ঘোষক ঘোষণা করবে, লোকসকল! তোমাদের নেতা অমুক ব্যক্তি। আর পৃথিবীর ঘোষক ঘোষণা করবে, ওই ঘোষণাকারী মিথ্যা বলেছে। এক পর্যায়ে পৃথিবীর ঘোষণাকারী যুদ্ধ করবে। এমনকি গাছের ডাল-পাতা রক্তে লাল হয়ে যাবে। সেদিনকার বাহিনীটি সেই বাহিনী, যাকে 'জাইশুল বারাযি' তথা 'যিনওয়ালা বাহিনী' বলা হয়। তারা তাদের ঘোড়ার যিনগুলো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঢাল বানাবে। সেদিন যারা আকাশের ঘোষণায় সাড়া দেবে, তাদের মধ্য থেকে বদরি মুজাহিদগণের সংখ্যার সমসংখ্যক লোক, তথা তিনশো তেরোজন মুসলমান প্রাণে রক্ষা পাবে।

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, মদীনা অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হবে। তারা এসে আলে বাইতকে হত্যা করবে। ফলে মাহ্দি ও মুবায়্যাজ মদীনা থেকে পালিয়ে যাবে।'[৭১]

রমযান মাসে আওয়াজ আসবে

ফীরোয দায়লামি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো এক রমযানে একটি শব্দ আসবে।' সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রমযানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না, বরং রমযানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমযানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে।'

৭১. *মুনতাখাব কানযুল উম্মাল ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৩*

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের কারা সেদিন নিরাপদ থাকবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যারা নিজ-নিজ ঘরে অবস্থানরত থাকবে, সিজদায় লুটিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং উচ্চশব্দে আল্লাহু আকবার বলবে। পরে আরও একটি শব্দ আসবে। প্রথম শব্দটি হবে জিবরাইল-এর, দ্বিতীয়টি হবে শয়তানের।'

ঘটনার পরম্পরা এরূপ : শব্দ আসবে রমযানে। ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হবে শাওয়ালে। আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে যুলকা'দা মাসে। হাজী লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে যুলহিজ্জা মাসে। আর মুহাররমের শুরুটা আমার উম্মতের জন্য বিপদ। শেষটা মুক্তি। সেদিন মুসলমান যে-বাহনে চড়ে মুক্তি লাভ করবে, সেটি তার কাছে এক লাখ মূল্যের বিনোদন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ঘরের চেয়েও বেশি উত্তম বলে বিবেচিত হবে।'[৭২]

অপর এক বর্ণনায় আছে, '...সত্তর হাজার মানুষ ভয়ে পথ হারিয়ে ফেলবে। সত্তর হাজার অন্ধ হয়ে যাবে। সত্তর হাজার বোবা হয়ে যাবে এবং সত্তর হাজার বালিকার যৌনপর্দা ফেটে যাবে।'[৭৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'রমযানে আওয়াজ আসবে। যুলকা'দায় গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে আর জুলহিজ্জায় হাজী লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে।'[৭৪]

হযরত ইয়াযিদ ইবনে সানাদি বর্ণনা করেন, হযরত কা'ব (রাযি.) বলেছেন, 'মাহ্দির আত্মপ্রকাশের একটি লক্ষণ হলো, পশ্চিম দিক থেকে পতাকা আসবে। বনু কান্দার এক খোড়া লোক সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে। পশ্চিমারা যখন মিসর এসে পৌঁছুবে, সে-সময় শামের অধিবাসীদের জন্য মাটির তলদেশই উত্তম বলে বিবেচিত হবে।'[৭৫]

হযরত মাহ্দির আত্মপ্রকাশ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَكُوْنُ إِخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ فَيَأْتِيْ مَكَّةَ فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُوْنَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَيُجَهِّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ حَتّٰى إِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَيَأْتِيْهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ وَيَنْشَأُ رَجُلٌ بِالشَّامِ وَأَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيُجَهِّزُ

৭২. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ॥ খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩১০*
৭৩. *আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান*
৭৪. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ॥ খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩১০*
৭৫. *আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান*

إِلَيْهِ جَيْشًا فَيَهْزِمُهُمُ اللهُ فَتَكُونُ الدَّائِرَةُ عَلَيْهِمْ فَذَالِكَ يَوْمُ كَلْبٍ اَلْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كَلْبٍ فَيَسْتَفْتِحُ الْكُنُوزَ وَيَقْسِمُ الْأَمْوَالَ وَيُلْقِي الإِسْلَامَ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَيَعِيشُ بِذَالِكَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ قَالَ تِسْعَ سِنِينَ

হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, একজন খলীফার সাথে মতবিরোধ দেখা দেবে। তখন বনু হাশিমের একলোক মদীনা ত্যাগ করে মক্কা চলে আসবে (এই আশঙ্কায় যে, পাছে মানুষ আমাকে খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করে কিনা)। কিন্তু জনগণ তার ইচ্ছার বিপরীতে তাকে ঘর থেকে বের করে আনবে এবং রোকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে।

(এই বায়'আতের সংবাদ পেয়ে) তার বিরুদ্ধে শাম থেকে একটি বাহিনী প্রেরিত হবে। বায়দা নামক স্থানে এসে পৌঁছানোর পর এই বাহিনীটিকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর ইরাকের 'আসাইব' ও শামের 'আবদাল' তার নিকট আগমন করবে। তারপর শামের কাল্‌ব বংশের এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সেই ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে পরাস্ত করবেন, যার ফলে তাদের উপর বিপদ নেমে আসবে। এটিই হলো কাল্‌বের যুদ্ধ। যে-ব্যক্তি কাল্‌বের গনীমত থেকে বঞ্চিত হবে, সে ব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে। তারপর তিনি ধনভাণ্ডার খুলে দেবেন, মাল-দৌলত বণ্টন করবেন এবং ইসলামকে বিশ্বময় সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। এই অবস্থা অব্যাহত থাকবে সাত বছর কিংবা (বলেছেন) নয় বছর।[৭৬]

আবু দাউদের বর্ণনায় আরও আছে, 'তারপর তিনি (মাহ্‌দী) মৃত্যুবরণ করবেন এবং মানুষ তার জানাযা আদায় করবে।'

জনতা বনু হাশিমের যে-লোকটির হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে, তার নাম হবে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, যিনি 'মাহ্‌দি' উপাধিতে পরিচিতি লাভ করবেন।

তাবারানির অপর এক বর্ণনায় আছে, বায়'আত গ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা হবে বদরি মুজাহিদগণের সংখ্যার সমান। অর্থাৎ– তিনশো তেরোজন।[৭৭]

হাদীছে উল্লেখিত 'মদীনা' শব্দ দ্বারা যদি মদীনাতুন্নবী উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মৃত্যুবরণকারী খলীফা কোনো এক সৌদি শাসক হবেন, যার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্তি নিয়ে মতবিরোধ ঘটবে আর হযরত মাহ্‌দি মদীনা ছেড়ে মক্কা চলে আসবেন। অবশ্য 'মদীনা' দ্বারা সাধারণ কোনো নগরীও উদ্দেশ্য হতে পারে।

---

৭৬. আল-মু'জামুল আওসাত ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৫; মুসনাদে আবী ইয়া'লা ॥ হাদীছ নং ৬৯৪০; ইবনে হিব্বান ॥ হাদীছ নং ৬৭৫৭; আল-মু'জামুল কাবীর ॥ হাদীছ নং ৯৩১

৭৭. আল-মু'জামুল আওসাত ॥ খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৭৬

হযরত মাহ্‌দির বায়'আতের সংবাদ পাওয়ামাত্র একটি বাহিনী তার বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়বে। এর অর্থ হলো, কাফেররা হযরত মাহ্‌দির অপেক্ষায় থাকবে এবং গোয়েন্দামারফত হারাম শরীফের খবরাখবর সংগ্রহ করতে থাকবে।

এই হাদীছে শুধু এটুকু উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাহিনী প্রেরণকারী ব্যক্তিটি কাল্‌ব গোত্রের সদস্য হবে। এর ব্যাখ্যায় তুরবশ্‌তি (রহ.) বলেছেন, 'সুফিয়ানি যখন হযরত মাহ্‌দির সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হবে, তখন সে স্বীয় গোত্রের কাছে সাহায্য কামনা করবে।'

এর অর্থ হলো, সে-সময় বনু কাল্‌বও আরবের কোনো একটি রাষ্ট্র শাসন করবে এবং তারা ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকবে। তাবারানিরই অপর কয়েকটি বর্ণনায় এই ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'লোকটি কুরাইশ বংশোদ্ভূত হবে।' অপর কয়েকটি বর্ণনায় আছে, সে 'সুফিয়ানি' নামে পরিচিত হবে। আমরা পরে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

'বায়দা' নামে দুটি অঞ্চল আছে। একটি শামে, একটি উরদুনে (জর্ডান)। কিন্তু মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববি (রহ.) লিখেছেন, এখানে বায়দা দ্বারা উদ্দেশ্য মদীনার বায়দা, যেটি যুলহুলায়ফার সন্নিকটে অবস্থিত।

প্রথম বাহিনী বায়দায় ধসে যাওয়ার পর হযরত মাহ্‌দি মুজাহিদদের নিয়ে শামের দিকে এগিয়ে যাবেন। সেখানে অন্য এক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে পরাজিত করবেন। এই যুদ্ধকেই হাদীছে 'কাল্‌ব যুদ্ধ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই বাহিনীর নেতার উপাধি হবে 'সুফিয়ানি'। হযরত মাহ্‌দি ইসরাইলে তাবরিয়া হ্রদের সন্নিকটে তাকে হত্যা করবেন।[৭৮]

'আবদাল' আল্লাহর অলীদের একটি দল। পৃথিবীতে সব সময় মোট সত্তরজন 'আবদাল' থাকেন। চল্লিশজন থাকেন শামে আর অবশিষ্ট ত্রিশজন অন্যান্য রাষ্ট্রে। আল্লামা সুয়ূতি (রহ.) 'জামিউল জাওয়ামি' নামক গ্রন্থে হযরত আলী (রা.)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তা হলো, 'আবদালগণ এই যে মর্যাদা লাভ করেছেন, তা খুব নামায-রোযা করার কারণে পাননি। এসব ইবাদতের কারণে তাদেরকে অন্য লোকদের থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়নি। তারা এই মর্যাদা লাভ করেছেন হৃদয়ের প্রশস্ততা, আত্মার পবিত্রতা ও মুসলমানদের কল্যাণকামিতার বদৌলতে।'

'অপর এক হাদীছে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, যে-ব্যক্তির মাঝে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে, তাকে আবদালের দলভুক্ত গণ্য করা

---

৭৮. আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান

হবে। তা হলো, তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা, নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা ও আল্লাহর দীনের খাতিরে গর্জে ওঠা।'[৭৯]

'আসায়িব'ও আল্লাহর অলীদের একটি শ্রেণীর নাম।

সুফিয়ানি কে?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ حَدِّثِيْنِي عَنْ جَيْشِ الْخَسْفِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَخْرُجُ السُّفْيَانِيُّ بِالشَّامِ فَيَسِيْرُ إِلَى الْكُوْفَةِ فَيَبْعَثُ جَيْشًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَيُقَاتِلُوْنَ مَا شَاءَ اللهُ حَتَّى يَقْتُلَ الْحَبَلَ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ وَيَعُوْذُ عَائِذٌ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ أَوْ قَالَ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ بِالْحَرَمِ فَيَخْرُجُوْنَ إِلَيْهِ فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ غَيْرُ رَجُلٍ يُنْذِرُ النَّاسَ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কিবতিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও হাসান ইবনে আলী মুমিনজননী হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট গেলাম। হাসান বললেন, (হে উম্মুল মুমিনীন!) যে-বাহিনীটি ধসে যাবে, আপনি আমাকে তার সম্পর্কে বলুন। উম্মে সালামা বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, সুফিয়ানি শামে (বর্তমান যুগের জর্ডান, ফিলিস্তিন, ইসরাইল, সিরিয়া ও লেবানন) আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর সে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। সে-সময় মদীনা আক্রমণের জন্য সে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে। তারা আল্লাহপাকের ইচ্ছানুপাতে যুদ্ধ করবে। এমনকি গর্ভস্থিত সন্তানটিকে পর্যন্ত সে হত্যা করবে। (এই গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে) ফাতেমার কিংবা (বলেছেন) আলীর বংশের এক আশ্রয় গ্রহণকারী হারামে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তখন তাকে ধরার জন্য উক্ত বাহিনী তার কাছে ছুটে যাবে। বাহিনীটি বায়দা নামক স্থানে উপনীত হওয়ার পর তাদের ধসিয়ে দেওয়া হবে। শুধু সেই লোকটি রক্ষা পাবে, যে মানুষকে সতর্ক করে বেড়াবে।[৮০]

নু'আইম ইবনে হাম্মাদ 'আলফিতানে' একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত কা'ব (রাযি.) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ নারীর গর্ভধারণের মেয়াদের সমান সময় রাজত্ব করবেন। তিনি হলেন, আল-আযহার ইবনুল কালবিয়্যা কিংবা আয-যুহ্‌রি ইবনুল কালবিয়্যা, যে সুফিয়ানি নামে পরিচিত হবে। হযরত কা'ব (রাযি.) থেকে আরও একটি বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেছেন, সুফিয়ানির নাম হবে আবদুল্লাহ।[৮১]

---

৭৯. *মাযাহিরে হক জাদীদ ॥ খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৩, ৪৪*
৮০. *ঈলাল ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪২৫*
৮১. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৯*

'আল ফিতানে'রই অপর এক বর্ণনায় আছে, সুফিয়ানির আত্মপ্রকাশ ঘটবে শামের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত 'ইন্দর' নামক অঞ্চল থেকে।[৮২]

'ইন্দর' বর্তমানে দক্ষিণ ইসরাইলের আন-নাসেরা জেলার একটি পল্লী এলাকা। ১৯৪৮ সালের ২৪ মে ইসরাইল এলাকাটি দখল করে নিয়েছিল।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাজাহিরে হক জাদীদ-এ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত আলী (রাযি.) বলেছেন, সুফিয়ানি (যেলোক শেষ যুগে শামে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে) বংশগতভাবে খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান উমাবির বংশোদ্ভূত হবে। তার মাথা হবে বড় এবং মুখে শ্বেতরোগের দাগ থাকবে। এক চোখে একটি সাদা দাগ থাকবে। দামেশ্কের দিক থেকে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তার সহচরদের মধ্যে কাল্‌ব গোত্রের লোকদের সংখ্যাধিক্য থাকবে। মানুষের রক্ত ঝরানো তার বিশেষ অভ্যাসে পরিণত হবে। এমনকি গর্ভবতী মহিলাদের পেট কেটে উদরস্থ সন্তানদের পর্যন্ত হত্যা করবে। যখন সে হযরত মাহ্‌দির আত্মপ্রকাশের সংবাদ শুনবে, তখন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করবে।[৮৩]

এসব বর্ণনা ছাড়া আরও একাধিক বর্ণনা দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এই সুফিয়ানি হযরত মাহ্‌দির কিছু আগে থেকেই শামের কোনো এক অঞ্চলে অবস্থানরত থাকবে। ফয়জুল কাদীরে আছে, 'শুরুর দিকে সে খুব মুত্তাকী, পরহেজগার ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এমনকি শামের মসজিদগুলোতে তার নামে খুতবা পাঠ করা হবে। কিন্তু পরে যখন তার শক্তি ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়ে যাবে, তখন তার অন্তর থেকে ঈমান দূর হয়ে যাবে এবং সে অত্যাচার-অবিচার ও অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে।'[৮৪]

এর অর্থ হলো, লোকটিকে মুসলমানদের মাঝে মহান নেতা ও হিরো বানিয়ে উপস্থাপন করা হবে, যেমনটি ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো সব সময় করে থাকে। কোনো-কোনো বর্ণনায় আছে, সে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে পরাজিত করবে। তো হতে পারে, এটিও হবে একটি নাটক, যাতে মুসলিম বিশ্ব তাকে বিজেতা ও মহান নেতা হিসেবে বরণ করে নেয়।

কিন্তু পরে সে তার আসল রূপে আত্মপ্রকাশ করবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুটি বাহিনী প্রেরণ করবে। একটি মদীনা অভিমুখে, একটি পূর্বদিকে। এই বাহিনী মদীনায় তিন দিন লুটপাট করবে। তারপর মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। যখন বায়দা নামক স্থানে পৌছবে, তখন আল্লাহ জিবরাইলকে এই বাহিনীটিকে

---

৮২. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৮*
৮৩. *মাযাহিরে হক জাদীদ ॥ খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৩*
৮৪. *ফয়জুল কাদীর ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১২৮*

ধসিয়ে দিতে আদেশ করবেন। বাহিনীটি মাটিতে ধসে যাবে। অপর বাহিনী বাগদাদের দিকে যাবে। এই বাহিনীও ব্যাপক লুটপাট ও গণহত্যা চালাবে।[৮৫]

যেলোক তার বিরোধিতা করবে, তাকেই সে হত্যা করবে। এমনকি গর্ভবতী মহিলাদের পেট কেটে-কেটে গর্ভস্থিত সন্তানদেরও হত্যা করবে।[৮৬]

নু'আইম ইবনে হাম্মাদ-এর 'আলফিতানে'র কোনো-কোনো বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, সুফিয়ানি খোরাসান ও আরবের মুজাহিদদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করবে।

পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য

مُجَاهِدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ فُلَانٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّ الْمَهْدِيَّ لَا يَخْرُجُ حَتّٰى تُقْتَلَ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ فَإِذَا قُتِلَتِ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ غَضِبَ عَلَيْهِمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَأَتَى النَّاسُ الْمَهْدِيَّ فَزَفُّوْهُ كَمَا تُزَفُّ الْعَرُوْسُ إِلٰى زَوْجِهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا وَهُوَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرَهَا وَتَنْعَمُ أُمَّتِيْ فِيْ وِلَايَتِهِ نَعْمَةً لَمْ تَنْعَمْهَا قَطُّ

মুজাহিদ বলেন, আল্লাহর রাসূলের এক সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেছেন, মাহ্‌দি ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করবে না, যতক্ষণ-না পবিত্র আত্মাকে হত্যা করা হবে। তখন যারা আকাশে আছে ও যারা পৃথিবীতে আছে, সবাই তাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠবে। ফলে মানুষ মাহ্‌দির নিকট আসবে। তারা তাকে এমনভাবে বরণ করে নেবে, যেমনটি বাসর রাতে নববধূকে তার বরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সুবিচার দ্বারা পৃথিবীকে ভরে দেবেন। মাটি তার শস্যাদি বের করে দেবে এবং আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তার শাসনামলে আমার উম্মত এত নেয়ামতের অধিকারী হবে, যা অতীতে কোনোদিন হয়নি।[৮৭]

পবিত্র আত্মাকে শহীদ করা হবে। আল্লাহর নিকট তিনি এত প্রিয় হবেন যে, তার শাহাদাতে আসমান ও জমিনের সকল অধিবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। ঈমানদারদের নিকট তিনি খুবই গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হবেন।

এই বর্ণনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে-সময়কার মুমিনদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন যে, যত বড় মহান ব্যক্তিত্বকেই শহীদ করা হোক-না-কেন, তার কারণে তোমরা আপন মিশন পরিত্যাগ করবে না। বরং গন্তব্যপানে এগুতে থাকবে। কারণ, বড় কিছু অর্জন করতে হলে কুরবানিও বড় দিতে হয় এবং সেই মিশনের জন্য জগতের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ দেহের রক্ত পর্যন্ত

---

৮৫. তাফসীরে কুরতুবি ॥ খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩১৫
৮৬. মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৬৫
৮৭. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ॥ খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫১৪

ঝরাতে হয়। এর জন্য আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দাঁত মোবারক পর্যন্ত শহীদ করিয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় নাতীকে এই পথে কুরবান হতে হয়েছিল।

মুজাহিদদেরকে সব সময় মনে রাখতে হবে, যত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বই আপনার থেকে বিদায় গ্রহণ করুন-না কেন, অতি তাড়াতাড়ি আপনাকেও তাদের কাছে চলে যেতে হবে। তারপর আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত ও হূরদের আসর আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য কতই-না আনন্দময় ও মধুর হবে। কাজেই কেউ বিদায় নিয়ে চলে গেলে তার জন্য মনঃক্ষুন্ন না হয়ে আপনাকে আপনার গতিতে আপন মিশন চালিয়ে যেতে হবে। তবে দু'আ করতে হবে, হে আল্লাহ! আপনি আপনার শত্রুদেরকে আপনার বন্ধুদের নিয়ে হাসবার সুযোগ দেবেন না।

নবীজি (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও মুসলমানদের কর্তব্য

মিসরের রাজা স্বপ্ন দেখলেন আর হযরত ইউসুফ (আ.) তার ব্যাখ্যা দিলেন, তোমরা সাত বছর দুর্ভিক্ষের কবলে থাকবে। ব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি সেই দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার পন্থা-পরিকল্পনাও বলে দিলেন। মিসররাজা সে মোতাবেক কাজ করে আপন প্রজাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

এই উম্মতের মহান নেতা মোহাম্মদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশো বছর আগে সংবাদ দিয়ে গেছেন, দেখো, অমুক-অমুক মুসলিম রাষ্ট্রের উপর এই-এই বিপদ বয়ে যাবে। কাজেই তোমরা আগে থেকেই পরিকল্পনা ঠিক করে রাখো। কিন্তু মুসলমান তাদের নবীর কথায় কোনোই কর্ণপাত করছে না। এবং বিষয়টি তাকদীরের লিখন মনে করে গাফলতের ঘুম ঘুমিয়ে আছে। অথচ আজ যদি পশ্চিমা মিডিয়া ঘোষণা করে যে, অমুক দেশে সুনামি হতে যাচ্ছে কিংবা অমুক শহর ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাবে, ফলে মানুষ যেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শহর ত্যাগ করে অন্যত্র সরে যায়, তখন আপনি চব্বিশ ঘণ্টা পর সেখানে একটি কুকুরও খুঁজে পাবেন না। তখন মানুষ মৃত্যু থেকে এমনভাবে পলায়ন করবে, যেন অবধারিত মৃত্যুকেও এড়ানো সম্ভব।

কিন্তু এর কারণ কী যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী শোনার পরও মুসলমানদের মাঝে কোনো জাগরণ সৃষ্টি হচ্ছে না?

মহাযুদ্ধে মুসলমানদের হেডকোয়ার্টার

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرٰى بِالْغُوْطَةِ إِلٰى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ

হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহাযুদ্ধের সময় মুসলমানদের তাঁবু (ফিল্ড হেডকোয়ার্টার) হবে শামের সর্বোন্নত নগরী দামেশ্‌কের সন্নিকস্থ আলগুতা নামক স্থানে।'[৮৮]

আলগুতা শামের রাজধানী দামেশ্‌ক থেকে পূর্বে প্রায় সাড়ে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি অঞ্চল। এখানকার মওসুম সাধারণত উষ্ণ থাকে। তাপমাত্রা জুলাইয়ে সর্বনিম্ন ১৬.৫ এবং সর্বোচ্চ ৪০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। জানুয়ারিতে থাকে সর্বনিম্ন ৯.৩ ডিগ্রি আর সর্বোচ্চ ১৬.৫ ডিগ্রি। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ও গাছ ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত মাহ্‌দির নেতৃত্বে অনুষ্ঠেয় যুদ্ধসমূহ

হযরত মাহ্‌দির আমলে অনুষ্ঠেয় বিগ্রহ সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, সে-সময় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। অর্থাৎ– সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত লড়াই অনুষ্ঠিত হবে, যাতে উভয় পক্ষই ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ-না তার সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হবে। সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কোনো পক্ষ পিছপা হবে না। কাজেই এ মহাযুদ্ধ হবে বড়-বড় কয়েকটি যুদ্ধের সমষ্টি। তা ছাড়া এই যুদ্ধ শুধু হযরত মাহ্‌দির অঞ্চল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং এই যুদ্ধ একই সময়ে একাধিক অঙ্গনে লড়া হবে। তার মধ্যে একটি অঙ্গন হবে সেটি, যাতে হযরত মাহ্‌দি স্বয়ং সেনাপতিত্ব করবেন। অপর বড় রণাঙ্গনটি হবে ফিলিস্তিন। তৃতীয়টি হবে ইরাক, যাকে হাদীছে 'ফোরাত তীরের যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আরেক বৃহৎ রণাঙ্গনটি হবে ভারত উপমহাদেশ। এ ছাড়াও আরও একাধিক ছোট-ছোট রণাঙ্গন তৈরি হতে পারে।

তবে সব কটি যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দামেশ্‌কের সন্নিকস্থ আলগুতা নামক স্থানে হযরত মাহ্‌দির হাতে থাকবে। প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রের কমান্ডারের সঙ্গে হযরত মাহ্‌দির সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকবে। যারা সামরিক বিষয়াদির উপর দৃষ্টি রাখেন, তারা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবেন। কারণ, আজও মুজাহিদরা শত্রুর সঙ্গে এভাবেই লড়াই করছে। কেন্দ্রীয় কমান্ড কোনো এক স্থানে অবস্থিত আর তার অধীনে মুজাহিদরা শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ-অভিযান পরিচালনা করছে। এ বিষয়টিকে মাথায় রেখেই সামনের হাদীছগুলো অধ্যয়ন করতে হবে।

তা ছাড়া আরও একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যেসব যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়ার সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও মাত্র কয়েকটি শব্দে পুরো ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন, কখনও খানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে, আবার কখনওবা খুব

৮৮. সুনানে আবী দাউদ ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১১১; মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৩২; আল-মুগনী ॥ খণ্ড :৯, পৃষ্ঠা : ১৬৯

বিস্তারিতভাবে। এ-কারণে কোনো-কোনো সময় ঘটনার বিন্যাসে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। অথচ বাস্তবে কোনো বিরোধ নেই।

রোমানদের সঙ্গে সন্ধি ও যুদ্ধ

عَنْ ذِی مِخْبَرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا اٰمِنًا فَتَغْزُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَّرَائِكُمْ فَتُنْصَرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلَمُوْنَ ثُمَّ تَرْجِعُوْنَ حَتّٰی تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِی تُلُوْلٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ اَلصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدُقُّهُ' فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ

হযরত যু-মিখ্‌বার (রাযি.) (সম্রাট নাজ্জাশীর ভ্রাতুষ্পুত্র) থেকে বর্ণিত, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'অদূর ভবিষ্যতে তোমরা রোমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করবে। পরে তোমরা ও তারা মিলে তোমাদের পেছন দিককার একটি শত্রুগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। সেই যুদ্ধে তোমরা জয়ী হবে, গনীমত অর্জন করবে এবং নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশেষে তোমরা ফিরে এসে একটি উঁচু সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ডে অবস্থান গ্রহণ করবে। তখন এক খ্রিস্টান ব্যক্তি ক্রুশ উঁচিয়ে ধরে বলবে, ক্রুশ জয়ী হয়ে গেছে। ফলে মুসলমানদের এক ব্যক্তি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রুশটিকে ভেঙে ফেলবে। এই ঘটনার সূত্র ধরে রোমানরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।'[৮৯]

সহীহ ইবনে হিব্বান ও মুস্তাদ্‌রাকে অতিরিক্ত একথাটিও আছে যে, 'তখন রোমানরা তাদের রাজাকে বলবে, আরববাসীদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আমরাই যথেষ্ট। ফলে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং তারা আশিটি পতাকার তলে সমবেত হবে। আর প্রতিটি পতাকার তলে বারো হাজার করে সৈন্য থাকবে।'

'উঁচু সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ড' 'মারাজিন যী তালুলিন' এর তরজমা। কারণ, আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আউনুল মা'বুদ' এ 'মারাজুন' এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'সবুজ-শ্যামল ভূমি' আর 'যী তালুলিন' এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'উঁচু জায়গা'। এখানে শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে যদি 'মারাজুন' দ্বারা জায়গার নাম বোঝানো হয়, তাহলে দ্বিধায় পড়ে যাওয়া ব্যতীত কোনো উপায় থাকবে না। কারণ, 'মারাজ' নামে একাধিক জায়গা রয়েছে। শুধু লেবাননেই আছে তিনটি।

৮৯. মিশকাত ॥ বাবুল মালাহিম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই যুদ্ধের উল্লেখ হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণিত বিশদ হাদীছটিতেও এসেছে। তাতে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, এই যুদ্ধও হযরত মাহ্‌দির আমলেই সংঘটিত হবে। রোমান রাজা হযরত মাহ্‌দিরই সঙ্গে এই শান্তিচুক্তিটি সম্পাদিত করবেন। কাজেই এই হাদীছকে হযরত মাহ্‌দির আবির্ভাবের আগের অন্য কোনো যুদ্ধের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাঁড়া করানো ঠিক নয়।

মুসলমান ও রোমানরা সন্ধি করবে। এখনও এ-বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে, খ্রিস্টানদের কোন-কোন দেশ এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে একটি বিষয় সুবিদিত যে, বেশির ভাগ খ্রিস্টান রাষ্ট্রের সরকার যদিও বর্তমানে ইহুদিদের সঙ্গে আছে, তথা মার্কিন জোটের অন্তর্ভুক্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে; কিন্তু সমস্ত রোমান ক্যাথলিক জনসাধারণ এ-ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে নেই। এটিই সেই শ্রেণী, যারা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করবে।

তারপর মুসলমান ও রোমানরা মিলে মুসলমানদের পেছন দিককার একটি শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করবে। নু'আইম ইবনে হাম্মাদ (রহ.) তাঁর রচিত কিতাব 'আল-ফিতানে' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে তিনি 'পেছন দিককার শত্রুপক্ষ' কথাটির বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন যে, তোমাদের পেছন দিককার মানে কুস্তুন্তুনিয়ার (বর্তমান নাম কনস্টানটিনোপল) পেছন দিককার শত্রু।[৯০]

আপনি যদি বিশ্বমানচিত্রে আরব ও ইটালিকে (রোম) সম্মুখে রাখেন, তাহলে উভয় দেশের পেছন দিক মোটামুটি আমেরিকা-ই হয়।

মুসলমান ও রোমানরা মিলে যে-যুদ্ধটি লড়বে, সেটি কোথায় সংঘটিত হবে? এ-ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য নয় যে, যুদ্ধটা শত্রুর ভূখণ্ডেই হতে হবে। বরং সেই সময়কার যে-চিত্র বিভিন্ন হাদীছে অঙ্কিত হয়েছে, তাতে এই প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে যে, পেছন দিককার শত্রুগোষ্ঠী উক্ত ভূখণ্ডে আগে থেকেই বিদ্যমান থাকবে।

মহাযুদ্ধে নয় লাখ ষাট হাজার রোমান (পশ্চিমা সেনা) অংশগ্রহণ করবে।

আ'মাক যুদ্ধ ও তার ফযিলত

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না রোমানরা আ'মাক কিংবা দাবেকে পৌঁছে যাবে। তখন একটি সেনাদল মদীনা থেকে তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হবে, যারা হবে সে-সময়কার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। উভয়পক্ষ যখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন রোমানরা বলবে, আমাদের ও যারা আমাদের সেনাদেরকে বন্দি করেছে, তাদের মাঝে পথ ছেড়ে

৯০. আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩৮

দাও। আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। উত্তরে মুসলমানরা বলবে, না, আল্লাহর শপথ, আমরা তোমাদের ও আমাদের ভাইদের মাঝে পথ ছাড়ব না যে, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। অবশেষে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য পালিয়ে যাবে। আল্লাহ কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না। এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে। তারা আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ শহীদ বলে পরিগণিত হবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ বিজয় অর্জন করবে। এরা ভবিষ্যতের সব ধরনের ফেতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তারা কুস্তুন্তুনিয়া জয় করবে। যুদ্ধশেষে তারা তাদের তরবারিগুলো যয়তুন গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে গনীমত বণ্টনে আত্মনিয়োগ করবে। এমন সময় শয়তান তাদের মাঝে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দেবে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল তোমাদের পরিজনের মাঝে ঢুকে পড়েছে। এই ঘোষণা শুনে তারা বেরিয়ে পড়বে। অথচ, ঘোষণাটি মিথ্যা। কিন্তু যখন তারা শাম এসে পৌঁছুবে, তখন দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে যাবে। তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধ হতে শুরু করবে। এই অবস্থায় নামায (ফজর) দাঁড়িয়ে যাবে। এ-সময়ে ঈসা ইবনে মারয়াম নেমে আসবেন এবং নামাযে তাদের ইমামত করবেন। আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) যখন তাঁকে দেখবে, সঙ্গে-সঙ্গে সে গলে যাবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। ঈসা যদি তাকে ছেড়েও দিত, তবু সে গলে যেত। কিন্তু আল্লাহ তার হাতে তাকে হত্যা করবেন। শেষে ঈসা জনতাকে তার রক্ত দেখাবে, যা তাঁর বর্শায় লেগে থাকবে।'[৯১]

আ'মাক ও দাবেক শামের হাল্‌ব নগরীর সন্নিকস্থ দুটি জায়গার নাম। দাবেক হালবের উত্তরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে তুরস্ক সীমান্তের কাছাকাছি ছোট্ট একটি গ্রাম। তুরস্কের সীমান্ত এখানে থেকে প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে। তার কাছাকাছি বড় জনবসতিটির নাম আযায। আর আ'মাকের অবস্থানও দাবেকেরই কাছাকাছি।

দাবেকের প্রস্থ উত্তরে-দক্ষিণে ৩৬৩১ মিটার আর দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে ৩৭১৬ মিটার। জুলাই মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে ৪০.৪ আর সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর জানুয়ারিতে থাকে সর্বনিম্ন ০.৪ ও সর্বোচ্চ ৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই অঞ্চলের উচ্চতা পঞ্চাশ মিটারেরও কম।

কাফেররা তাদের বন্দিদের মুক্তির দাবি জানাবে। এখানে বন্দি দ্বারা কোন বন্দি উদ্দেশ্য? এরা কি সেই মুসলমান বন্দি, যাদেরকে কাফেররা গ্রেফতার করেছিল এবং পরে মুসলমানরা তাদেরকে কাফেরদের হাত থেকে ছাড়িয়ে এনেছে? নাকি এরা সেই কাফের বন্দি, যাদেরকে মুসলমানরা গ্রেফতার করে

৯১. সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২২১; ইবনে হিব্বান ॥ খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ২২৪

এনেছে এবং কাফেররা তাদের মুক্তি দাবি করবে এবং শুধু সেই মুজাহিদদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে, যারা তাদের তোমাদেরকে আটক করে এনেছে?

মুহাদ্দিছগণের মতে এখানে উভয়টিই হতে পারে। তবে অধিকাংশের মতে এখানে প্রথমটি উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে ইমাম নববি (রহ.) একসঙ্গে উভয়টিই হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সে যা-ই হোক, মুসলমানদের নেতা উক্ত মুসলমানদেরকে কাফেরদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানাবেন। কারণ, কোনো মুসলমানকে কাফেরের হাতে তুলে দেওয়া জায়েয নয়। সম্ভবত তখনও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা অভিমত ব্যক্ত করবে, গুটিকতক লোকের কারণে সবার জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।

উল্লেখিত হাদীছে আছে মুসলমানরা 'মদীনা' থেকে অভিযানে রওনা হবে। এখানে 'মদীনা' দ্বারা উদ্দেশ্য মদীনা শরীফও হতে পারে। যদি তার শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার দ্বারা শামের নগরী দামেশ্‌কও হতে পারে। কারণ, মহাযুদ্ধের সময় মুসলমানদের হেডকোয়ার্টার দামেশ্‌কের সন্নিকটস্থ আলগুতায় অবস্থিত থাকবে।

নু'আইম ইবনে হাম্মাদ 'আলফিতানে' এই যুদ্ধবিষয়ক দীর্ঘ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যার একটি অংশ হলো, 'রোমানরা চুক্তিভঙ্গের পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমুদ্রপথে এসে শামের (সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন, ইসরাইল ও লেবানন) সমুদ্র ও স্থল অঞ্চল দখর করে নেবে। শুধু দামেশ্‌ক ও মু'তাক রক্ষা পাবে। তারা বাইতুল মুকাদ্দাসকেও ধ্বংস করে ফেলবে।'

বর্ণনাকারী বলেন, এতটুকু শোনার পর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, দামেশ্‌কে কতজন মুসলমান আসতে পারবে? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, দামেশ্‌ক প্রতিজন আগত মুসলমানের জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে, যেমন মায়ের গর্ভ (সময়ের সঙ্গে তাল রেখে) সন্তানের জন্য প্রশস্ত হয়ে যায়।' তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আর এই 'মু'তাক' জিনিসটা কী? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'শামে একটি পাহাড় আছে, যেটি অর্নাত নদীর কূলে অবস্থিত। সে-সময় মুসলমানদের পরিবার-পরিজন 'মু'তাক'-এর উপর থাকবে আর মুসলমানরা থাকবে অর্নাত নদীর কূলে।'[৯২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অধ্যয়ন করার পর যদি শাম ও লেবাননের মানচিত্র দেখা হয়, তাহলে ঘুমন্ত মুসলমানদের সজাগ

৯২. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৮*

না হয়ে উপায় নেই। শামের বর্তমান পরিস্থিতি হলো, তার একদিকে ইরাক, যেটি কাফেরদের জোটবাহিনী দখল করে আছে। পশ্চিমে লেবানন, যেখান থেকে সিরীয় বাহিনীর প্রত্যাহারের পর তারাবলিস (ত্রিপোলি) থেকে নিয়ে গোলান মালভূমি পর্যন্ত উক্ত বাহিনীর দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। হেম্‌সের সন্নিকটস্থ অর্নাত নদীটি লেবাননের সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটারের দূরত্বে অবস্থিত। দামেশ্‌ক থেকে মু'তাক তথা হেম্‌স নগরীর পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত লেবানন পর্বত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ تَعَالٰى شُهَدَاءُ الْبَحْرِ وَشُهَدَاءُ أَعْمَاقِ أَنْطَاكِيَةَ وَشُهَدَاءُ الدَّجَّالِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেছেন, 'সমুদ্রের শহীদান, আন্তাকিয়ার আ'মাকের শহীদান ও দাজ্জালের শহীদান হলো মহান আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠতম শহীদ।'[৯৩]

এসব যুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে এক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, উক্ত যুদ্ধে যে এক-তৃতীয়াংশ লোক শহীদ হবে, তাদের এক-একজন বদরি শহীদদের দশজনের সমান হবে। বদরের শহীদদের একজন সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করবে। পক্ষান্তরে এই ভয়াবহ যুদ্ধগুলোর একজন শহীদ সাতশো ব্যক্তির সুপারিশের অধিকার লাভ করবে।'[৯৪]

তবে মনে রাখতে হবে, এটি একটি শানগত মর্যাদা। অন্যথায় মোটের উপর বদরি শহীদদের মর্যাদা ইতিহাসের সকল শহীদের মাঝে সবচেয়ে উঁচু।

আত্মঘাতী লড়াই

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেছেন, এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যখন উত্তরাধিকারও বণ্টিত হবে না, গনীমতের জন্য আনন্দও করা হবে না।' তারপর তিনি শামের দিকে আঙুল তুলে এর ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। বললেন, 'শামের ইসলামপন্থীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ইসলামপন্থীরাও তাদের মোকাবেলায় প্রস্তুত হয়ে যাবে।'

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রোমের কথা বলতে চাচ্ছেন? ইবনে মাসউদ (রাযি.) বললেন, 'হ্যাঁ, সেই যুদ্ধটি হবে খুবই ঘোরতর। মুসলমানরা জীবনের বাজি লাগাবে। তারা প্রত্যয় নেবে, বিজয় অর্জন না করে ফিরব না। উভয়পক্ষ লড়াই করবে। এমনকি যখন রাত উভয়ের মাঝে আড়াল

৯৩. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৩*
৯৪. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৯*

তৈরি করবে, তখন উভয়পক্ষ আপন-আপন শিবিরে ফিরে যাবে। কোনো পক্ষই জয়ী হবে না। এভাবে একদল আত্মঘাতী জানবাজ শেষ হয়ে যাবে।

তারপর আরেকদল মুসলমান মৃত্যুর শপথ নেবে যে, হয় বিজয় অর্জন করব, নয়ত জীবন দিয়ে দেব। উভয় পক্ষ যুদ্ধ করবে। রাত তাদের মাঝে আড়াল তৈরি করলে চূড়ান্ত কোনো ফলাফল ছাড়াই উভয়পক্ষ আপন-আপন শিবিরে ফিরে যাবে। এভাবে মুজাহিদদের এই জানবাজ দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

তারপর আরেকদল মুসলমান শপথ নেবে, হয় জয় ছিনিয়ে আনব, নতুবা জীবন দিয়ে দেব। তারা যুদ্ধ করবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। রাত নেমে এলে উভয় পক্ষই জয় না নিয়ে শিবিরে ফিরে যাবে। এই জানবাজ দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

চতুর্থ দিন অবশিষ্ট মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যাবে। এবার আল্লাহ শত্রুপক্ষের জন্য পরাজয় অবধারিত করবেন। মুসলমানরা ঘোরতর যুদ্ধ করবে – এমন যুদ্ধ, যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে, মৃতদের পাশ দিয়ে পাখিরা উড়বার চেষ্টা করবে; কিন্তু (মরদেহগুলো এত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে কিংবা লাশগুলো এত দুর্গন্ধ হয়ে যাবে যে) পাখিগুলো মরে-মরে পড়ে যাবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের পরিজন তাদের গণনা করবে। কিন্তু শতকরা একজন ব্যতীত কাউকে জীবিত পাবে না। এমতাবস্থায় গনীমত বণ্টনে কোনো আনন্দ থাকবে কি? এমতাবস্থায় উত্তরাধিকার বণ্টনের কোনো সার্থকতা থাকবে কি?

পরিস্থিতি যখন এই দাঁড়াবে, ঠিক তখন মানুষ আরও একটি যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে, যা হবে এটির চেয়েও ভয়াবহ। কে একজন চিৎকার করে-করে সংবাদ ছড়িয়ে দেবে যে, দাজ্জাল এসে পড়েছে এবং তোমাদের ঘরে-ঘরে ঢুকে তোমাদের পরিবার-পরিজনকে ফেতনায় নিপতিত করার চেষ্টা করছে। শুনে মুসলমানরা হাতের জিনিসপত্র সব ফেলে দিয়ে ছুটে যাবে। দাজ্জাল আগমনের সংবাদের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তারা আগে দশজন অশ্বারোহী প্রেরণ করবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি এই দশ ব্যক্তির নাম, তাদের পিতাদের নাম, তাদের ঘোড়াগুলোর কোনটির কী রং সব জানি। সে যুগে ভূপৃষ্ঠে যত অশ্বারোহী সৈনিক থাকবে, তারা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক।[৯৫]

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, এই যুদ্ধের প্রথম তিন দিন পরিপূর্ণ আত্মঘাতী অভিযানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে। আরও জানা যাচ্ছে, কাফেরদের বাহিনী যখন শামের মুসলমানদের মোকাবেলায় আসবে, সে-সময়

৯৫. সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২২৩; মুসতাদরাকে হাকেম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫২৩; মুসনাদে আবী ইয়া'লা ॥ খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৫৯

আমেরিকা ও জোটবাহিনীর যেসব সৈন্য পূর্ব থেকে আরবে অবস্থানরত থাকবে, তাদের মূল লক্ষ্য হবে ফিলিস্তিন ও সমগ্র আরব বিশ্ব থেকে ইসরাইলবিরোধী শক্তিগুলোকে নিঃশেষ করে দেওয়া, যাতে মসজিদে আকসাকে শহীদ করে তারা 'হাইকেলে সুলাইমানি' নির্মাণ করতে পারে।

যুদ্ধগুলো কি শুধু তরবারি দ্বারাই লড়া হবে?

এই হাদীছে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুধু দিনে লড়া হবে। রাতে কোনো যুদ্ধ হবে না। তার অর্থ কি এই যে, এসব যুদ্ধ পুরনো রীতিতে শুধু তির-তরবারি দ্বারা লড়া হবে? রাতে যুদ্ধ না হওয়ার কারণ এছাড়া আর কী হতে পারে?

মানুষ মনে করে, হযরত মাহ্দির আমলে আধুনিক প্রযুক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং যুদ্ধ তির-তরবারি দ্বারা লড়া হবে। সম্ভবত এই ধারণার উদ্ভব ঘটেছে হাদীছে ব্যবহৃত 'সাইফুন' শব্দ থেকে। 'সাইফুন' অর্থ তরবারি। কিন্তু শুধু একে দলিল বানিয়ে নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, হযরত মাহ্দির যুগে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ হবে। কেননা, 'সাইফুন' শব্দটি শুধু 'অস্ত্র' অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তা ছাড়া সে যুগে যুদ্ধ তির-তরবারি দ্বারা সংঘটিত না হয়ে আধুনিক মারণাস্ত্র দ্বারা হওয়ার পক্ষে অনেক আভাস-ইঙ্গিতও হাদীছে বিদ্যমান রয়েছে।

যেমন–

কয়েকটি হাদীছে বলা হয়েছে, হযরত মাহ্দির যুগের যুদ্ধগুলোতে প্রাণহানির সংখ্যা অনেক বেশি হবে। আরও বলা হয়েছে, যুদ্ধগুলো এত ঘোরতর ও ভয়াবহ হবে, যেমনটি ইতিপূর্বে কখনও হয়নি।

যে-হাদীছে দাজ্জালের বাহনের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, দাজ্জালের গাধা হবে খুব দ্রুতগামী। এই বক্তব্য প্রমাণ করে, হাদীছে গাধা দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো প্রাণী বোঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা বাহন বোঝানো হয়েছে, য তীব্র গতিসম্পন্ন হবে।

হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণিত বিস্তারিত হাদীছটিতে আছে, আ'মাক যুদ্ধে আল্লাহ কাফেরদের উপর ফোরাতের কূল থেকে খোরাসানি ধনুকের সাহায্যে তির বর্ষণ করবেন। অথচ, আ'মাক থেকে ফোরাতের নিকটতম তীরের দূরত্ব পঁচাত্তর কিলোমিটার। এই বক্তব্যেও ইঙ্গিত রয়েছে, এখানে ধনুক দ্বারা উদ্দেশ্য তোপ হতে পারে। এছাড়া আরও অনেক ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে, অন্তত দাজ্জালের ধ্বংসযজ্ঞ বিস্তৃত হওয়া পর্যন্ত আধুনিক যুদ্ধকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হবে না। বাকি আল্লাহ ভালো জানেন।

এখন প্রশ্ন রয়ে গেল, সে-সময় যদি বর্তমান প্রযুক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহলে রাতে যুদ্ধ না হওয়ার কারণ কী? উত্তর হলো, হতে পারে, সেই সময়কার পরিস্থিতিই এমন হবে যে, রাতে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। হয়তবা

তখন রাতে চলাচল করা কোনো কারণে অসম্ভব হবে, যার ফলে সকল অভিযান দিনেই পরিচালিত করতে হবে। হতে পারে, কাফেররা যদি রাতে ঠিকানা থেকে বের হয়, তাহলে মুজাহিদরা ওঁৎ পেতে তাদের গ্রেফতার করে ফেলবে বা কমান্ডো আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করে ফেলবে। এই ভয়ে তারা রাতে ছাউনি থেকে বেরই হবে না। এর বিপরীতে দিনের বেলা এমনটি সম্ভব হবে না। তা ছাড়া শত্রুরা ক্যাম্প থেকে সাধারণত দিনের বেলায়ই বের হয়ে থাকে।

এমনটি সাধারণত সেসব যুদ্ধে হয়ে থাকে, যেগুলো শহরাঞ্চলে লড়া হয়। যেমনটি বর্তমানে আমরা আত্মঘাতী হামলার আদলে ফিলিস্তিন ও ইরাকে দেখতে পাচ্ছি যে, মুজাহিদরা সাধারণত দিনের বেলায়ই অভিযান পরিচালনা করে। বর্তমান যুগে বিশ্বে চলমান কুফর ও ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধগুলোতে শত্রুর বিদ্যমান পরিস্থিতিটা হলো এই যে, যুদ্ধ তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। এ-যুগে যুদ্ধ ইসলামবিরোধীদের হাতে নেই যে, যুদ্ধ কখন ও কোন স্থানে লড়তে হবে। বিষয়টি এখন মুজাহিদদের হাতে। তারা যখন ও যেখানে যুদ্ধের সূচনা করতে চায়, সেখানেই অভিযান শুরু করে দেয় এবং পরক্ষণেই অন্য কোনো অঞ্চলে চলে যায়।

হযরত মাহ্দির আমলে সংঘটিতব্য যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সেসব যুদ্ধের মুসলমানদের শক্তিকে সামনে রেখে যদি সেই সময়কার বাস্তব চিত্রকে আধুনিক সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে বাস্তবতা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে যায়।

সারকথা হলো, যুদ্ধ তরবারি দ্বারাই সংঘটিত হবে মর্মে নিজের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করা এবং এই সিদ্ধান্তকে হাদীছ হিসেবে বর্ণনা করা ঠিক নয়। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যুদ্ধ তির-তরবারি দ্বারাই সংঘটিত হতো। এমতাবস্থায় যদি তিনি এমন কোনো সরঞ্জামের কথা উল্লেখ করতেন, যাকে সেযুগে বোঝা সম্ভব ছিল না, তাহলে মানুষের মস্তিষ্ক প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সরে যেত এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিলে, মানুষ সেটি যথাযথভাবে বুঝতে ব্যর্থ হতো।

হাদীছে বলা হয়েছে, তিন দিনের ফলাফলহীন যুদ্ধের পর চতুর্থ দিন এমন লড়াই সংঘটিত হবে, যেমনটি অতীতে কোনোদিন কেউ দেখেনি। এর অর্থ কী? হতে পারে, এদিনের যুদ্ধে নতুন ধরনের এমন কোনো অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, যা এর আগে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। প্রাণহানির আধিক্যের তথ্যটিও এদিকেই ইঙ্গিত করছে যে, এমন এমন অস্ত্র ব্যবহারের ফলে বহু মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটবে।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর মুজাহিদরা দুটি সংবাদ শুনতে পাবে। প্রথম সংবাদটি হবে আরও একটি ঘোরতর যুদ্ধের। দ্বিতীয়টি হবে দাজ্জালের আবির্ভাবের। এই বর্ণনাদৃষ্টে বাহ্যত প্রতীয়মান হচ্ছে, দাজ্জাল এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বেরিয়ে আসবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা, মুসলিম

শরীফের এক বর্ণনায় – যেটি এই বইয়ে পরে উল্লেখিত হয়েছে – এবং আরও একাধিক বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের ঘটনা রোম তথা ভ্যাটিকান সিটির জয়ের পর ঘটবে। উল্লিখিত হাদীছে বিষয়টি অস্পষ্ট, যার ব্যাখ্যা হলো, প্রথম সংবাদটি হবে একটি ভয়াবহ যুদ্ধবিষয়ক। এটি সেই যুদ্ধও হতে পারে, যেটি কুস্তুন্তুনিয়া জয়ের জন্য লড়া হবে।

এই হাদীছে বলা হয়েছে, মুসলমানরা যখন দাজ্জালের সংবাদ শুনবে, তখন তাদের হাতে কিছু মালে গনীমত থাকবে। তারা সেগুলো ফেলে দেবে। এ-বিজয় সম্পর্কে নু'আইম ইবনে হাম্মাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যাতে বলা হয়েছে, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে-সময়ে তোমাদের যারা সেখানে উপস্থিত থাকবে, তারা যেন সঙ্গে থাকা কোনো সম্পদ ছুড়ে না ফেলে। কারণ, তারপরে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হবে, এসব সম্পদ ও সরঞ্জাম সেগুলোতে তোমাদেরকে শক্তি জোগাবে।'[৯৬]

আফগানিস্তান প্রসঙ্গ

ইমাম যুহ্রি বলেছেন, আমার কাছে এই বর্ণনাটি পৌঁছেছে যে, 'খোরাসান থেকে কালো পতাকা বের হবে। সেটি যখন খোরাসানের ঘাঁটি থেকে অবতরণ করবে, তখন ইসলামের খোঁজে অবতরণ করবে। কোনো বস্তু তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারবে না অনারবদের পতাকাগুলো ব্যতীত, যেগুলো পশ্চিম দিক থেকে আসবে।'[৯৭]

অর্থাৎ– আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান চালু করা ব্যতীত তাদের আর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকবে না। তাই শয়তানি শক্তিগুলো কোনোমতেই তাদেরকে সহ্য করবে না। বরঞ্চ তাদের প্রতিহত করার লক্ষ্যে সমস্ত কাফের জোটবদ্ধ হয়ে যাবে। তবে কোনো বাধা-ই তাদের পথ আটকে রাখতে সক্ষম হবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِذَا أَقْبَلَتِ الرَّايَاتُ السُّوْدُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَلَا يَرُدُّهَا شَيْئٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيْلِيَاءَ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেছেন, যখন কালো পতাকাগুলো পূর্ব থেকে বের হবে, তখন কোনো বস্তু তাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। এমনকি তাকে ইলিয়ায় (বাইতুল মুকাদ্দাসে) উত্তোলিত করা হবে।[৯৮]

---

৯৬. *আল-ফিতান* ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২১
৯৭. *কানযুল উম্মাল* ॥ খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৬২
৯৮. *মুসনাদে আহমাদ* ॥ হাদীছ নং ৮৭৬০; *সুনানে তিরমিযী* ॥ হাদীছ নং ২২৬৯

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে খোরাসানের সীমানা ইরাক থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত আর উত্তরে আমু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা পরে দেব।

এ-সময়ে আফগানিস্তানে সেই বাহিনীটি সংগঠিত হচ্ছে। সব ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দাজ্জালি শক্তিগুলো তাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হচ্ছে না। বরং মুজাহিদরা তাদের উপর জোরদার আক্রমণ চালাচ্ছে। আরব মুজাহিদদের (আল-কায়েদা) পতাকার রংও কালো। ইনশাআল্লাহ সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতা পায়ে দলে এই বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করবে। আল্লাহ কবুল করুন।

মনে হচ্ছে, ইহুদিরা এ-সকল হাদীছকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে। অথচ, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব ভবিষ্যদ্বাণী রেখে গেছেন মুসলমানদের জন্য যে, সেই কঠিন পরিস্থিতিগুলোতে তোমরা আমার এসব বক্তব্যকে সামনে রেখে নিজেদের পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়ো।

মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য সেইসব লোক, যারা এই হাদীছগুলোর মর্ম উপলব্ধি করে বর্তমানে আফগানিস্তানের পর্বতমালায় নিজেদের ঘাঁটি তৈরি করেছেন। এ-হাদীছে সেই মুজাহিদদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে, যারা মহা-ক্ষমতাধর বিশ্বশক্তির চোখে চোখ রেখে দাজ্জালি শক্তির অগ্নিপ্রাচীর ভেদ করে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়ার মানসে জীবনের বাজি লাগাচ্ছে। মহান আল্লাহ এই বাহিনীটিকে অবশ্যই সুসংগঠিত ও সফল করবেন, যারা ইতিহাসের পাতা ও বিশ্বের মানচিত্রকে পালটে দিয়েই তবে ক্ষান্ত হবে।

এই হাদীছ বসন্তের আগমনি বার্তা বহন করছে সেই হৃদয়বান ব্যক্তিদের জন্য, যারা মুজাহিদদের করুণ অবস্থা দেখে হতাশার মরুভূমিতে হারিয়ে গেছেন যে, তোমরা নিরাশ হয়ো না। বরং ওই বাহিনীটির অংশ হয়ে যাও, বিজয় যাদের অবধারিত হয়ে আছে।

এই হাদীছ সুসংবাদ সেই বৃদ্ধদের জন্য, যাদের বাহু রাইফেল-বন্দুক বহন করতে সক্ষম নয় বটে; কিন্তু হিন্দুস্তান ও বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজয়ে মুজাহিদদের নানা প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ্য রাখেন।

এ-হাদীছ আশার দীপ সেই বোনদের জন্য, যারা মুজাহিদদেরকে আফগানিস্তান থেকে পিছপা হতে দেখে এবং শেবেরগান থেকে কিউবা পর্যন্ত অত্যাচারের কাহিনী শুনে-শুনে দুঃখ ও বেদনার অকূল পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন যে, ইবনে কাসেম ও তারেকের বোনেরা, এবার তোমরা আনন্দিত হও এবং বিলাপ পরিত্যাগ করো যে, এখন হিন্দু ও ইহুদিদের ঘরে বিলাপের রোল শুরু হয়ে গেছে। ওহে মায়েরা, এখন সন্তানদেরকে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে প্রেরণ করো যে, বরযাত্রী দিল্লি ও বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ বোনেরা,

ভাইদেরকে বরসাজে সাজানোর সময় এসে পড়েছে। এই আনন্দঘন মুহূর্তে মুখে বিষাদের ছায়া নয় – আনন্দের মুচকি হাসি দেখতে চাই। চোখে অশ্রু নয় – বিজয়ের চমক দেখতে চাই, যে পালা এখন আমাদের।

আফগানিস্তানের এই মর্দে-মুমিনরা বিশ্বের ফেরাউনদেরকে, কবরস্তানে পতাকা গেড়ে আনন্দধ্বনি উচ্চারণকারীদেরকে হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দেবে বিজয় কাকে বলে, যুদ্ধ কত প্রকার ও কী-কী এবং মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা কী।

আলোচ্য হাদীছে এই যে বলা হয়েছে, 'এই বাহিনীটিকে কোনো শক্তি প্রতিহত করতে পারবে না।' এর অর্থ এই নয় যে, তাদের পক্ষে বাধা-প্রতিবন্ধকতা আসবে না। বরং বাধা তো অনেক আসবে; কিন্তু তারা সব বাধা অতিক্রম করে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে যাবে।

আফগানিস্তানে দাজ্জালি শক্তিগুলো তাদের সবটুকু শক্তি মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ফেলেছে। নতুন করে ব্যবহার করার মতো আর কোনো অস্ত্র তাদের হাতে অবশিষ্ট নেই। তালেবান সরকারের উপর আক্রমণের সময় মার্কিন বিমানগুলো তালেবানের জন্য অনেক বড় একটি সমস্যা ছিল। কারণ, আকাশের উঁচুতে উঠে এগুলোকে ঘায়েল করার মতো কোনো বস্তু তাদের কাছে ছিল না। কিন্তু এখন আর এই বিমানগুলো, এমনকি চালকবিহীন যুদ্ধবিমানও তাদের পক্ষে কোনো সমস্যা নয়। আমেরিকার যেকোনো যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার অস্ত্র এখন তালেবানের হাতে আছে। এখন তারা শত্রুর উপর একের-পর-এক আঘাত হানছে। তাদের সামরিক আস্তানায় অভিযান চালিয়ে সৈন্যদের জীবিত ধরে নিয়ে আসছে, মালামাল ছিনিয়ে আনছে। তালেবানের এমন অভিযানের সময় আমেরিকার অজেয় আকাশশক্তি শুধুই অশ্রু ফেলতে সক্ষম হচ্ছে। এ ছাড়া আর কিছুই তারা করতে পারছে না।

নব্য ফেরাউনের এই আকাশশক্তি শূন্যে ডিগবাজি খেতে থাকে আর নিচে মুজাহিদরা মার্কিন সেনাদের যুদ্ধের মর্ম বোঝাতে থাকে।

আচ্ছা, আমেরিকান যুদ্ধবিমান এই গুটিকতক মুজাহিদের কী ক্ষতি করবে! তাদের উপর বোম্বিং করা সম্ভব হয়ও যদি, তাকে আমেরিকার কোনোই লাভ হয় না; বরং ক্ষতি-ই হয়। মুজাহিদদের ঝটিকা আক্রমণের পর যখন আমেরিকান কপ্টার এসে পৌঁছুয়, ততক্ষণে মুজাহিদরা কাজ সমাধা করে ফিরে যেতে শুরু করে। তারা তাদের ঈমানি শক্তি ও তাওয়াক্কুলের বলে এবং ফেরেশতাদের সহযোগিতায় জগতের সর্ববৃহৎ জাগতিক শক্তির আধুনিক প্রযুক্তির চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায়। তারা যখন বিজয়ী বেশে ফিরে আসে, তখন আমেরিকান হেলিকপ্টার তাদের পিছু নেয়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর এই প্রিয় বান্দাদেরকে ফেরেশতাদের পালকের আড়ালে লুকিয়ে নেন। ফলে মাত্র কয়েক মিটার উপরে থাকা সত্ত্বেও শত্রুবাহিনীর বিমান তাদের দেখতে পায় না।

মুজাহিদ ও দাজ্জালি বাহিনীর সাহসিকতার কথা বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে, মুজাহিদদের সাহসিকতার অবস্থা হলো, তারা আমেরিকান ক্যাম্পগুলোর উপর আক্রমণ চালিয়ে অতি অনায়াসে সেগুলো জয় করে নিচ্ছে এবং মালে-গনীমত নিয়ে ফিরে আসছে। তাঁরা যখন অভিযানে রওনা হয়, তখন এই প্রত্যয় নিয়ে যায় যে, আমরা মার্কিন সৈন্যদের জীবিত গ্রেফতার করে আনব।

অপরদিকে আমেরিকান সৈন্যদের অবস্থা হলো, এক আক্রমণ-অভিযানের সময় একজন মুজাহিদ এক আমেরিকান সৈন্যের এত কাছে গিয়ে তাদের ক্যাম্পের প্রাচীর কাটতে শুরু করল যে, দুজনের মাঝে ব্যবধান মাত্র দশ মিটার। কিন্তু উক্ত 'বীর' মার্কিন সৈন্যটির এতটুকু সাহস হলো না যে, নিজের আঙুলটিকে ট্রিগার পর্যন্ত নিয়ে উক্ত মুজাহিদের উপর গুলি চালাবে। বরং অবস্থা এই ছিল যে, নিজের পার্শ্বে উপবিষ্ট সৈন্যটিকে পর্যন্ত কিছু বলতে পারছিল না।

এরা সেই পালের সিংহ, যারা শুধু অসহায় ও নিরস্ত্রদের উপর নিশানা ফায়ার করতে জানে।

এরা সেই সেনাবাহিনীর সদস্য, যারা ইরাকে আমার লজ্জাশীলা ও পর্দানশীন বোনদের নিশানা বানিয়ে গুলিবর্ষণ করে নিজেদেরকে বিশ্বের সাহসী সৈনিক মনে করে।

এরা সেই কাগুজে বীর, যাদের হুংকার ও বীরত্ব সেই নিষ্পাপ শিশুদের জন্য প্রযোজ্য, যাদের হাত এখনও বন্দুক দূরের কথা, ফুলও বহন করার যোগ্য হয়নি।

আবুগারিব কারাগারে অসহায় বন্দিদের উপর বীরত্ব দেখানো তো সহজ! চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে হিরো সাজা কঠিন কোনো কাজ নয়। কিন্তু আল্লাহর সিংহদের মোকাবেলা কোনো ফিল্মি কাহিনী নয়। এখানে গুলি চলে আসলটা, যেটি গায়ে বিদ্ধ হওয়ার পর খুব কষ্ট দেয়।

অনুরূপভাবে মুজাহিদরা যখন কোনো আমেরিকান সেনাবহরের উপর আক্রমণ চালায়, তখন এই 'বীর' সেনারা হয় গাড়ির মধ্যেই জীবন্ত দগ্ধ হয় নতুবা আহত হয়ে বিমান-অভিযানের অপেক্ষায় বসে থাকে। তাদের মাঝে এতটুকুও পুরোষিত মর্যাদাবোধ নেই যে, আক্রান্ত হওয়ার পর গাড়ি থেকে নেমে শত্রুর মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে।

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ تَقْبَلُ الرَّايَاتُ السُّوْدُ مِنَ الْمَشْرِقِ يَقُوْدُهُمْ رِجَالٌ كَالْبُخْتِ الْمُجَلَّلَةِ أَصْحَابُ شُعُوْرٍ أَنْسَابُهُمُ الْقُرٰى وَأَسْمَاؤُهُمُ الْكُنٰى يَفْتَتِحُوْنَ مَدِيْنَةَ دِمَشْقَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ الرَّحْمَةُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ

ইমাম যুহ্‌রি বলেছেন, 'পূর্ব থেকে কালো পতাকা এগিয়ে আসবে; যাদের নেতৃত্ব দেবে এমন একদল লোক, যারা হবে ঝুলপরিহিত খোরাসানি উষ্ট্রীর মতো ও চুলবিশিষ্ট। তাদের বংশ হবে গ্রামীণ আর নাম হবে উপনাম। তারা দামেশ্‌ক নগরীকে জয় করবে। তাদের থেকে তিন ঘন্টার জন্য রহমত প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।'[৯৯]

এই বর্ণনায় পূর্ব থেকে আগমনকারী মুজাহিদদের কয়েকটি চিহ্ন উল্লেখ করা হয়েছে।

১. তাদের পোশাক ঢিলেঢালা হবে।
২. চুলওয়ালা হবে।
৩. তাদের বংশ গ্রামীণ হবে এবং
৪. আসল নামের পরিবর্তে তারা উপনামে পরিচিত হবে।

বিজ্ঞ আলেমগণ নূরে নবুওতের আলোকে এসব লক্ষণের বাহকদের অনুসন্ধানে চৌকস থাকুন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) বলেন, কালো পতাকা পূর্ব থেকে আর হলুদ পতাকা পশ্চিম থেকে আগমন করবে। শামের কেন্দ্রভূমি তথা দামেশ্‌কে উভয় পক্ষের মোকাবেলা হবে।'[১০০]

عَنْ هِلَالِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ حَرَّاثٌ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُوْرٌ يُوَطِّئُ أَوْ يُمَكِّنُ لِآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ

হযরত হিলাল ইবনে আমর বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক লোক নদীর ওপার থেকে রওনা হবে, যার নাম হবে হারেছ হাররাছ। তার বাহিনীর সম্মুখ অংশের কমান্ডারের নাম হবে মানসুর, যে (খেলাফত বিষয়ে) মুহাম্মদ বংশের জন্য পথ সুগম করবে কিংবা পথ শক্ত করবে, যেমনটি কুরাইশ আল্লাহর রাসূলকে ঠিকানা দান করেছিল। তার সাহায্য-সহযোগিতা করা কিংবা বলেছেন, তার ডাকে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।'[১০১]

আমু নদীর ওপারে অবস্থিত মধ্য এশীয় রাষ্ট্রগুলোকে ইসলামের পরিভাষায় মা-অরাউন্নাহার বা 'নদীর ওপার' বলা হয়। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, কাজিকিস্তান ও চেচনিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র এর অন্তর্ভুক্ত। এই বাহিনী হয় চেচনিয়া, উজবেকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকেই হযরত মাহ্‌দির

৯৯. আল-ফিতান ঃ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৬
১০০. আল-ফিতান – নু'আইম ইবনে হাম্মাদ
১০১. সুনানে আবী দাউদ ঃ হাদীস নং ৪২৯০

সাহায্যে গমন করবে কিংবা হারূছ নামক এই মুজাহিদ সেই বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকবে, খোরাসান-বিষয়ক হাদীছে যার উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে খোরাসান তথা আফগানিস্তানে যেসব মুজাহিদ দাজ্জালি শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়ছে, তাদের বড় একটি অংশ উজবেকিস্তানের নাগরিক। এ-যাবত আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযান পরিচালিত হয়েছে, সেগুলোতে এই উজবেক মুজাহিদরা এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে যে, আরব মুজাহিদরা পর্যন্ত তাদের বীরত্বের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে। তা ছাড়া তালেবানের ক্ষমতা ত্যাগ করে পিছপা হওয়ার সময় আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আফগানিস্তানের সকল অতিথি মুজাহিদদের নেতৃত্ব এই উজবেক মুজাহিদদেরই হাতে অর্পণ করেছিলেন।

হতে পারে, এই মুজাহিদ বাহিনী আফগানিস্তান থেকেই উক্ত বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে। মহান আল্লাহ এই জাতিটিকে অনেক মর্যাদা দান করেছেন। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবি (রহ.) তাদের সম্পর্কে বলেছেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সত্তরসালা ঘৃণ্য গোলামি সত্ত্বেও নিজেদের ঈমান রক্ষা করা এই উজবেক জাতিটিরই একক বৈশিষ্ট্য। অন্যথায় অপর কোনো জাতি হলে এই দাসত্বের মাঝে নিজেদের ঈমান রক্ষা করতে ব্যর্থ হতো।'

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّوْدَاءَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَأْتُوهَا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللهِ الْمَهْدِيَّ

হযরত ছাওবান (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা দেখবে, কালো পতাকাগুলো খোরাসানের দিক থেকে এসেছে, তখন তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেয়ো। কেননা, তাদেরই মাঝে আল্লাহর খলীফা মাহ্‌দি থাকবে।'[১০২]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে আগেই আদেশ প্রদান করেছেন, তোমরা উক্ত বাহিনীতে শামিল হয়ে যেয়ো। আখেরাতের বড় সওদার খাতিরে দুনিয়ার ছোট সওদাকে কুরবান করে সফল ব্যবসায়ী হওয়ার প্রমাণ দিয়ো। লক্ষ্য রেখো, মায়ের মমতা, জীবনসঙ্গিনীর চোখের পানি, সন্তানদের কচিমুখ যেন আমার ও আমার প্রিয় জানবাজ সহচরদের ভালবাসার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। নগরীর ঝলমলে আলো-বাতি যেন তোমাদেরকে পাহাড়ের ঘোর অন্ধকারে যেতে ঠেকিয়ে না দেয়। তোমরা মাটির ঘরটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের আখেরাতের প্রাসাদগুলোকে ধ্বংস হতে দিয়ো না।

১০২. *মুসনাদে আহমাদ ॥ খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৭৭; কানযুল উম্মাল ॥ খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২৪৬; মিশকাত ॥ কেয়ামতের আলামত অধ্যায়*

জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠের ভয়ে দাজ্জালি শক্তির সামনে মাথাটা নত করে দিয়ো না। কারণ, কবর অপেক্ষা বেশি অন্ধকার প্রকোষ্ঠ আর নেই।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পরিস্থিতি যেমনই হোক, কোনো কিছুর পরোয়া না করে তোমরা উক্ত বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যেয়ো। অন্য এক হাদীছে বলেছেন, 'বরফের উপর দিয়ে পা টেনে-টেনেও যদি আসতে হয়, তবুও এসে উক্ত বাহিনীতে এসে শামিল হয়ে যেয়ো।'

আলোচ্য হাদীছে এই যে বলা হয়েছে, 'এই বাহিনীতে মাহ্‌দি থাকবে' এ কথার অর্থ হলো, এই দলটি হযরত মাহ্‌দিরই হবে এবং তারা আরবে পৌঁছে হযরত মাহ্‌দির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। এর একটি অর্থ এ-ও হতে পারে যে, হযরত মাহ্‌দি নিজেও এই বাহিনীর সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু তখনও মানুষের তাঁর পরিচয় জানা থাকবে না। পরে হারামে পৌঁছানোর পর তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

বরফের উপর দিয়ে হাঁটা খুব কঠিন কাজ। দিনের বেলা যখন বরফের গায়ে সূর্যকিরণ পতিত হয়, তখন চোখে এমন অনুভূত হয়, যেন কেউ বরফের মাঝে জ্বলন্ত অঙ্গার ভরে দিয়েছে। বরফের উপর দিয়ে যদি দীর্ঘ সময় হাঁটা হয়, তাহলে পা পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর বরফের জ্বলন আগুনের জ্বলন থেকেও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। তা সত্ত্বেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমান রক্ষার খাতিরে বরফের উপর দিয়ে হেঁটে হলেও অবশ্যই এসে পড়ো।

হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ-সময়ে বনু হাশেমের কয়েকজন যুবক এসে হাজির হলো। তাদের দেখার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখদুটো লাল হয়ে গেল এবং চেহারার রং বদলে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, এই অবস্থা দেখে আমি বললাম, আমরা আপনার চেহারায় অপ্রীতিকর কিছু দেখতে পাচ্ছি যে!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমরা আহলে বাইতের জন্য আল্লাহ দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে নির্বাচন করেছেন। আমার পরিবারের সদস্যরা আমার অবর্তমানে বিপদ, দেশান্তর ও অসহায়ত্বের শিকার হবে। এমনকি পূর্ব থেকে এমন কিছু লোক আগমন করবে, যাদের পতাকা হবে কালো। তারা কল্যাণ (নেতৃত্ব) প্রার্থনা করবে; কিন্তু এরা (বনু হাশেম) দেবে না। অগত্যা তারা যুদ্ধ করবে ও জয়লাভ করবে। এবার তারা যা প্রার্থনা করেছিল, (বনু হাশেম) তা প্রদান করবে। কিন্তু এবার তারা তা গ্রহণ না করে আমার বংশের এক ব্যক্তিকে তা ফিরিয়ে দেবে। সেই ব্যক্তি পৃথিবীটাকে ন্যায়নীতি দ্বারা এমনভাবে ভরে দেবে, যেমনটি পূর্বে তা অবিচারে পরিপূর্ণ ছিল। তোমাদের যেলোক সেই সময়টি পাবে,

সে যেন উক্ত বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে হলেও।'[১০৩]

আরব বিশ্বের নেতৃত্বের অধিকারী কে?

কে আছেন, যিনি আপন জীবনকে কুরবান করে ইসলামের তরীটিকে এই ঘূর্ণিপাক থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন? সেই হৃদয়বান লোকটি কে, যিনি উম্মতের বেদনায় রাতদিন ছটফট করে কাটান? সেই উন্মাদ লোকটি কে, যিনি ফিলিস্তিনের শিশুদের আকুল আর্তনাদে, ইরাকের বৃদ্ধদের মর্মবিদারী ফরিয়াদে, বাইতুল্লাহর সুমহান মর্যাদার খাতিরে, কাশ্মির-কন্যাদের ইজ্জত রক্ষার্থে ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের আত্মমর্যাদার স্বার্থে ইসলামের পথে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন? আপন মা ও বোনদের রক্তের অশ্রু ঝরিয়ে সমস্ত উম্মতের মা-বোনদের চোখের অশ্রু মুছে দিতে পাহাড়ে-জঙ্গলে তাঁবু গেড়েছেন? সেই লোকটি কে ছিলেন, যিনি আকায়ে মাদানীর শহরকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার খাতিরে নিজের শহরকে পরিত্যাগ করেছিলেন?

ওহে জ্ঞানী, বলো তো শুনি, সেই লোকটি কে, যিনি নিজের সকল আনন্দ-উৎসবের গায়ে আগুন লাগিয়ে উম্মতের সব চিন্তা-পেরেশানিকে নিজের অন্তরে বসিয়ে নিয়েছেন? যিনি নিজের যৌবনের কামনা-বাসনাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলেছেন? প্রেম-ভালবাসাকে হত্যা করে ফেলেছেন? ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলোকে জাতির জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন? নিজের ইচ্ছা-মনোবাঞ্ছাকে সেসব প্রদীপের আগুনে জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছেন, যেগুলো এই অন্ধকার যুগে ইসলামি জগতের জন্য আলোর শেষ কিরণের স্থান দখল করে আছে? একটু চিন্তা করে বলুন তো, সেই লোকগুলো কারা?

তারা কি কোনো আরব শাসক, যাদের অন্তরে ফিলিস্তিনের নিষ্পাপ শিশুদের তুলনায় ইহুদিদের ভালবাসা বেশি? যারা ইরাকের বৃদ্ধদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরার পরিবর্তে তাদের হত্যাকারীদের গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে দিচ্ছে? তারা কি সেসব বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, যারা একজন কাফেরের মৃত্যুতে কেঁপে ওঠে; অথচ মুসলমানদের সকরুণ আর্তনাদ তাদের উপর কোনোই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না?

মুজাহিদরা ভারত জয় করবে

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِيْ أَحْرَزَهُمَا اللهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُوْنُ مَعَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

১০৩. সুনানে ইবনে মাজা ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৬৬

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছাওবান বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের দুটি দল এমন আছে, আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। একটি হলো তারা, যারা হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আরেক দল তারা, যারা ঈসা ইবনে মারয়ামের সঙ্গী হবে।'[১০৪]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَعَدَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيْهَا نَفْسِيْ وَمَالِيْ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যাই, তা হলে আমি তাতে আমার জীবন ও সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলব। যদি নিহত হই, তা হলে আমি শ্রেষ্ঠতর শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি ফিরে আসি, তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা হয়ে যাব।'[১০৫]

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْزُوْ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي الْهِنْدَ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَأْتُوْا بِمُلُوْكِ الْهِنْدِ مَغْلُوْلِيْنَ فِي السَّلَاسِلِ فَيَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ فَيَنْصَرِفُوْنَ إِلَى الشَّامِ فَيَجِدُوْنَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِالشَّامِ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের একদল লোক হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন। তারা হিন্দুস্তানের রাজাদেরকে শিকলে বেঁধে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। তারপর তারা শামে ফিরে যাবে। সেখানে তারা মারয়ামপুত্র ঈসার সাক্ষাত লাভ করবে।'[১০৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের একটি বাহিনী হিন্দুস্তানের সঙ্গে জিহাদ করবে। আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন। এই বাহিনী হিন্দুস্তানের রাজাদেরকে শিকল ও বেড়িতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসবে। আল্লাহ এই বাহিনীটির পাপগুলো মার্জনা করে দেবেন। অবশেষে যখন তারা ফিরে আসবে, তখন শামে মারয়ামপুত্রের সাক্ষাত পাবে।'

১০৪. সুনানে নাসায়ী ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪২
১০৫. সুনানে নাসায়ী ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪২
১০৬. আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১০

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, আমি যদি ওই জিহাদটি পেয়ে যাই, তা হলে আমি নিজের নতুন ও পুরাতন সমস্ত মালিকানা বিক্রি করে দেব এবং (সেসব ব্যয় করে) হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। শেষে আল্লাহ যখন আমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং আমরা ফিরে আসব, তখন আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা হয়ে যাব। আর যখন সে (আবু হুরায়রা) শামে আসবে, তখন মারয়ামপুত্র ঈসাকে পাবে। তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠব। আমি তাকে সংবাদ জানাব, হে আল্লাহর রাসূল (ঈসা ইবনে মারয়াম)! আমি আপনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি।'

বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রার এই বক্তব্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিটিমিটি হাসলেন এবং পরে বললেন, 'অনেক দূর – অনেক দূর।'[১০৭]

ভারতবিরোধী জিহাদের গুরুত্ব কতখানি, এই হাদীছগুলো দ্বারাই তার অনুমান করা যায়। এই জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মর্যাদাকে সেই জামাতের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ঈসা ইবনে মারয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি এভাবে সম্ভবত এজন্য ব্যক্ত করেছেন, যাতে এমন না হয় যে, সমস্ত মুজাহিদ হযরত মাহ্‌দির সঙ্গে জিহাদ করার মানসে আরবে সমবেত হয়ে গেল এবং হিন্দুস্তান সম্পর্কে উদাসীন থাকল। অথচ হিন্দুস্তানের জিহাদও সেই মিশনেরই অংশ, যার জন্য হযরত মাহ্‌দি জিহাদে ব্যাপৃত থাকবেন। সেজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভারতবিরোধী মুজাহিদদেরও সেই মর্যাদা বর্ণনা করেছেন, যা অন্যান্য মুজাহিদরা লাভ করবে।

পাশাপাশি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুসংবাদও প্রদান করেছেন যে, হিন্দুস্তান-বিজেতা মুজাহিদদের মনে যেন এই ব্যথা না থাকে যে, হায়, আমরা মাহ্‌দি কিংবা ঈসা ইবনে মারয়ামের সঙ্গে জিহাদ করার সুযোগ পেলাম না! সেজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন, যুদ্ধশেষে ফিরে এসে তারা ঈসা ইবনে মারয়ামের দেখা পেয়ে যাবে।

এ হাদীছগুলোতে এই তথ্যও জানানো হয়েছে যে, হিন্দুস্তান ইসলামের জন্য একটি বিপজ্জনক ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ড দাজ্জালের সঙ্গে ঐক্য গড়বে এমন ইঙ্গিতও হাদীছগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। এ-কারণেই এর সঙ্গে যুদ্ধকারী মুজাহিদদের মর্যাদা দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদকারী মুজাহিদদের সমান। মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে ইহুদিদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু হলো ভারত। তা ছাড়া দক্ষিণ এশিয়াকে পুরোপুরি কব্জা করার লক্ষ্যে ভারতকে সুসংহত করে যাচ্ছে।

১০৭. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৯*

বর্তমানে তারা তাদের সবটুকু শক্তি একাজে ব্যয় করছে। তা ছাড়া এই ভূখণ্ডে সেই স্থানটিও রয়েছে, যেখান থেকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী রওনা হবে, যারা হযরত মাহ্‌দিকে সাহায্য জোগাবে, বরং তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করবে।

সবকিছু বিবেচনা করে ইহুদিরা এখন থেকেই আগে-ভাগে ভারতকে অজেয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে সেই শক্তিটিকে নির্মূল করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, যেটি ভারতের জন্য শঙ্কা তৈরি করতে পারে।

পাকিস্তানের উপর অব্যাহত চাপ প্রয়োগ আর ভারতকে পূর্ণ সহায়তাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করা উচিত। কাশ্মির জিহাদের বিলোপ, পাকিস্তানে মুজাহিদদের উপর নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতা, আফগানিস্তানে মুজাহিদদের কোণঠাসা করে রাখা – এসব দেখার পর এখনও কি বুঝে আসছে না যে, আমাদের শত্রুরা এসব হাদীছ অনুযায়ী আমাদের আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে?

অথচ, আমরা এখনও অবসরই হতে পারিনি।

তবে এসব পরিস্থিতি দেখে নবীজির হাদীছে বিশ্বাসীদের বিচলিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আগের তুলনায় অধিক জোশ, জযবা ও উদ্দীপনার সঙ্গে আপন-আপন কাজ ও মিশন চালিয়ে যাওয়া। ইহুদি-খ্রিস্টান ও হিন্দুদের রাজনৈতিক নেতারা সত্যের অনুসারীদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে নানা রকম ফন্দি ও কৌশল অব্যাহত রাখবে। তাদের শয়তানি ষড়যন্ত্র ক্ষণিকের জন্যও বন্ধ হবে না

কিন্তু মোহাম্মদে আরাবির রবও আপন কৌশল ও কর্মনীতি ঠিক করে রেখেছেন। ইসলাম ও মুসলিম জাতির শত্রুদের এসব ষড়যন্ত্রের লাঠি উলটো তাদেরই মাথায় আঘাত হানবে। ফলে ইসলামের সৈনিকদের জন্য নতুন পথ উন্মোচিত হবে। আল্লাহ শুধু তার বন্ধুদের দৃঢ়তার পরীক্ষা নিতে চান।

হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অর্থ ব্যয় করার ফযীলত এত বেশি যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলছেন, 'যদি বেঁচে থাকি, তাহলে আমি নিজের নতুন-পুরাতন সকল সম্পত্তি বিক্রি করে সেই যুদ্ধে ব্যয় করব।'

عَنْ كَعْبٍ قَالَ يَبْعَثُ مَلِكٌ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَيْشًا إِلَى الْهِنْدِ فَيَفْتَحُهَا وَيَأْخُذُ كُنُوْزَهَا فَيَجْعَلُهُ حِلْيَةً لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَيَقْدِمُوْا عَلَى مُلُوْكِ الْهِنْدِ مَغْلُوْلِيْنَ يُقِيْمُ ذَالِكَ الْجَيْشُ فِي الْهِنْدِ إِلَى خُرُوْجِ الدَّجَّالِ

হযরত কা'ব (রাযি.) বলেছেন, 'বাইতুল মুকাদ্দাসের এক রাজা হিন্দুস্তানে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে। এই বাহিনী হিন্দুস্তান জয় করবে এবং তার ধনভাণ্ডার হস্তগত করবে। উক্ত রাজা ওই সম্পদ দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে সুসজ্জিত করবে। বাহিনীটি হিন্দুস্তানের রাজাদেরকে বন্দি করে নিয়ে আসবে। উক্ত বাহিনী দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে।'[১০৮]

১০৮. *আল-ফিতান ॥ খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৯*

জিহাদের বিরোধিতাকারীরা বলে থাকে, দিল্লির লাল কেল্লায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা সংক্রান্ত বক্তব্য পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এই হাদীছ ও উপরে উল্লেখিত কয়েকটি হাদীছ প্রমাণ করছে, এটি কোনো পাগলের প্রলাপ নয়, বরং বাস্তব সত্য। এটি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো ঘোষণা ভুল কিংবা অবাস্তব হতে পারে না। ভারত যতই শক্তিশালী হোক, যতই সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুক, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রব সেই দিনটি অবশ্যই এনে দেবেন, যেদিন দিল্লির লাল কেল্লায় ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়বে।

এই হাদীছগুলোতে বলা হয়েছে, বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক হিন্দুস্তান অভিমুখে বাহিনী প্রেরণ করবেন। আমরা যদি ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলাই, তা হলে দেখতে পাই, এ-পর্যন্ত এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের থেকে কোনো বাহিনী হিন্দুস্তানে অভিযান পরিচালনা করেছে। তার অর্থ হচ্ছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবায়িত হওয়া এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে আগত বাহিনীতে সকল মুজাহিদই শামিল হতে পারে। কাশ্মির জিহাদে ত্যাগের সুদীর্ঘ যে-ধারা চলছে, ইনশাআল্লাহ তা ব্যর্থ যাবে না; বরং আল্লাহ চাহেন তো এই ধারা উক্ত বিজয় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে।

বর্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন-দিন মজবুত হচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্বের সম্পদ ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে। এই হাদীছে মুসলিম বিশ্বের জন্য, বিশেষ করে পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, তোমাদের বিচলিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত সম্পদ গনীমতের মাল হিসেবে মুসলমানদেরই হাতে চলে আসবে।

এই বাহিনীটি দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে। কারণ, দাজ্জালের আবির্ভাবের পর কুফর ও ইসলামের মাঝে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

বিনীত নিবেদন

এখানে আমি আল্লাহর পথে সংগ্রামরত মুসলমানদের উদ্দেশে কিছু কথা বলা জরুরি মনে করছি। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুজাহিদরা জিহাদ করছেন। কিছু মুজাহিদ ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদে রত। কিছু আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছেন। যদি হিন্দুস্তান ও খোরাসানের যুদ্ধবিষয়ক হাদীছগুলোকে সামনে রাখা হয়, তা হলে খোরাসানের মুজাহিদ বাহিনী ও কাশ্মির-হিন্দুস্তানের মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে পরস্পর গভীর সম্পর্ক প্রমাণিত হয়।

কাজেই এই সুসম্পর্কের বিষয়টিকে সব সময় মাথায় রেখে কাজ করা উভয় বাহিনীর জন্য একান্ত আবশ্যক। এমন যেন না হয় যে, কোনো সামরিক কারণে কিংবা রাষ্ট্রীয় পলিসির কারণে আমরা একে অপরের বিরোধিতা শুরু করে দেব আর এভাবে আমাদের সকল শক্তি কাফেরদের পরিবর্তে নিজেদের মধ্যেই ব্যয় হয়ে যাবে।

আমাদের শুধু দেখার বিষয় হলো, যে-ভূখণ্ডে মুজাহিদরা লড়াই করছে, তাদের লক্ষ্য কী। যদি এপথে জীবন উৎসর্গকারীদের লক্ষ্য হয় ইসলামের সমুন্নতি, তাহলে বাইরের কারও সাহায্য কিংবা অন্য কোনো কারণে এই শরয়ী জিহাদকে শরীয়ত-পরিপন্থী আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। অবশ্য যদি কোনো সংগঠনের মাঝে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তা হলে সবাই মিলে সেই ত্রুটি দূর করতে হবে এবং তাকে অবলম্বন করে কোনো অপপ্রচার বা প্রোপাগাণ্ডা চালানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

আমরা যদি কাশ্মির জিহাদকে শুধু এ-কারণে শরীয়ত-পরিপন্থী আখ্যা দিতে শুরু করি যে, ওখানে সরকারের সাহায্য রয়েছে, তা হলে আমরা জিহাদ-বিরোধীদেরকে পৃথিবীর কোনো জিহাদ সম্পর্কেই আশ্বস্ত করতে পারব না।

যদি গতকাল পর্যন্ত কাশ্মির জিহাদ এজন্য ফরজ ছিল যে, সেখানে উম্মতের কন্যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হতো, অন্যায়ভাবে মায়েদের বুক খালি করে ফেলা হতো, বোনদের মর্যাদার আঁচল ছিন্নভিন্ন করা হতো, কাফেররা একটি মুসলিম ভূখণ্ডের বুকের উপর চেপে বসে ছিল, তা হলে এই কারণগুলো সেখানে আজও বিদ্যমান আছে। বরং সমস্যা ও অত্যাচার এখন আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। এমতাবস্থায় কাশ্মির জিহাদ আজ কী করে শরীয়ত-পরিপন্থী হতে পারে?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-জিহাদের যে-ফযীলত বর্ণনা করেছেন, তা এক অটল বাস্তবতা। আমাদের একজন অপরজনকে মন্দ বলার কিংবা বিচ্যুতি খুঁজে বের করার ফলে নিষ্ঠার সঙ্গে জিহাদকারীদের মর্যাদা একতিলও কমবে না। তাতে ফল শুধু এই হবে যে, আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করব যে, যে-সময়ে জগতের সবগুলো ইসলামি আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার আবশ্যকতা ছিল, সেই সময়ে আমরা নিজেরাই তাতে বিভেদ ও ফাটলের ভিত্তি রচনা করেছি।

বর্তমানে সরকার তার পলিসি পরিবর্তন করে নিয়েছে আর কাশ্মিরের মুজাহিদগণ সহায়হীনভাবে পৃথিবীর বৃহৎ এক কাফের রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে তারা তাদের সতীর্থদের সহানুভূতি ও দু'আর প্রত্যাশী – তিরস্কার বা ছিদ্রান্বেষণ নয়। আমরা নিজেদেরকে মুজাহিদ দাবি করব, আবার সতীর্থদের জিহাদকে ইসলাম-পরিপন্থী আখ্যা দেব – এ হয় কী করে? তা-ই যদি করি, তা হলে আপন ও পরের মাঝে পার্থক্যটা থাকল কোথায়?

তা ছাড়া এই দুই বাহিনীর মাঝে পার্থক্য করা কোনোভাবেই সঠিক নয়। কারণ, আমরা যে-ভূখণ্ডের অধিবাসী, সেখানে ভারতকে উপেক্ষা করার অর্থ হলো, এখনও পর্যন্ত আমরা আমাদের গন্তব্য নির্ণয় করতে সক্ষম হইনি যে, আমাদের জিহাদের উদ্দেশ্য কী? বর্তমানে খোরাসানের বাহিনী বলুন কিংবা কাশ্মিরের মুজাহিদই বলুন, এই দুই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ মুজাহিদকে আগে ভারত জয় করতে হবে। তারপর সর্বশেষ শত্রু ইহুদিদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

ইহুদিরা এই বাস্তবতাকে খুব ভালো করেই বোঝে। সেজন্যই তারা ভারতকে যারপরনাই শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায় আপনি ভারতেক যতই এড়াতে চান না কেন, আল্লাহপাক অতি দ্রুত এমন পরিস্থিতি তৈরি করে দেবেন যে, আপনাকে হিন্দুস্তানের অভিমুখী হতেই হবে।

মুজাহিদেরকে সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা থেকে বিরত থাকতে হবে – চাই তা ভাষাগত হোক কিংবা অঞ্চলগত। নিজেদের মাঝে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সেগুলো শুধরে নিতে হবে এবং সংগঠন ও পতাকার উপর ইসলামকে প্রাধান্য দিতে হবে। বরং অবস্থা ও পরিস্থিতিতি বিবেচনা করে প্রত্যেকে এক পতাকার তলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পুরনো বিরোধ, মনোমালিন্য ও মতভিন্নতাকে ভুলে গিয়ে একমাত্র জিহাদকেই মিশন বানিয়ে নিতে হবে। কুরআন যে-জিহাদের কথা বোঝাতে চায়, সেই জিহাদকে নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সত্তা কারও মুখাপেক্ষী নয়। তিনি সেই বান্দাদের পছন্দ করেন, যাদের মাঝে বিনয়, নম্রতা ও নিষ্ঠা আছে। আর জগতে সেসব আন্দোলনই সফল হয়, যেগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট থাকে।

ভারত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতি সম্পর্কে শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রহ.) বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। নিঃসন্দেহে তা ঈমানদারদের জন্য সান্ত্বনা ও মনোবল তৈরিতে সহায়ক প্রমাণিত হবে। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে 'আল-আরবাঈন' নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। ফারসি কাব্যের আকারে উপস্থাপিত এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যদিও নিশ্চিত কোনো বিষয় নয়, তবু তার কয়েকটি কবিতা এমন আছে, বিভিন্ন হাদীছ তাকে সমর্থন জোগাচ্ছে। এখানে আমরা সেই কবিতাগুলোর অনুবাদ উপস্থাপন করলাম।

'হঠাৎ মুসলমানদের মাঝে হইচই শুরু হয়ে যাবে। পরক্ষণেই তারা কাফেরদের (ভারতের) সঙ্গে এক বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ লড়বে। তারপর মুহাররম মাস আসবে। মুসলমানরা তরবারি হাতে তুলে নেবে এবং বীরত্বের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তারপর হাবীবুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি – যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের বাহক হবেন – আল্লাহর সাহায্যসহ কোষ থেকে তরবারি বের করবেন।

'সীমান্ত প্রদেশের বীর যোদ্ধাদের পদভারে মাটি কেঁপে ওঠবে। মানুষ জিহাদের জন্য পাগলের মতো ছুটতে শুরু করবে এবং রাতারাতি পঙ্গপাল ও পিপীলিকার মতো আক্রমণ চালাবে। এমনকি আফগান জাতি বিজয় অর্জন করবে। বন, পাহাড়, স্থল ও সমুদ্র অঞ্চল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে উপজাতিরা দ্রুতগতিতে বানের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা পাঞ্জাব, দিল্লি, কাশ্মির, দাক্ষিণাত্য ও জম্মুকে আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্যে জয় করে নেবে। দীন ও ঈমানের সকল অমঙ্গলকামী প্রাণ হারাবে। সমস্ত হিন্দুস্তান হিন্দুয়ানা রীতিনীতি থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। হিন্দুস্তানের মতো ইউরোপেরও ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়ে যাবে। এই বিগ্রহ কয়েক বছর পর্যন্ত নৌ ও স্থল অঞ্চলে নির্মমতার সঙ্গে অব্যাহত থাকবে। বেঈমানরা সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেবে। অবশেষে তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। হঠাৎ হজের মওসুমে হযরত মাহ্দি আত্মপ্রকাশ করবেন।'

সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতি সম্প্রদায়

আল্লাহপাক যখন তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার ও কাফেরদের উপর বিজয়ী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন এ-কাজের জন্য তাঁর রহমত প্রতিজন ব্যক্তি ও প্রতিটি জাতির অভিমুখী হয়। যে-ব্যক্তি কিংবা যে-জাতি আল্লাহর রহমতকে বরণ করে নিতে গড়িমসি করে বা অনীহা দেখায়, রহমত তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্যদলে চলে যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মাথায় তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহপাকের কতগুলো মূলনীতি থাকে। যেমন– পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহর প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[১০৯]

---

১০৯. *সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪*

খেলাফতে ওছমানিয়ার পতনের পর অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল যাবত খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর রহমত বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতির কাছে আগমন করেছিল যে, তুমি বা তোমরা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করো, যাতে ইসলাম একটি ঠিকানা পেয়ে যায়। এই রহমত কখনও হিন্দুস্তানের মুসলমানদের কাছে আগমন করেছিল, কখনও পাকিস্তান এসেছিল। কখনও মিসরের ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠগুলোর দরজায় করাঘাত করেছিল, কখনও হেজাযের রাজপ্রাসাদগুলোতে গিয়েছিল। কিন্তু সব ধরনের উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম কোথাও ঠিকানা তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়নি। সব জায়গা থেকে একই উত্তর এসেছে, এই বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মধ্যে আমরা নিজেদেরই সংবরণ করতে পারছি না, তোমাকে সামলাব কী করে!

তারপর ইসলাম এক সময় সরল-সহজ এক আফগানির কাছে এল। বলল, অর্ধশতাব্দীকাল যাবত আমি ঠিকানাবিহীন জীবন অতিবাহিত করছি। একশো কোটিরও বেশি মুসলমানের অধিবাস এই পৃথিবীর কেউ আমাকে ঠিকানা দিতে প্রস্তুত নয়। একথা শুনে আফগানি চাদরটা কাঁধের উপর সামলে নিয়ে বলল, 'যদিও আমার কাছে পরিধানের ছেঁড়া পোশাক আর এই চাদরখানা ব্যতীত কিছু নেই, তবু যে-অবস্থায়ই আছি, আমি তোমাকে নিঃসঙ্গ ফেলে রাখব না। তাতে যদি জীবন বিলিয়ে দেওয়ারও প্রয়োজন দেখা দেয়, আমি দেব।'

আল্লাহ এমন সরল মানুষ আর এমন সোজা কথা-ই পছন্দ করেন। তিনি এই লোকটিকে পছন্দ করে নিলেন। তারপর ঈমানদাররা তাকে পছন্দ করতে শুরু করল। আর এখন তিনি একশো বিশ কোটি মুসলমানের নেতা।

তাঁর জাতি এখন মোহাম্মদি কাফেলার পথের দিশারী।

আরবিতে একটি প্রবাদ আছে :

نُوْمُ الْخُفَّاشِ لَا يَضُرُّ الشَّمْسَ وَعُوَاءُ الْكَلْبِ لَا يُظْلِمُ الْبَدْرَ

'চামচিকার নিন্দাবাদ সূর্যের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ পূর্ণিমার আলোকে ম্লান করতে পারে না।'

ইসলাম-বিদ্বেষীদের জিহ্বা যতই লম্বা হোক, স্বাধীনতাকামী আফগান মুসলমানদের কোনোদিনও দমাতে পারবে না।

আফগান জাতি মুসলিম উম্মাহর চাঁদ-সুরুজ। কান্দাহারের দিগন্ত থেকে উদিত এই চাঁদ আঁধার রাতের মুসাফিরদের পথের দিশা দিয়েছে। এই চাঁদের জ্যোৎস্নালোক একশো বিশ কোটি মানুষের শান্ত সমুদ্রে ঢেউ জাগিয়ে তুলেছে। এই চাঁদ গতকালও চমকেছে, আজও প্রত্যেক সেই মুসলমানের হৃদয়ে চমকাচ্ছে, যারা নবীর দীনকে ভালবাসে। এই চাঁদে এখনও গ্রহণ লাগেনি। বরং আল্লাহ চাহেন তো এই চাঁদ কাল দিল্লির লাল কেল্লায় আপন আলোর কিরণ বর্ষণ করে

আগ্রার তাজমহলকে চৌদ্দ তারিখের চাঁদনি রাতে তাওহীদের গোসলে স্নাত করবে। আর এই চাঁদ-সুরুজের কিরণেই প্রথম কেবলার গায়ে পতিত কলঙ্কিত ছায়া আজীবনের জন্য অপসারিত হয়ে যাবে। কুফরের ভয়ে প্রকম্পমান এই উম্মতের শিরায় এই সূর্যের কিরণে উত্তাপ তৈরি হবে।

মুসলমানের রক্তে প্রজ্বলিত প্রদীপমালাকে দাজ্জালি ফুঁৎকারে নেভানো যায় না। কারও স্বীকৃতির অভাবে বাস্তবতা বদলায় না। বাস্তব তা-ই, যা চোখ মেললে দৃষ্টিগোচর হয়। আর এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এই জাতিটির মাঝে সেই সবগুলো বিষয় পাওয়া গেছে, যা আল্লাহপাকের পছন্দনীয় ও নির্বাচিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। দীনি ও ঈমানি মর্যাদাবোধ, কুবার অধিবাসীদের মতো পবিত্রতা, আতিথেয়তা, ইসলামি নিদর্শনাবলির প্রতি অপার ভালবাসা, সুদৃঢ় সামাজিক ব্যবস্থাপনা, আধুনিক জাহেলি সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি নানা প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত এই আফগান জাতি!

বাস্তবতা সম্পর্কে উদাসীন লোকেরা এই বলে আনন্দিত যে, তালেবান শেষ হয়ে গেছে, লাঠির জোরে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সরকারের পতন ঘটেছে। কিন্তু সচেতন ও বিবেকবান মানুষ জানে, তালেবান শেষ হয়নি। বরং আজও তারা প্রতিজন ঈমানদারের হৃদয়রাজ্যে রাজত্ব করছে। এমন কোনো ঈমানদার আছে বলে আমার জানা নেই, যার দু'আর জন্য উত্তোলিত হাত তালেবানের জন্য দু'আ না করে নিচে নামে।

এ আমার আবেগ কিংবা ভক্তির বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং জীবন্ত বাস্তবতা।

ক্ষমতার আসন ত্যাগ করার পরও মুসলমানদের মাঝে তাদের ভালবাসার অবস্থা হলো, তালেবান আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনো অভিযানে যাওয়ার পর যেইমাত্র প্রথম গুলিটির শব্দ স্থানীয় লোকদের কানে পৌঁছয়, তখন আফগান নারীরা সবার আগে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে বড় একটি পাতিলে করে চায়ের পানি চড়িয়ে দেয়। তারা বুঝে ফেলে, কুফর ও ইসলামের সর্বশেষ যুদ্ধের সৈনিকরা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে এ-পথেই ফিরে আসবে। তখন আল্লাহর এই প্রিয় বান্দাদের চা পান করিয়ে নিজের নামটাও তাদের সঙ্গে যুক্ত করে নেবে। এটি বিশেষ কোনো একটি পরিবারের কাহিনী নয়। বরং আক্রমণস্থল থেকে পেছনের ক্যাম্প পর্যন্ত মধ্যখানের প্রতিটি ঘরে সেই রাতে বিয়ের উৎসবের আমেজ তৈরি হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও কুফরের চূড়ান্ত লড়াইয়েও এই জাতির জন্য বড় একটি অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। আর বর্তমানে জিহাদের মেজবানিও এই ভূখণ্ডে পাখতুনদের ভাগে এসেছে। এ-কারণে তাদের উপর দুটি দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে। প্রথমত জিহাদের পতাকাকে সমুন্নত রাখা। দ্বিতীয়ত এই পতাকার অনুসারী সবগুলো কাফেলাকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত রাখা।

মানবীয় মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নকারী ইহুদি মস্তিষ্ক এ-বিষয়টি ভালোভাবেই জানে যে, পাকিস্তানে সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা ইহুদি ও হিন্দুদের প্রত্যয়-পরিকল্পনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তাই এই প্রাচীরটিকে গুড়িয়ে দিতে কিংবা দুর্বল করতে ভারত ও ইসরাইলের পক্ষ থেকে খুব জোরেশোরে কাজ চলছে।

মহাযুদ্ধে মুসলমানদের আশ্রয়স্থল

عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ ثَلَاثَةُ مَعَاقِلَ فَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرٰى الَّتِيْ تَكُوْنُ بِعُمْقِ أَنْطَاكِيَةِ دِمَشْقُ وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ طُوْرُ سَيْنَاءَ

হযরত মাকহুল (রহ.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের (মুসলমানদের) জন্য তিনটি আশ্রয়স্থল আছে। আন্তাকিয়ার ওমকে যে-মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে, তাতে আশ্রয়স্থল হবে দামেশ্ক। দাজ্জালের বিরুদ্ধে আশ্রয়স্থল হবে বাইতুল মুকাদ্দাস। আর ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে আশ্রয়স্থল হবে তূর পর্বত।'[১১০]

এই বর্ণনাটি মুরসাল। তবে আবু নু'আঈম এই হাদীছটি 'মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ' এই সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, মহাযুদ্ধ ওমকে সংঘটিত হবে। এটি সেই ওমক (কিংবা আ'মাক), যেটি হালবের সন্নিকটে অবস্থিত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَ فَتْحِ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ سِتُّ سِنِيْنَ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্র থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহাযুদ্ধ ও কুস্তুন্তুনিয়া জয়ের মধ্যখানে সময় যাবে ছয় বছর। সপ্তম বছরে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে।'[১১১]

মহাযুদ্ধ ও কুস্তুন্তুনিয়া জয় সম্পর্কে দুটি বর্ণনা এসেছে। এক বর্ণনায় ছয় মাসের ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে। অপর বর্ণনায় ছয় বছর। তবে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি ফাতহুল বারীতে মন্তব্য করেছেন, সনদের দিক থেকে ছয় বছর বিষয়ক বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ।[১১২]

তা ছাড়া আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আওনুল মা'বূদে মোল্লা আলী কারীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, 'মহাযুদ্ধ ও দাজ্জালের আবির্ভাবের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান

১১০. *হিলইয়াতুল আওলিয়া ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৪৬*
১১১. *ইবনে মাজা ॥ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৭*
১১২. *ফাতহুল বারী ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৭৮*

বিষয়ে সাত মাসসক্রান্ত বর্ণনার তুলনায় সাত বছরবিষয়ক বর্ণনা অধিক বিশুদ্ধ।' অর্থাৎ– মহাযুদ্ধ ও দাজ্জালের আবির্ভাবের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ছয় বছর। সপ্তম বছরে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে।[১১৩]

عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْزُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُمَّ تَغْزُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ

হযরত নাফে' ইবনে উক্বা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, '(আমার অবর্তমানে) তোমরা জাযীরাতুল আরবে যুদ্ধ করবে। ফলে আল্লাহ এই অঞ্চলটিকে বিজিত করবেন। তারপর তোমরা পারস্যে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাকেও বিজিত করবেন। তারপর তোমরা রোমের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাকেও বিজিত করবেন। তারপর তোমরা দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাকেও বিজিত করবেন।'[১১৪]

এই হাদীছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। জাযীরাতুল আরব ও পারস্য (ইরাক ও ইরান) হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে জয় হয়েছে। বাকি থাকল রোম। রোম সাম্রাজ্য ৩৯৫ খ্রিষ্টসনে রোমান রাজা থেভডোস-এর মৃত্যুর পর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এক ভাগ পূর্ব রোম, যার রাজধানী কুস্তুন্তুনিয়া বা ইস্তাম্বুল। রোম সাম্রাজ্যের এই অংশটি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। অপর ভাগ হলো পশ্চিম রোম, যার রাজধানী হয়েছিল বর্তমান ইতালির শহর রোম।

কাজেই হাদীছে বর্ণিত রোমজয় দ্বারা যদি রোমের পূর্ব অংশ বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এই ভূখণ্ডটি ওছমানি খেলাফতের রাজা ফাতেহ মুহাম্মদের হাতে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে জয় হয়ে গেছে। আর যদি এর দ্বারা অবিভক্ত রোম সাম্রাজ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহলো সেই বিজয় এখনও অবশিষ্ট আছে এবং ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই সেই বিজয়টিও অর্জিত হয়ে যাবে।

এই হাদীছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ-বিষয়টিও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এসব জয় অর্জিত হবে যুদ্ধের ফল হিসেবে এবং মহান আল্লাহ মুজাহিদদের হাতে এসব জয় করাবেন। কাজেই 'কুফরের পরাজয় জিহাদের মাধ্যমে হচ্ছে এবং হতে থাকবে' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীর প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। এমতাবস্থায় কেউ যদি দাবি করে যে, 'কুফর কখনও মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করেনি' তা হলে তা ইসলামের পুরো ইতিহাসকে অস্বীকার করার নামান্তর

১১৩. *আউনুল মা'বূদ ॥ খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৭২*
১১৪. *সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২২৫; সহীহ ইবনে হিব্বান ॥ পৃষ্ঠা : ৬৬৭২*

বলেই বিবেচিত হবে। তদুপরি মহান আল্লাহর পরিকল্পনা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত ও সাহাবা কিরাম (রা.)-এর অগণিত জীবনের কুরবানির সঙ্গে তামাশা বলেও পরিগণিত হবে। যার অন্তরে অনুপরিমাণও ঈমান আছে, তাকে এমন ঈমানপরিপন্থী বক্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মুজাহিদদের তাকবীর ধ্বনিতে কুস্তুন্তুনিয়া বিজিত হওয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا قَالَ ثَوْرٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَيُفَرَّجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কি এমন কোনো নগরীর নাম শুনেছ, যার একদিকে বন আর অন্যদিকে নদী?' সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি হে আল্লাহর রাসূল! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না ইসহাক বংশের সত্তর হাজার সেনা উক্ত নগরীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তারা এই নগরীতে এসে অবতরণ করবে। কিন্তু তারা কোনো অস্ত্র দ্বারাও যুদ্ধ করবে না এবং একটি তিরও ছুড়বে না।' তারা বলবে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' আর অমনি নগরীর দুই দিককার প্রাচীরের একদিক ভেঙে পড়বে। তারপর তারা দ্বিতীয়বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বলবে আর অমনি অপর দিককার প্রাচীরও ধসে পড়বে। তারপর তারা তৃতীয়বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বলবে আর অমনি তাদের জন্য প্রশস্ত পথ তৈরি হয়ে যাবে। তারা সেই পথে নগরীতে প্রবেশ করবে। তারা মালে-গনীমত অর্জন করবে। এই মালে-গনীমত বন্টনে তারা আত্মনিয়োগ করবে। হঠাৎ একটি আওয়াজ কানে আসবে যে, কেউ একজন ঘোষণা করবে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে তারা সবকিছু ফেলে রেখে (দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে) ফিরে যাবে।[১১৫]

১১৫. *সহীহ মুসলিম ॥ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৩৮*

এই হাদীছে যে-নগরীর কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো কুস্তুন্তুনিয়া বা ইস্তাম্বুল। কয়েকটি হাদীছে নগরীর ফটক ও প্রাচীরের উল্লেখ রয়েছে। তো প্রাচীর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকৃত প্রাচীরও হতে পারে, আবার এর দ্বারা নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও উদ্দেশ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে ফটক দ্বারা নগরীতে প্রবেশের পথও উদ্দেশ্য হতে পারে।

এসব যুদ্ধে ইসরাইল ধ্বংস হয়ে যাবে কি?

এখানে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হচ্ছে যে, দাজ্জালের আগে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে উক্ত ভূখণ্ডে বিদ্যমান শত্রুবাহিনী কি পুরোপুরি পরাজিত হয়ে যাবে? যদি তা-ই হয়, তা হলে ইসরাইল থাকবে, নাকি তার পতন ঘটবে?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর হলো, হাদীছে গভীর চিন্তা-ভাবনার পর যে-বিষয়টি অধিকতর সঠিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, তা হলো, এই ভূখণ্ডে বিদ্যমান শত্রুপক্ষ পুরোপুরি পরাস্ত হয়ে যাবে। কারণ, বিভিন্ন সহীহ হাদীছে বলা হয়েছে, হযরত মাহ্‌দির আমলে শান্তি-নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজমান থাকবে। আর এমনটি তখনই সম্ভব হবে, যখন শত্রুপক্ষ উক্ত অঞ্চলসমূহ থেকে পালিয়ে যাবে। তা ছাড়া রোম ও কুস্তুন্তুনিয়ার বিজয় সংক্রান্ত হাদীছগুলোও প্রমাণ করছে, আরব অঞ্চলে বিদ্যমান শত্রুবাহিনী পরাজয়বরণ করবে।

বাকি থাকল দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর যে, সে-সময় ইসরাইল থাকবে, নাকি তার পতন হয়ে যাবে? এর সোজা উত্তর হলো, কাফেরদের জোটবাহিনী যদি পরাজিত হয়ে যায়, তাহলে সেইসঙ্গে ইসরাইলের শক্তিও নিঃশেষ হয়ে যাবে।[১১৬]

দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, সে কোনো একটি কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

হতে পারে, যখন কুফরিশক্তির পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে, তখন তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে এবং পরাজিত কুফরিশক্তিগুলো তার নেতৃত্বে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।

এখানে এ-বিষয়ে আমরা স্বয়ং ইহুদিদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, যার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নিজেদের অপকর্ম ও অপবিত্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি জাতিকে ধ্বংস করে দেবেন। যদিও তারা তাদেরই ধর্মগ্রন্থের এসব আয়াতের নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। ইহুদিরা ইসরাইলে তাদের প্রত্যাবর্তনের যে-দিনটির অপেক্ষা করছে, সেই দিনটির ব্যাপারে স্বয়ং তাদের গ্রন্থাবলিতে বড় বিস্ময়কর ও অভিনব চিত্র আঁকা হয়েছে। কিন্তু ইহুদিরা তাদের স্বভাবগত চাতুরি

১১৬. *মুসনাদে আহমাদ ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৮৩*

প্রদর্শন করত সেসব বক্তব্যকে ভুল মর্মের পোশাক পরিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

তাদের গ্রন্থ ইযাখিলে আছে :

'তারপর আল্লাহ বলছেন, যেহেতু তোমরা ভেজাল মুদ্রা প্রমাণিত হয়েছ, তাই আমি তোমাদেরকে জেরুজালেমে একত্রিত করব। মানুষ যেমনটি সোনা-রুপা, টিন-লোহা ইত্যাদিকে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য একত্রিত করে থাকে, তেমনি আমিও তোমাদেরকে রাগ ও ক্ষোভের মাঝে একত্রিত করব এবং পরে তোমাদেরকে গলিয়ে দেব। আমি তোমাদের উপর আমার ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দেব আর তোমরা তাতে গলে যাবে। তারপর তোমরা জানতে পারবে, তোমাদের রব তোমাদের উপর তাঁর গজব নাযিল করেছেন।' (২২ : ১৯ : ২২)

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ জার্মিয়াতে এর চেয়েও কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে :

'তাদের ধ্বংস ও শাস্তির ঘোষণার পর তাদের মরদেহগুলো খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখা হবে, যেখানে শকুন ও পোকা-মাকড়রা তাদেরকে খেয়ে ফেলবে। এমনকি তাদের রাজা-বাদশাহ ও নেতাদের হাড়গুলোও পঁচে গলে যাবে এবং মাটির উপর খড়কুটোর মতো ছড়িয়ে যাবে।' (৮ : ৩)

ইহুদিরা তাদের জেরুজালেমে সমবেত হওয়াকে নিজেদের স্বাধীনতা ও জয়ের দিন আখ্যায়িত করে থাকে। অথচ, তাদেরই ধর্মীয় গ্রন্থাবলির ভাষ্য অনুসারে এই দিনটি তাদের ধ্বংসের দিন হবে। তা ছাড়া ইসরাইলের বর্তমান পরিস্থিতিও এই দাবির সত্যতার পক্ষে প্রমাণ দিচ্ছে যে, ইসরাইলে তাদের বসতি স্থাপন তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিত্যদিন কত ইহুদি ইসরাইলের পথে-ঘাটে কুকুর-বিড়ালের মতো প্রাণ হারাচ্ছে। যেসব ইহুদি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বড় আশা ও আত্মম্ভরিতা নিয়ে ইসরাইল এসেছিল, আজ তাদের স্বপ্নের ভূমিই তাদের জন্য জীবন্ত সমাধি প্রমাণিত হচ্ছে।

তাদের ধর্মগ্রন্থ বার্মিয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

'গাছগুলোকে কেটে ফেলো এবং জেরুজালেমের বিরুদ্ধে একটি দুর্গ তৈরি করো। এটি সেই নগরী, যাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তার মাঝে জুলুম পূর্ণ হয়ে আছে। কূপ থেকে যেমন পানি নির্গত হয়, তেমনি তার মধ্য থেকে জুলুম নির্গত হচ্ছে। তার মধ্য থেকে অবিচার ও অবাধ্যতার আওয়াজ ভেসে আসছে, ক্ষত ও বেদনার কোঁকানি অনবরত আমার কানে আসছে।

'হে ইসরাইলের কন্যা, চোখ তুলে তাকাও'। উত্তর দিক থেকে একটি জাতির উত্থান ঘটছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও একটি জাতির উত্থান ঘটানো হবে। তাদের কাছে তির ও ধনুক থাকবে। এই লোকগুলোর মাঝে দয়া-মায়া বলতে কিছু থাকবে না। তাদের গলার স্বরে সমুদ্রের গর্জন আছে। ঘোড়ার

পিঠে চড়ে তারা এমনভাবে ছুটে চলছে, যেন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে।'

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ যিফেনিয়াতে আছে :

'তোমরা নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করো। হ্যাঁ, নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করো হে আল্লাহর অপ্রিয় লোকেরা! আল্লাহর সিদ্ধান্ত এসে পড়ার আগে-আগে কিংবা সেই দিনটির আগমনের আগে, যেদিনটি কর্মহীনতার মধ্য দিয়ে কেটে যাবে কিংবা তোমাদের উপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে কিংবা সেই দিনটির আগমনের আগে, যেদিন আল্লাহর গজব তোমাদের সামনে এসে পড়বে।'

আমি এই নাপাক জাতিটির ব্যাপারে সর্বশেষ উদ্ধৃতিটি ইযাখিল থেকে উপস্থাপন করছি, যাতে যারা ইহুদিদের গোলামি করছে, তারা বুঝতে পারে, তাদের প্রভু কতখানি সম্মানিত ও সভ্য জাতি।

ইযাখিলে আছে :

'তোমরা আমার পবিত্র বস্তুগুলোকে বিনষ্ট ও আমার বিধিবিধানকে পদদলিত করেছ। তোমার মাঝে এমনসব মানুষ আছে, যারা রক্ত ঝরানোর অজুহাত খুঁজে ফিরছে। তোমার মাঝে অবস্থান করেই তারা মদের আসরে চলে যায়। তোমারই মাঝে এমন লোকেরা আছে, যারা আপন পিতাদের লজ্জাস্থানগুলোকে উন্মুক্ত করে। তোমার মাঝে ঋতুবতী নারীদের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করা হয়। কেউ আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে। কেউ আপন বোনের সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত হয়। কেউ শ্যালিকার সঙ্গে কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করে। কেউ সুদের অর্থে পরিপুষ্ট হয়। তাদের ধর্মনেতারা আমার বিধানকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে। এসব কর্মের সঙ্গেই তারা মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং মদের জন্য আমার নামে মিথ্যা বাণী গড়ে নিচ্ছে। তারা বলছে, এটি আল্লাহর বিধান। অথচ আল্লাহ্ কখনও এমন বিধান জারি করেননি।' (২২ : ১ : ১৯)

পবিত্র কুরআনে সূরা বানী ইসরাইলে আল্লাহ পাক বলেছেন :

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ

'অতএব (হে বনী ইসরাইল) যখন উক্ত দুটি প্রতিশ্রুতির প্রথমটি এসে পড়বে, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করব আমার কিছু বান্দাকে, যারা যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী। ফলে তারা ঘরে-ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেবে।'[১১৭]

খোরাসান থেকে বাহিনী বের হবে এবং কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, হাদীছে তারও এসব গুণ বর্ণিত হয়েছে।

---

১১৭. *সূরা বানী ইসরাইল ॥ আয়াত : ৫*

কাফেরদের আধুনিক নৌবহর

হযরত কা'ব (রাযি.) বলেছেন, সমুদ্রের কোনো এক দ্বীপে একটি জাতি আছে, যারা খ্রিস্টবাদের পতাকাবাহী। তারা প্রতি বছর এক হাজার জাহাজ নির্মাণ করছে এবং বলছে, আল্লাহ চান আর না চান তোমরা এই জাহাজগুলোতে চড়ে বসো। যখন তারা জাহাজগুলোকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়, সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর এমন এক তীব্র বাতাস প্রেরণ করেন, যা তাদের জাহাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, তারা বারবার জাহাজ তৈরি করে আর এই ধারা অব্যাহত থাকে।

অবশেষে আল্লাহ যখন এই বিষয়টিতে পূর্ণতাদানের ইচ্ছা করবেন, তখন এমন একটি জাহাজ তৈরি করা হবে যে, ইতিপূর্বে সমুদ্রে এমন জাহাজ আর চলেনি। এবার তারা বলবে, তোমরা এই জাহাজে আরোহণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, তারা উক্ত জাহাজে আরোহণ করবে। জাহাজটি কুস্তুন্তুনিয়ার পথে অতিক্রম করবে। কুস্তুন্তুনিয়ার অধিবাসীরা তাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। তারা জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কারা? তারা বলবে, আমরা খ্রিস্টবাদের পতাকাবাহী। আমরা সেই জাতির পানে যাচ্ছি, যারা আমাদেরকে আমাদের পৈতৃক ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছিল।

কা'ব (রাযি.) বলেন, কুস্তুন্তুনিয়ার অধিবাসীরা তাদের জাহাজের মাধ্যমে ওদের সাহায্য করবে। পরে তারা 'আকা' নামক বন্দরে উপনীত হবে। ওখানে ডিঙিগুলোকে বের করে পুড়িয়ে ফেলবে এবং বলবে, এটি আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের ভূমি।

হযরত কা'ব (রাযি.) বলেন, সে-সময় আমীরুল মুমিনীন বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত থাকবেন। তিনি মিসর, ইরাক ও ইয়েমেনে সাহায্য চেয়ে দূত প্রেরণ করবেন। দূত মিসর থেকে এই বার্তা নিয়ে আসবে যে, আমরা উপকূলীয় মানুষ আর সমুদ্র অবাধ্য। তাই আমরা তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারব না। মিসর তার কোনো সাহায্য করবে না। দূত ইরাকিদের উত্তর নিয়ে আসবে এবং বলবে, আমরা সমুদ্র কূলবর্তী মানুষ আর সমুদ্র অবাধ্য। তো তারাও সাহায্য করবে না। তবে ইয়েমেনের অধিবাসীরা উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করে আসবে এবং তাদের সাহায্য করবে। কিন্তু এই সংবাদটি গোপন রাখা হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমীরুল মুমিনীনের দূত হেম্‌স (শামের বিখ্যাত একটি নগরী) হয়ে পথ অতিক্রম করবে। ওখানকার পরিস্থিতি এমন হবে যে, হেম্‌সে অবস্থানরত অনারব লোকেরা (অর্থাৎ কাফেররা) ওখানকার মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। দূত এই সংবাদটি মুসলমানদের আমীরকে অবহিত করবে। আমীর বলবেন, এখনও আমরা কীসের অপেক্ষা করছি; অথচ প্রতিটি নগর-

জনপদে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চলছে! তিনি হেম্‌সের দিকে এগিয়ে যাবেন। ফলে এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান শহীদ হয়ে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ লোক উটের লেজ ধরে বসে পড়বে। (অর্থাৎ– তারা জিহাদে যাবে না) এবং সাধারণ জনতার মাঝে ঢুকে যাবে। এই দলটি এমন এক অখ্যাত ভূমিতে প্রাণ হারাবে যে, কোনো মানুষ তার সন্ধান জানবে না। এরা না আপন পরিজনের কাছে যেতে পারবে, না জান্নাতে যেতে পারবে। আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বিজয় অর্জন করবে।

তারপর তারা লেবাননের পাহাড়ে কাফেরদের ধাওয়া করে-করে উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তখন এ-পর্যন্ত যিনি মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে আসবেন, শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করা হবে। পতাকা বহনকারী পতাকা হাতে তুলে নেবে এবং সেটি উড়িয়ে দেবে। তারা ফজর নামাযের অজু করার জন্য পানির কাছে আসবে। কিন্তু পানি তাদের থেকে দূরে সরে যাবে। তারা পানির পেছনে-পেছনে এগিয়ে যাবে। তখন পানি আরও দূর চলে যাবে। এই অবস্থা দেখে তারা পতাকা তুলে নিয়ে পানির অনুসরণ করে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এভাবে তারা নদীর এই কূলটি পার হয়ে যাবে। ওখানে পৌঁছে তারা পুনরায় পতাকা উড়াবে। তারপর ঘোষণা দেবে, লোকসকল, তোমরা উপসাগরটি পার হয়ে যাও। কারণ, আল্লাহ বনী ইসরাইলের জন্য সমুদ্রকে চিড়ে যেভাবে রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন, তেমনি তোমাদের জন্য সমুদ্র রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। বাহিনী সমুদ্র পার হয়ে যাবে।[১১৮]

এই বর্ণনাটি কিছু শব্দগত পার্থক্যের সঙ্গে নু'আইম ইবনে হাম্মাদও তাঁর 'আলফিতান' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

যখন প্রথমবার মুসলমানদের আমীর থেকে পানি দূরে সরে যাবে, তখন অজু করার জন্য তিনি পানির পেছনে-পেছনে যাবেন। তারপর পানি আরও দূরে সরে যাবে আর তিনিও পানির পিছু নেবেন। পানি আরও দূরে সরে যাবে। এভাবে তিনি পানি অনুসরণ করে-করে বেশ দূরে চলে যাবেন; কিন্তু বুঝে উঠতে পারবেন না, এমনটি কেন হচ্ছে। এভাবে যেতে-যেতে যখন তিনি একটি কূল পার হয়ে যাবেন, তখন বুঝে ফেলবেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ সমুদ্রে তার জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি জনতাকে বিষয়টি অবহিত করবেন এবং সবাই সমুদ্র পার হয়ে যাবে।

১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমেরিকা ও তার মিত্রবাহিনীর নৌবহর যে-পরিমাণে বিশ্ববাসীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ইতিপূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠে এমন নৌযান কখনও কেউ দেখেনি। তবে এ-বিষয়টি জানা সম্ভব হয়নি যে, এটি

---

১১৮. *আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান* ॥ খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১৩৬

তাদের প্রথম প্রচেষ্টা, নাকি এর আগেও কাফেররা নৌবহর তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল আর ধ্বংস হচ্ছিল।

পশ্চিমাদের একটি গুণ আছে যে, তারা কোনো কাজে ব্যর্থ হলে মন খারাপ করে না, হাত গুটিয়ে বসে পড়ে না। বরং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পুনরায় কোমর বেঁধে মাঠে নামে। নবীজি (সা.)ও তাদের এই ভালো গুণগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন– মুস্তাওরিদ কুরাশি হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সম্মুখে বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'কেয়ামত সে-সময় সংঘটিত হবে, যখন রোমানরা (পশ্চিমারা) সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।' শুনে আমর ইবনুল আস (রাযি.) বললেন, চিন্তা করে বলো, তুমি কী বলছ। মুস্তাওরিদ কুরাশি বললেন, আমি সেই কথাটিই বলছি, যা আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। আমর ইবনুল আস (রা) বললেন, তা হলে তুমি এ-ও শুনে রাখো যে, তাদের মাঝে এই চারটি সদ্গুণও আছে।

১. ফেতনার সময় তারা মানুষের মাঝে সবচেয়ে সহনশীল হয়।

২. বিপদাপথে নিপতিত হওয়ার পর (অন্যদের তুলনায়) খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি সামলে নেয়।

৩. পলায়নের পর সকলের আগে প্রত্যাবর্তন করে।

৪. গরিব, অসহায়, এতিম ও দুর্বলদের কল্যাণকামী হয় এবং

৫.তাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম গুণটি হলো, তারা রাজা-বাদশাহের অত্যাচার-নিপীড়নকে অন্য সকলের চেয়ে বেশি প্রতিহত করে।[১১৯]

তাই অস্বাভাবিক নয় যে, তারা বহু বছর যাবত নৌযান তৈরি করে আসছিল আর প্রতিবারই মহান আল্লাহ তাদের নৌবহরকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলেন। যেহেতু মিডিয়া তাদেরই হাতে, তাই তাদের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো সংবাদ কমই বাইরে আসতে পারে। অবশেষে আল্লাহ যখন তাঁর প্রিয় বান্দাদের হাতে এই শক্তিশালী কুফরকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাদেরকে আরব উপদ্বীপে নিয়ে এলেন। বিশ্ব কুফর আপন শক্তি ও নৌবহরসহ চরম অহমিকার সঙ্গে এসে হাজির হলো।

এই নৌবহরে 'আব্রাহাম লিংকন' নামক জাহাজটিও আছে, যেন পানির উপর সন্তরণশীল ছোট্ট একটি নগরী। জাহাজটির দৈর্ঘ্য ১১০৮ ফুট আর প্রস্থ ২৫৭ ফুট। তার মধ্যে ৫, ৫০০ লোকের থাকার জন্য কোয়ার্টার আছে, যারা বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়া তিন মাস পর্যন্ত তার মধ্যে থাকতে পারে। জাহাজটির নিজস্ব রেডিও ও টিভি স্টেশন আছে। নিজস্ব ডাকঘর ও দরবারহল আছে। দুটি

১১৯. সহীহ মুসলিম ঃ খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২২২; আত-তারীখুল কাবীর ঃ খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৬

নিউক্লিয়ার রি-এ্যাক্টরও আছে। তাতে ৮০টি যুদ্ধবিমান সব সময় দণ্ডায়মান থাকে এবং প্রতি এক মিনিটে চারটি বিমান আক্রমণের জন্য উড়াল দিতে পারে।

সমুদ্রমাঝে অনেক-অনেক দ্বীপ আছে এবং তথাকার অধিবাসীরা খ্রিস্টবাদের অনুসারী। বর্তমান যুগে এরূপ অঞ্চলের শীর্ষ তালিকায় আছে আমেরিকা ও ব্রিটেন। তাদের দ্বীপগুলোর মধ্যে বহু দ্বীপ এমন আছে, বহিঃজগতের গায়ে যেগুলোর বাতাস লাগতে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরে কত নাম না-জানা দ্বীপ আছে, যেখানে কাফেরদের গোপন তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে, বিশ্ববাসী যার কোনো খবর রাখে না। এখানে এ-ধরনের একটি অঞ্চল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। আশা করি, আলোচনাটি পাঠকদের আনন্দ দিতে সক্ষম হবে।

বার্মুদা ট্রিংগল

এই অঞ্চলটি আটলান্টিক মহাসাগরে কিউবার আগে পোর্টরিকুর সন্নিকটে অবস্থিত। অঞ্চলটি সম্পর্কে নিত্যদিন অনেক বিরল ও বিস্ময়কর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপক অনুসন্ধান সত্ত্বেও আজ অবধি কোনো অনুসন্ধানের ফলাফল পুরোপুরি জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়নি। এতেই অঞ্চলটির রহস্যময়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ-পর্যন্ত এখানে অসংখ্য জাহাজ অদৃশ্য হয়ে গেছে। হারিয়ে-যাওয়া-জাহাজের অনুসন্ধানে বিমান পাঠানো হলে উক্ত অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করামাত্র সেই বিমানও অদৃশ্য হয়ে গেছে। অদৃশ্য-হয়ে-যাওয়া প্রতিটি জাহাজের কাহিনী শুনবার মতো বিষয়।

সর্বপ্রথম যে-ঘটনাটি বহিঃজগতের সামনে এসেছিল, সেটি ছিল ১৮৭৪ সালে অদৃশ্য-হওয়া-জাহাজ। তাতে অবস্থানরত তিনশোরও বেশি লোক ক্যাপ্টেনসহ লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিল এবং জাহাজটি ক্যাপ্টেন ছাড়াই নিরাপদ অবস্থায় কূলে পাওয়া গিয়েছিল। একবার জাহাজের সব কজন যাত্রীকে মাতাল অবস্থায় কূলে পাওয়া গিয়েছিল এবং তাদের জাহাজটি উক্ত অঞ্চলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। যাত্রীদের ভাষ্যমতে জাহাজটি যখন উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন মস্তিষ্কে একটি ধাক্কার মতো লাগে। তারপর কীভাবে কূলে পৌছয়, তার কিছুই তারা জানে না।

অনুরূপভাবে অন্য বহু উড়োজাহাজের ক্ষেত্রেও অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো কমিটিরই রিপোর্ট জনসম্মুখে আসতে দেওয়া হয়নি। বরং বিশ্বের দৃষ্টিকে প্রকৃত সত্য থেকে সরিয়ে রাখার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রতারকরা গল্পকারদের মাধ্যমে এমন কাল্পনিক উপন্যাস প্রচার করিয়েছে, বিশ্ববাসী যার আমেজে বিভ্রান্তির অতলে হারিয়ে গেছে। এভাবেই ইবলিসের চেলারা বাস্তবতাকে বিশবাসীর দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে।

ওই অঞ্চলটির ব্যাপারে মোটের উপর একটি কথা প্রচারিত আছে যে, এলাকাটির বেশিরভাগ জায়গায় পানির মধ্য থেকে আগুন নির্গত হয় এবং পুনরায় পানিতে ঢুকে যেতে দেখা যায়। ইবলিসি শক্তিগুলোর গোপন তৎপরতা ও আন্তর্জাতিক ধোঁকাবাজদের যদি পরিসংখ্যান নেওয়া হয়, তাহলে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত অঞ্চলটি আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তির গোপন ঠিকানা। এখানে অবস্থান করেই তারা তাদের গোপন তৎপরতা পরিচালনা করছে।

হাদীছে আছে, 'ইবলিস সমুদ্রে তার সিংহাসন পাতে।' এতেও প্রমাণিত হচ্ছে, ইবলিসের সিংহাসন বা কেন্দ্র এমন একটি অঞ্চল হবে, যেখানে কুফরির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তা ছাড়া কুরআন-হাদীছ দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত যে, ইবলিস তার মানুষ বন্ধুদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এমনকি যখন প্রয়োজন হয়, তখন মানুষের আকৃতিতে এসে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বদর যুদ্ধে ইবলিস বনু কিনানার নেতা সুরাকা ইবনে মালিকের আকৃতিতে আবুজাহ্লের সঙ্গে উপস্থিত ছিল এবং আবুজাহ্লকে যুদ্ধ করার জন্য অনবরত উসকানি দিচ্ছিল।

ইবলিসের কেন্দ্র সমুদ্রের কোথাও এমন এক অঞ্চলের কাছাকাছি হওয়া দরকার, যেখান থেকে বর্তমান সকল ইবলিসি পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে। বার্মুদা ট্রিংগেল আমেরিকার কাছাকাছি একটি দ্বীপ এবং বর্তমানে আমেরিকা বিশ্ব কুফরি শক্তির কেন্দ্র। তাই হতে পারে, বার্মুদা অঞ্চলটি ইবলিসের একটি কেন্দ্র এবং এখান থেকে সে তার জিন ও মানুষ শয়তানদের থেকে কর্মবৃত্তান্ত শুনে তাদেরকে পথনির্দেশনা প্রদান করে এবং বিশ্ববাসীকে উক্ত অঞ্চল থেকে দূরে রাখার জন্য এলাকাটিকে আতঙ্কের প্রতিমূর্তি বানিয়ে রেখেছে। এ-ব্যাপারে যা কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক শক্তির ইচ্ছা ব্যতীত তা বাইরে আসতে পারবে না।

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ বলেছিলেন, আমার কাছে সরাসরি খোদার নিকট থেকে নির্দেশনা আসে। এই আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি, তার এই 'খোদা'টি হলো ইবলিস। ইবলিসই তাকে সরাসরি নির্দেশনা প্রদান করত। কিংবা দাজ্জাল কোনো এক জায়গা থেকে সরাসরি বুশ ও তার মতো কাফের নেতাদের নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। দাজ্জালের কথা এজন্য বললাম যে, খ্রিস্টানদের একটি উপদলের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশের আগে দাজ্জাল নিজের জন্য পরিবেশ প্রস্তুত করবে এবং তার বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলোকে তার এজেন্টদের মাধ্যমে ধ্বংস করাবে।

আলোচ্য হাদীছের শেষে বলা হয়েছে, 'কুস্তুন্তুনিয়ার (ইস্তাম্বুল) অধিবাসীরা তাদের সাহায্য করবে।' বর্তমানে তুরস্ককে এমন এক শ্রেণীর মানুষ শাসন করছে, যারা মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের প্রতি বেশি আন্তরিক। আর এমনও হতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলটি পুরোপুরি কাফেরদের কব্জায় চলে যাবে।